পৃথিবীর কেউ, ইতিহাসের কেউ, কখনো তাদের স্বাধীনতা তাদের নিপীড়কদেরকে নৈতিকতার দোহাই দিয়ে পায় নি।
— আসাটা শাকুর।

বৈষম্য কেনো?

বৈষম্য আসলে কোনো প্রকৃত ঘৃণা, প্রকৃত ভয় বা প্রকৃত অজ্ঞতার ফল নয়— এটি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ও নিচু শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণের একটি রাজনৈতিক অনুশীলন। বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকারীরা অগ্রগতি করতে পারে না কারণ তারা এটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হয় এবং এটিকে অন্য যেকোনো যুদ্ধ বা স্বার্থসংঘাত হিসাবে দেখার বদলে তারা সাধারণ মানুষের মানবিকতার প্রতি আবেদন জানাতে মনোযোগ দেয়। "শিক্ষাদান" করে নিজের অধিকার আদায় করা যায় না। সমস্যাটি কোনো "শিক্ষার অভাব" বা "সংকীর্ণ মানসিকতা"র নয়। সমস্যাটি ডানপন্থীদের আধিপত্যের।
কেবল পাল্টা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেই অধিকার পাওয়া সম্ভব— এমনভাবে যেনো তোমার সম্প্রদায়কে দমন করা শাসকদের জন্য লাভবান না হয়, বরং খরচের হিসাব করলে তা তাদের জন্য একেবারেই অলাভজনক হয়ে ওঠে। ডানপন্থীদের কাছ থেকে মানবিকতার ভিক্ষা চাওয়া আসলে আত্মসমর্পণ; আর আধিপত্যের কাঠামো আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভাঙা যায় না।
বৈষম্য টিকে আছে কারণ শাসকশ্রেণির সবসময় একটি বলির পাঁঠা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাল দিতে ব্যর্থ হলে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় অন্য কারো উপর চাপানোর জন্যও একটা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন। এভাবে নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী শ্রেণিকে এমন ভ্রম দেওয়া হয় যে তারা নিপীড়িত সংখ্যালঘু শ্রমজীবী শ্রেণির চেয়ে ঊর্ধ্বতন অবস্থানে রয়েছে, আর সেই ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্ববোধ তাদের দৃষ্টি শাসকশ্রেণির উপর

থেকে সরিয়ে দেয়। এটি একটি সহজে শোষণযোগ্য সম্প্রদায় তৈরি করে (যেমন— দাসত্ব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীদের কম মজুরি, ট্রান্স মানুষদের যৌন শোষণ ইত্যাদি)। এই বৈষম্য শ্রেণিবিন্যাসকে মানুষের চোখে স্বাভাবিক করে তোলে, এমনভাবে যেনো এটি শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মতো স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আর এই স্তরবিন্যাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী শ্রেণির উপর পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

বৈষম্য বিদ্যমান কারণ এটি কোথাও না কোথাও কারো মুনাফা তৈরিতে সাহায্য করছে।

বৈষম্য সংস্কৃতি বা ধর্মের কারণে টিকে নেই। ইসলামের মধ্যেই বহু ব্যাখ্যা ও ফতোয়া আছে যা এলজিবিটি মানুষকে স্বীকৃতি দেয়— একটি যেমন: সোদম ও গোমোরাহ ধ্বংস হয়েছিল সমকামিতার কারণে নয়, বরং ধর্ষণের কারণে।

চাইলে ধর্মতান্ত্রিকরা এসব ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারত, যেভাবে তারা সমতল পৃথিবীর বদলে গোলাকার পৃথিবীর বিজ্ঞানবান্ধন নব-ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। কিন্তু তারা সচেতনভাবে বৈষম্যমূলক ব্যাখ্যাকে বেছে নেয়।

বৈষম্য টিকে আছে শোষণমূলক অর্থনীতির কারণে। এটি শাসকশ্রেণির জন্য লাভজনক, তাই তারা তাদের প্রতিষ্ঠান ও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বৈষম্য ছড়ায়। আর যদি কঞ্জারভেটিভ ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই না করা হয় তবে এটি সময়ের সঙ্গে নিজে নিজে কখনো বিলীন হবে না।

হিজড়াদেরকে সমাজ থেকে নির্বাসিত করে বস্তিতে আবদ্ধ করে রাখা হয় তাদের প্রতি ঘৃণার কারণে নয়— বরং তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মানব পাচার করার জন্য।

"তারা যা ভয় পায় তাই ঘৃণা করে" — ভুল! তারা তা ঘৃণা করে যা থেকে তারা লাভবান হয়। তারা পদ্ধতিগতভাবে হত্যা করে সেই জিনিসটিকে যার হত্যায় তাদের লাভ হয়। অজ্ঞতা থেকে জন্মানো বৈষম্য মুছে ফেলা যায়, কিন্তু অভিনয় থেকে জন্মানো বৈষম্য মুছে ফেলা যায় না।

বেশিরভাগ বৈষম্যের সামাজিক প্রকাশ আসলে কৃত্রিম মতামতের অনুকরণ। বন্ধুমহলে একই জিনিস ঘৃণা করে পারস্পরিক বিনোদন ও বন্ধন গড়ে তোলার রাজনৈতিক নাটক। এজন্যই যখন বৈষম্যের দ্বারা সৃষ্ট মজলুম মানুষের জিঘাংসার পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতে হয় তখন তারা অবাক হয়— কারণ তাদের কাছে তো এটি কেবল বিনোদনই ছিলো — আর বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে কখনো তারা শাস্তি পাবে বলে মনে করে নি।

এই কারণেই কুইয়ার সহিংসতা প্রয়োজন— কারণ এটি বৈষম্যবাদী কাঠামো থেকে প্রাপ্ত সুবিধাকে ক্ষতির তুলনায় নগণ্য করে দেয়। lgbtদের দ্বারা সৃষ্ট সহিংসতার মাধ্যমেই ডানপন্থীদেরকে হয় প্রকৃত ঘৃণা অনুভব করতে বাধ্য করতে হবে অথবা সেই ঘৃণার ভণ্ডামি ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে।

বৈষম্যের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো নিজস্ব প্রতিলিপি রেখে না যাওয়ার অস্তিত্বগত ভয়— অর্থাৎ সন্তান না থাকার ভয়। এজন্য অনেক রক্ষণশীল বাবা-মা গোপনে তাদের সন্তানদের কুইয়ারদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক মানলেও— জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নেয় না। "ঘরের দরজা বন্ধ করে যা করো করো, কিন্তু ওদের সঙ্গে সংসার করো না।" কারণ সন্তানকে নিজের সম্প্রসারিত সত্তা হিসেবে তারা দেখে, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অভিভাবকদের চোখে তাদের কুইয়ার সন্তানকে এমন একটা সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে যে নিজে বাচ্চা না পয়দা করার মাধ্যমে তার বাবা-মায়ের সম্প্রসারিত সত্তাকে হত্যা করছে।

Lgbt সহিংসতার লক্ষ্য হলো এইসব ভয়কে উপেক্ষা করা, কারণ তাদের সেই ভয়ের তীব্রতা আমাদের সিস্টেমিক শোষণ দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণার কাছে তুচ্ছ— আমি যখন আমার ভালোবাসার পুরুষকে বিয়ে করতে পারি না, তার সাথে সংসার করতে পারি না— তখন আমি তোমার ভয় বৈধ কি অবৈধ— তা চিন্তা করে দেখতে রাজি নই।

অনেক lgbt-বিদ্বেষীরা বলে থাকে "ওসব ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আইনগত স্বীকৃতির ব্যাপার নয়।" আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো— lgbtবিদ্বেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকুক, কিন্তু সেটিকে আইন দিয়ে বৈধ বা টিকিয়ে রাখা চলবে না। তুমি যদি তোমার সন্তানকে ব্রেনওয়াশ করে কুইয়ার না হতে রাজি করাতে পারো— আমি তাদেরকে নিয়ে মাথা ঘামাবো না। কিন্তু যারা সেই নির্যাতনে ভাঙে না, তাদের জন্য আইনগতভাবে সংসার ও বিয়ের সুযোগ চাই। অন্যথায় অগ্নিবর্ষণ আসবে।

lgbt-বিদ্বেষীরা lgbt মানুষজনকে ঘৃণা বা ভয় করে না। তারা ভয় করে সামাজিক পিরামিডের চূড়ায় তাদের নিজের অবস্থান হারানোর। যেমন, সাধারণ বিবাহে নারীকে পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয়। এতে পুরুষ নিজেকে রাজা হিসেবে বোধ করে। ফলে তার শাসনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং সে তার কর্মক্ষেত্রের মালিক বা রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে এক ধরণের ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করে। এভাবেই সে রাষ্ট্র ও পুঁজির নিয়ম মেনে চলে— কারণ সে পাল্টা শাসন করতে পারে তার অধীনস্ত নারীকে।

রবীন্দ্রনাথের লাইন একটু বিকৃত করে বললে— "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সাথে মিলবো কী স্বত্বে?" কিন্তু এলজিবিটি মানুষরা এই মডেলে ফাটল ধরায়। পুরুষ-পুরুষ সম্পর্ক মানে এক মালিক আরেক মালিককে অধীনস্ত করছে। নারী-নারী সম্পর্ক মানে এক সম্পত্তি আরেক সম্পত্তিকে অধীনস্ত করছে। কীভাবে দাস আরেক দাসকে অধীনস্ত করবে? কীভাবে প্রভু আরেক প্রভুকে অধীনস্থ করবে? আর ট্রান্সজেন্ডাররা? কীভাবে প্রভু দাসে পরিণত হয়? কীভাবে দাস প্রভু হয়? এলজিবিটি মানুষদের তারা ভূমিকম্প মনে করে, যা তাদের সামাজিক পিরামিডে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে, যদিও বাস্তবে তা নয়। বাস্তবে ট্রান্স নারী ও মেয়েলী সমকামী পুরুষদেরকে সমাজ সাধারণ জন্মগত নারীদের চেয়ে নিচের স্তরে ঠেলে দেয়। lgbtরা আইনী অধিকার পেলেও শ্রেণিবিন্যাস টিকে থাকবেই, শুধু সামান্য মানিয়ে নেবে। তবুও তাদের ভয় এই যে, এই শ্রেণিবিন্যাস ভেঙে যেতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো— এই lgbtবিরোধী দমন কেবল নারীদেরকে পুরুষের অধীন রাখার জন্য নয়, বা পুরুষদের রাষ্ট্র ও পুঁজির অধীন রাখার জন্য নয়— বরং এলজিবিটি মানুষদের আরেকটি শোষণযোগ্য নিম্নশ্রেণি বানানোর জন্যও বিদ্যমান।

বর্তমান কাঠামোর উদ্দেশ্য

স্ট্যাফোর্ড বিয়ারের তৈরী একটি থিওরী আছে— "একটি কাঠামোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সেটি বাস্তবে যা করে।" কাগজে-কলমে সেই কাঠামোর স্রষ্টা যা-ই বলুক না কেন, আসল কথা হলো কাঠামোটি বাস্তবে কী করে। যদি কোনো কাঠামো কাগজে ঘোষিত উদ্দেশ্যের বদলে অন্য কোনো কিছুর বাস্তবায়ন করে, তবে সেটি বিকল নয়— অই বাস্তবতাই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য।
বাংলাদেশের কুখ্যাত lgbtবিদ্বেষী সোরোয়ার একবার বলেছিল, ব্যক্তিগতভাবে সে পাত্তা দেয় না কে কার সাথে বিছানায় শোতে যায়। আরেকজন সায় দিয়ে বলল, ধর্মতত্ত্বও তো পাত্তা দেয় না, কারণ একজন সমকামীর যৌনতা প্রমাণ করতে চারজন সাক্ষী লাগে— যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে না।
মুখোশ খুলে গেল।
তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়— সমকামী যৌনতা ঠেকানো যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে কেন সমকামবিরোধী আইন টিকে আছে?
বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায় অগণিত সমকামী পুরুষ পতিতা আছে, ট্রান্সজেন্ডার পতিতা আছে, যারা খুব ছোটবেলা থেকে তাদের পরিচয় গোপন করতে পারেনি, স্কুলে সহপাঠীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষকদের হাতে নির্যাতিত হয়ে পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি, চাকরিও পায়নি— ফলে পতিতাবৃত্তিই হয়ে গেছে বেঁচে থাকার উপায়। সমকামী যৌনতা তাহলে নি:সন্দেহে বহাল তবিয়তে এমনিতেই

আছে। সমকামবিদ্বেষী আইন কখনোই সমকামী যৌনতা বন্ধ করতে কার্যকর নয়। কিন্তু এটি কীসে কার্যকর হয়? এটি কার্যকর হয় এমন এক শ্রেণি তৈরি করতে যারা জীবনে স্থিতিশীল পেশা, হাসপাতালের চিকিৎসা— এগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অল্প বয়সেই মারা যায়। জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাও পেতে পারে না, কারণ তার জন্য প্রয়োজন পারিবারিক বা দাম্পত্য আইনী সম্মতি।

সমকামবিদ্বেষীরা বলে সোদম ও গোমোরাহ ধ্বংস হয়েছিল সমকামের কারণে (যদিও ইসলামি গবেষক ইমাম মুহসিন বা সামার হাবিবের মতো ব্যক্তিদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটি ধর্ষণের কারণে হয়েছিল, সমকামের কারণে নয়)। তারা চাইলে সমকাম-বান্ধব ফতোয়া গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তারা করে না। কেননা বৈষম্য ধর্মের কারণে নয়, পুঁজিবাদীদের স্বার্থের কারণে আছে।

শাস্তি বা অপরাধীকরণ সমকাম বন্ধ করছে না। যা করছে তা হলো ধনী মানুষের ভোগের জন্য তরুণ সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডার পতিতাদের যোগান তৈরি করছে।

ধনী মানুষজন তাদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, আইনীভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবার গড়ে তোলে, আর গোপনে এই পতিতাদের শোষণ করে— সামান্য টাকার বিনিময়ে।

যদি সোদম-গোমোরাহ সত্যিই সমকামী যৌনতার কারণে ধ্বংস হয়ে থাকে, সেখানে তো সমকামী বিবাহের আইনত বৈধতা ছিলো না। ওইখানে তো সমকামীদের বিয়ে করার অধিকার ছিল না। তাহলে কেনো ভাবো যে সমকামী অধিকারহীন সমাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে না, যেখানে ধনী লোকেরা গোপনে পতিতা lgbtদের শোষণ করছে?

কারণ ওই বয়ানটি কখনোই সমকামী যৌনতা ঠেকানোর জন্য নয়, বরং কুইয়ার মানুষদের স্থিতিশীলতা ঠেকানোর জন্য। এই ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো প্রচুর সংখ্যায় কুইয়ার পতিতা তৈরি করা, যারা অল্প বয়সেই মারা যাবে।

লক্ষ্য করেছেন কি— সোরোয়ারের মতো ডানপন্থীরা যারা একে "দরজা বন্ধ করে কে কী করলো তাতে কিছু আসে যায় না" আর সেই লিবারেলরা যারা বলে "এলজিবিটিরা অস্তিত্বে থাকতে পারে, কিন্তু বিবাহ অধিকার চাওয়া উচিৎ নয়, কারণ বিবাহ তো পুঁজিবাদের উৎপাদ" — তারা দুজন এক জায়গায় একমত? "কারে চুদবে চুদো, কিন্তু সংসার গড়তে পারবে না।"

রাষ্ট্র ও পুঁজির কাছে তোমার কাজ হলো সন্তান উৎপাদন করা— যাতে ভবিষ্যতের কর্মী ও সৈন্য তৈরি হয়। এতে শ্রমবাজারে শ্রমীকের সরবরাহ পুজিবাদীদের চাহিদার চেয়ে বেশি থাকে, আর পুজিবাদীরা মজুরি কমিয়ে রাখতে পারে।

তাই তারা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে সমকামী প্রেমের সম্পর্কগুলোকে শুরুতেই ভেঙে ফেলা হয়। মানুষকে শেখানো হয় যে সমকামী প্রেম শুধু একরকম কিশোর বয়সের বিলাসিতা, পরে তা ছেড়ে পরিবার গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু যদি মধ্যবয়সে এসে ধনী কারও আবার ইচ্ছে করে কোনো ট্রান্স নারী বা সমকামী পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার? সমস্যা নেই— সবসময় যোগান থাকে গৃহহীন, অল্পবয়সী, দৃশ্যবান কুইয়ার পতিতাদের। সমাজ তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাদেরকে বিপজ্জনক পেশায় ঠেলে দেওয়া হয়, আর তারা দ্রুত মারা যায়— নতুন আরো তরুণ পতিতাদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে।

কোনো গোষ্ঠীর বিবাহ অধিকার অস্বীকার করো বা তাদেরকে অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করো— ফল একই। অপরাধীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ও স্বীকৃতির অভাবে কোনো নিয়ন্ত্রিত সামাজিক কাঠামো তৈরি হয় না। তারা ক্ষণস্থায়ী অস্থিতিশীল সম্পর্কের সংস্কৃতিতে নিজেদেরকে পায়। ফলে যৌনসংক্রমিত রোগ ছড়ায় দ্রুততর হারে। এরপর শাসকশ্রেণি তাদের এই দুর্দশাকে ব্যবহার করে তাদেরকে আরও দমন-নিপীড়ন করার জন্য,

অনাধিকারের ফলে সৃষ্ট এই দুর্দশাকে "খোদার গজব" আক্ষা দেওয়া হয় তাদের অধিকারের আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার জন্য।
অনেকে বলে "যদি হোমোফোব রাজনীতিবিদদের lgbt সন্তান হতো তাহলে তারা lgbtদের কষ্ট বুঝতে পারতো!" — কিন্তু তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ এই সামাজিক অর্ডারে তাদের সন্তানও শেষে সাধারণ নারী-পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হবে, কিন্তু গোপনে lgbt পতিতাদের শোষণ করবে, তাদের মৃতদেহকে আবর্জনার মতো ফেলে দেবে।
এখানে কোনো ভণ্ডামি নেই, হিপোক্রেসী নেই। ধনী মানুষরা সমকামী হতে পারে, কিন্তু তাদের কাছে সমকামিতা একটি সামাজিক নিম্নস্তরের চিহ্ন মাত্র। পর্যাপ্ত সম্পদ থাকলে তারা সেই স্তর এড়িয়ে চলতে পারে— পরিচয় গোপন রেখে দরিদ্র সমকামীদের শোষণ করতে পারে।
তাদের কাছে সমকামিতা কেবল একটি যৌনকর্মে সীমাবদ্ধ। ভালোবাসায় নয়। ভালোবাসা মানে সহাবস্থান, মানে সন্তানহীনতা, মানে একটা শ্রমিক বা সৈন্য শ্রমবাজারে কমে যাওয়া।
Closet-এর বাইরে আসা? পরিচয় প্রকাশ্যে রাখা? বিবাহের অধিকার দাবি করা? সঙ্গীকে একটা মানুষ হিসেবে দেখা?— একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।
এই কারণেই মুনতাসিরকে রাজনৈতিক দলে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। সে কিভাবে প্রকাশ্যে কুইয়ার হয়ে রাজনীতি করতে চায়? এই ব্যবস্থায় দৃশ্যত কুইয়ারদের ভূমিকা হলো পতিতা হওয়া, উপপত্নী হওয়া।
মুনতাসির ক্যামেরার সামনে থাকার নয়, রাস্তার বাতির নিচে দাড়িয়ে থাকার কথা। রাজনৈতিক আলোচনায় নয়, বস্তির অন্ধকারে। সেখানেই কয়েকটা ধনী লোকদের হাতে ধর্ষিত হয়ে রোগে, ক্ষুধায় অল্পবয়সে মুনতাসিরের মরে যাওয়ার কথা।
বাংলাদেশি মধ্যবিত্তরা কেনো থাইল্যান্ডের "লেডিবয় পতিতা" নিয়ে কৌতুক আর মজা করে, অথচ থাইল্যান্ড যখন তাদেরকে বিবাহের অধিকার দেয় তখন আঁতকে উঠে? পতিতা হিসাবে তাদের যৌনতা তো বিদ্যমানই ছিলো— তাহলে বিবাহের অধিকার না থাকলেও তো অই

যৌনতা বিদ্যমানই থাকতো। কারণ বিবাহের আইনী স্বীকৃতি মানে তাদের জন্য পতিতাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ।
বাংলাদেশে অনেক ধনী পুরুষরা ট্রান্স নারীদের প্রতি আকৃষ্ট। তারা চাইলে তারা অনেক আগেই ট্রান্সজেন্ডারদের জীবন সহজ করতে পারত। কিন্তু তারা করে না। কারণ lgbtphobia টিকে থাকলে তাদের কাছে lgbtপতিতাদের একটানা সরবরাহের লাইন থাকে। ক্ষুধার্ত, গৃহহীন, অধিকারবঞ্চিত কিশোর-কিশোরী lgbtরা— যাদের কাছ থেকে তারা কেবল শারীরিক সম্পর্কের বিনিময়ে অল্প টাকা ছুঁড়ে দিতে পারে।
তাদের হাতে ছিল কুইয়ার-বান্ধব ফতোয়া। কিন্তু তারা তা নিলো না। কেন? কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো lgbtদেরকে সমাজে নিম্নস্তরে আটকে রাখা। আমাদের কয়েকজনকে মাঝেমাঝে হত্যা করা হয় সেই নিম্নস্তরকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানব-বলি হিসাবে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা তাদের শোষণের বাধ্য থাকি, আমাদের অধিকারহীনতা মেনে নেই, তারা আমাদের রক্তপাতও করতে চায় না।
আমেরিকার ডানপন্থী অঙ্গরাজ্যগুলোতে সবচেয়ে বেশি ট্রান্সবিরোধী আইন আছে, অথচ সেখানে সবচেয়ে বেশি ট্রান্সজেন্ডার পর্ন সার্চ হয়— গবেষণায় এটাই দেখা গেছে। অনেকে এটাকে ডানপন্থীদের মজার হিপোক্রেসি বলে মনে করেছে। আসলে কিন্তু এখানে কোনো হিপোক্রেসি নেই।
ট্রান্সজেন্ডার শিশুদেরকে আইনী কাঠামো অনুযায়ী ভবিষ্যত না থাকায় ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়, তারা শিক্ষায় বঞ্চিত হয়, চাকরি পায় না। তার পরিণতি কী? পতিতাবৃত্তি, পর্নোগ্রাফীতে অভিনয়, উপপত্নীর জীবন। এভাবে রক্ষণশীলরা নিজেদের জন্য শোষণযোগ্য ট্রান্স মানুষের যোগান বজায় রাখছে।
একটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সেটি বাস্তবে যা করে। আর এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এটাই।
ডানপন্থীরা ট্রান্স মানুষদের পুরোপুরি মুছে ফেলতে চায় না, যেমন তারা নারী বা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে মুছে ফেলতে চায় না। তারা কেবল চায় এই

মানুষগুলো নিচু স্তরে থাকুক। যাতে শোষণযোগ্য হিসাবে বিবাহ বা আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই বাঁচুক, আর শোষণ শেষে অল্প বয়সে মারা যাক। তাদের লক্ষ্য ধ্বংস নয়। ধ্বংস করলে শোষণ সম্ভব হবে না। তাদের লক্ষ্য হলো শোষণ। আর এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

এগুলো অনুমান নয়— এ সত্য প্রমাণিত। আমেরিকা-ইউরোপে বিবাহ অধিকার আসার আগের lgbtদের জীবনী পড়ো। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের যেসব দেশে এখনো বিবাহ অধিকার নেই— তাদের lgbtদের গল্প শোনো। একই চিত্র: গৃহহীন কিশোর-কিশোরী lgbtদেরকে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, এবং তারা অল্প বয়সেই মারা যায়।

এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য তোমাকে ধ্বংস করা নয়— বরং তোমাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, শোষণযোগ্য করে তোলা, আর ব্যবহার শেষে আবর্জনা হিসাবে ফেলে দেওয়ার মতো দ্রব্য বানানো। এটাই আমাকে ভীত করে তোলে।

কারণ গণহত্যা টেকসই নয়। যদি আমাদেরকে তারা ধ্বংস করতে চাইত, তবে নিপীড়ন তীব্র হতো আর তীব্রতর নিপীড়ন থেকে বিদ্রোহ জন্ম নিত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়। আমাদের ধ্বংস তাদের জন্য লাভজনক নয়।

তাদের উদ্দেশ্য শোষণ। আর সেটা?— সামন্ত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যদি দেখি, সেটাই টেকসই। আর এই টেকসই শোষণই আমাকে আতঙ্কিত করে। আমাদের সবাইকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে ফেলা? সেটা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু শত বছর ধরে গৃহহীন কুইয়ার শিশুদের বারবার যৌন শোষণ করা, সেই একই রাজনীতিবিদদের দ্বারা, যারা lgbtবিরোধী আইন বানিয়ে তাদের এই দুরবস্থায় ঠেলে দিয়েছে— এই ভয়টাই আমাকে গিলে খায়।

এই সত্যকে বুঝে ওঠা মানে এক আত্মাহীন দানবের চোখের দিকে তাকানো। একবার একজন ফিলিস্তিনি মানুষ ছিল যে জঘন্য জায়নবাদীদের দ্বারা নিহত একটি ফিলিস্তিনি শিশুর মৃতদেহ হাতে নিয়ে বলেছিল: "যথেষ্ট।

যথেষ্ট। হয় আমাদের সবাইকে একসাথে মৃত্যুদণ্ড দাও অথবা রক্তপাত বন্ধ করো।" আমি ফিলিস্তিনি মানুষের প্রতিদিনের চরম হৃদয়বিদারক ট্রমা বোঝার ভান করব না। কিন্তু আমার জীবনে পদ্ধতিগত পরোক্ষ সহিংসতা বা সক্রিয় ঘৃণামূলক অপরাধের কারণে এতজন কুইয়ার বন্ধু মারা গেছে, যে আমি চাই সারা বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র আমাকে সহ সমস্ত এলজিবিটি মানুষকে একসাথে মৃত্যুদণ্ড দিক অথবা নাগরিক অধিকার দিক। কারণ মৃত্যুতে আমরা শান্তি পাব— নিয়মিত মৃত্যুদণ্ড সহ এলজিবিটি-দের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ গণহত্যা আমার কাছে বর্তমান স্থিতাবস্থার চেয়ে হজম করা সহজ হবে।

“পিছিয়ে থাকা জনগণ” মিথের প্রসঙ্গে:

মানবাধিকারের প্রশ্নে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষ আসলে শুধু তাই করে যা শাসকশ্রেণি তাদের করতে বলে। যেমন, অভিভাবকদের সম্মতিসূচক বাল্যবিবাহ বা বৈবাহিক ধর্ষণের মতো জিনিসগুলো অনেকটাই কমে যেত যদি শাসকশ্রেণি সত্যিই এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতো, যদি এসব বেআইনী করা হতো। বাংলাদেশের জনগণ মানসিকভাবে দুনিয়ার অন্য কোথাও জন্মানো মানুষের চেয়ে বেশি “পিছিয়ে” নেই। সাধারণ মানুষ তো কেবল তাদের জীবনটুকু চালিয়ে নিতে চায়। সমস্যাটা হলো শাসকশ্রেণির মধ্যে — যারা মুখে বলে, “অবশ্যই আমি ব্যক্তিগতভাবে এসবের বিরুদ্ধে। কিন্তু জনগণ চায় না, আমি তো জনগণের দাস মাত্র।” তারা মিথ্যা বলছে। তারা চায় বর্তমান অবস্থা যেমন আছে, তেমনই থাকুক।

বাংলাদেশের “জনগণ” আসলে কেবল এক বলির পাঠা, যাদের দেখিয়ে শাসকশ্রেণি দাবি করে যে অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই ধারণাকে বলে নির্বাচিত জনতাবাদ (selective populism)। আর উম্বার্তো একো ঠিকই বলেছিলেন — টেলিভিশন আর ইন্টারনেট এই প্রবণতাকে আরও জঘন্য করে তুলেছে। বাংলার লিবারেলরা এমনভাবে আচরণ করে যেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ধনী হয়ে উঠলেই সব ডানপন্থী ও সামাজিক সমস্যার

সমাধান হয়ে যাবে। যেন অর্থনৈতিক উন্নতির নির্দিষ্ট একটা স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের মরেই যেতে হবে।
এমনটা ঘটে কারণ তারা কেবল নিজেদের অর্থনৈতিক বৃত্তের ভেতরের লিবারেলদেরকেই চেনে। বাইরের কাউকে চেনে না। তাই তাদের মনে সমীকরণটা দাঁড়ায় — ধনী = লিবারেল, ডানপন্থী = সাধারণ মানুষ। ফলে আপনি যদি নাগরিক অধিকারের কথা বলেন, তারা আপনাকেই শ্রেণিবিদ্বেষী আখ্যা দিবে।
এই দেশে ২০ কোটিরও বেশি মানুষ বাস করে, অথচ শাসকেরা কয়েকশো ভাড়া-করা সমাবেশ দেখিয়ে দাবি করে "জনগণ তো অশিক্ষিত, অগ্রগতি চায় না।" এটা একেবারেই বাজে কথা।
এমন কারও উপর বিশ্বাস রাখবেন না, যারা আপনার অধিকার নিয়ে বলে "জনগণ এখনও প্রস্তুত নয়।" বাংলাদেশে অর্ধেকের বেশি মব ও দাঙ্গাই পুঁজিপতিদের টাকায় সংঘটিত। ওইসব মানুষ জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না।
"অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে" — এই কথার মানে আসলে এটা নয় যে "গরিব মানুষ মানেই সামাজিকভাবে ডানপন্থী।" যদিও অনেক নির্বোধ লিবারেলরা এটা ঐভাবেই ব্যবহার করে। আসলে অনেক গরিব মানুষ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রগতিশীল, ধনী ও মধ্যবিত্তদের চেয়ে। এই কথার মানে হলো ধনী ও মধ্যবিত্তরা রক্ষণশীল কারণ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বর্তমান সিস্টেমকে ধরে রাখার পক্ষে — সমাজকে শ্রেণিবিন্যাসে বেঁধে রাখার পক্ষে।
সংখ্যালঘুদেরকে গরিব মানুষরা ধ্বংস করছে না। ট্রান্সজেন্ডারদেরকে "সামাজিক সমস্যা" আখ্যা দিয়ে আর্টিকেল লিখে বুদ্ধিজীবী সাজার চেষ্টা করছে গরিব মানুষরা না। এরা হলো মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণি, যারা প্রোপাগান্ডা লিখে, অন্যদের উসকে দেয়, আর যখন সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ হয় তখন ভান করে যেন এটা কেবল গরীব আমজনতার ক্ষোভ থেকে এসেছে।

আমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের জন্য একটা ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি: তৃতীয় বিশ্বে দাঙ্গা বা হিংস্র মবগুলো কখনোই সাধারণ মানুষের দ্বারা গড়ে ওঠে না। সাধারণ মানুষ ভয়ে চুপ করে থাকে, অংশগ্রহণ করে না। এগুলো সংগঠিত হয় রাজনীতিবিদ, কর্পোরেশন (যারা সংখ্যালঘুদের জমি দখল করে), রাষ্ট্র ও সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে — যাদের স্বার্থ একে অপরের সঙ্গে জড়িত। তাই আপনি যখন দেখেন ট্রান্সজেন্ডারদের বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো বা কোনো সমকামীকে হত্যা করা হলো — তখন আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ভুলে যাওয়া যে এসব আপনার দেশেও ঘটে, আর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হয় ভেবে নেওয়া যে এই ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে এরকম। কিন্তু মনে রাখবেন, এগুলো সাধারণ মানুষ নয়। এরা আপনার দেশের নিও-নাৎসিদের মতো — সাধারণ মানুষের বেশ ধরে হাজির হয়। এমনকি দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু বুদ্ধিজীবীর কলমে এদের "সাবঅল্টার্ন" হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়।
আর এখন যদি আপনার white guilt সক্রিয় হয়ে যায় — নিজেকে দোষারোপ করবেন না। একই চিন্তাধারা এখানকার অনেক বাদামী উদারপন্থী ও বামপন্থীরাও গ্রহণ করে — যারা বলে, "দেখলেন তো এত হিংসা? কুইয়ার অধিকারের কথা ভাবাই অসম্ভব।"

লিবারেলদের সামাজিক স্তরবিন্যাস
যখনই lgbtদের অধিকারের প্রসঙ্গ ওঠে, লিবারেলরা প্রায়ই বলে, "মহিলারাই তো এখনও সব অধিকার পায়নি, তোমরা কীভাবে অধিকার চাও?"
অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ডানপন্থীদের মতোই লিবারেলরাও একটি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস বজায় রাখে। যেখানে ডানপন্থীদের শ্রেণিস্তর বিন্যাস নির্ভর করে কে বেশি নিপীড়নের যোগ্য, সেখানে লিবারেলদের শ্রেণিস্তর বিন্যাস নির্ভর করে কে বেশি মুক্তির যোগ্য তার উপর।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এই শ্রেণিস্তরের বিন্যাসে কুইয়াররা কোথায় অবস্থান করে? আমাদের দুর্দশার থেকে সবসময়ই অন্য ‘বড়’ কোনো সমস্যা বিদ্যমান থাকে, যেগুলো সমাধান না করে আমাদের আইনী অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়— এমন যুক্তিই দেওয়া হয়। এর মানে কি একটি দীর্ঘ লড্রি লিস্ট তৈরি করা আছে? আমাদের অবস্থান অই লড্রি লিস্টের কোন পর্যায়ে?
কল্পনা করুন, যদি আমেরিকার লিবারেলরা নাগরিক অধিকারের সময় প্রতিবার কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের দাবি তোলা হলে বলে বসতো যে, “আমেরিকার অর্ধেক জনগোষ্ঠী — নারীরাও — এখনও সব অধিকার পায়নি, আর কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী, তারা তো জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ”। এইসব ভুংভাং বলে কৃষ্ণাঙ্গদের আইনী অধিকারের প্রশ্ন নগন্য করে ফেলা যেতো?

লিবারেলদের দ্বারা lgbtদেরকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় তা হলো আমাদেরকে সমাজের শরীরে একটি দেখতে অদ্ভুত কিন্তু মারণাত্মক নয় এমন একটি টিউমারের মতো ভাবা — সেই সামাজিক শরীরের কোনো অঙ্গের মতো নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, অমারাত্মক টিউমারও শুধুমাত্র সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য কেটে ফেলা হয়।

শুধু অ-বেআইনীকরণ করা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন আইনগত স্বীকৃতি ও বিবাহের অধিকার:
এলজিবিটিদের অ-বেআইনীকরণ করা কিন্তু তাদের বিবাহের অধিকার না দেওয়া মানে হলো কাউকে ছুরিকাঘাত করে পরে ছুরিটা বের করে আনার জন্য ধন্যবাদ প্রত্যাশা করা—কিন্তু ক্ষতটা তখনও আছে, রক্ত তখনও ঝরছে, আর মানুষটা তখনও মারা যাবে।

তোমার যন্ত্রণা হলো সেই "২" যেটা তারা সমাধান করবে "১" গোনার পর, কিন্তু ভাই, তারা শুরুই করছে ঋণাত্মক অসীম থেকে এবং সেখানে পৌঁছানোর কোনো অভিপ্রায়ই তাদের নাই।

কৃষ্ণাঙ্গ অধিকারের নেতা কোয়ামী ত্যুরে একবার বলেছিলেন: "একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ যদি আমাকে ফাসিতে ঝুলাতে চায়, সেটা তার সমস্যা। কিন্তু যদি তার কাছে আমাকে ফাসিতে ঝুলানোর ক্ষমতা থাকে, তবে সেটা আমার সমস্যা।"

এবং তাই lgbt-বিদ্বেষ কোনো সামাজিক মূল্যবোধ বা মনোভাবের প্রশ্ন নয়। lgbtবিদ্বেষী মনোভাব lgbtরা নিজের চারপাশে, যাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে, তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভাঙতে পারে। কিন্তু আইন যতক্ষণ আমাদের সর্বনাশ করবে, ততক্ষণ তা কোনো কাজে আসবে না। আমার লক্ষ্য হলো ট্রান্সফোবিক আর হোমোফোবিক আইন পরিবর্তন করা, তুমি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে মেরে ফেলতে চাও কি না—সে নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না।

কেন বৈধতা? আরও স্পষ্ট করে বললে কেন বিবাহের অধিকার?

লিবারেলরা lgbt মানুষদেরকে "মানুষ হিসেবে দেখা" বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চেঁচামেচি করে, জোর দিয়ে বলে যে "আইনী অধিকার মানেই মুক্তি নয়।" কিন্তু আইনী অধিকার ছাড়া সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্থহীন। যে লিবারেল কুত্তার বাচ্চা ভাবে আইনি সুরক্ষা আর অধিকার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার চেয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার আইনকে নগন্য করার মনোভাব ভেঙে ফেলার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা বা তাকে হত্যা করা।

আইন মানুষের নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে—উল্টোটা নয়। "সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা" হলো একেবারে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অস্পৃশ্য বায়বীয় একটা জিনিস।

বাংলাদেশি লিবারেলদের lgbtবিদ্বেষ সম্পর্কিত ধারণার সমস্যা হলো — তারা সেটাকে ‘‘কুচোখে দেখা আর গালি দেওয়া আর কটুকথা বলা’’ থেকে শুরু করে ‘‘শারীরিক আঘাত’’ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে।
তুমি পথচারীর কু-দৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারো, তুমি গালি আর কটুকথাও উপেক্ষা করতে পারো, আর আক্রমণাত্মক পরিস্থিতিতে যদি তুমি ভালো লড়াকু হও, তবে জিততেও পারো।
কিন্তু বিবাহের আইনগত স্বীকৃতির অভাব যে কোনো ব্যক্তি-পর্যায়ের বিদ্বেষমূলক ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় এলজিবিটিদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়।
বাংলাদেশে বেঁচে থাকার উপায় পরিবারকে ঘিরেই তৈরি। সন্তানদের দেখা হয় পিতামাতার ভবিষ্যত জীবনের বিনিয়োগ হিসেবে। বিবাহ দেখা হয় পারিবারিক সংযোগ, নেটওয়ার্ক, সামাজিক পুঁজি—এমনকি সরাসরি আর্থিক পুঁজি পাওয়ার উপায় হিসেবে।
যদি তুমি বিয়ে করতে না পারো তবে পরিবারের চোখে তুমি হয়ে যাও একটা অযোগ্য প্রকল্প—যার বেঁচে থাকায় বিনিয়োগ করা মূল্যহীন।
ভাবো তো, যদি বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারদের বিবাহ বৈধ হতো—তবে কি এত ট্রান্সজেন্ডার শিশুদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হতো আর রাস্তায় মরতে হতো? তাদের ভবিষ্যতের আশ্বাস থাকলে তাদের বর্তমানের আশ্বাস থাকতো। কারণ তাদের পরিবার তখন অন্তত কিছুটা প্রণোদনা পেত তাদেরকে বড় করে তোলার, শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার, যা চাকরির নিরাপত্তায় রূপান্তরিত হতে পারতো।
অতএব, বিবাহের অধিকার ছাড়া, যেসব শিশু সম্ভাব্য lgbt বলে চিহ্নিত হয় এবং ভবিষ্যতে লাভ বয়ে আনতে পারবে না বলে মনে করা হয়—তাদের পরিবার তাদেরকে ‘‘ডুবে যাওয়া খরচ’’ হিসেবে দেখে। শুরুতে তাদের উপর অত্যাচার চলে এই আশায় যে তারা বদলাবে, পরে না পারলে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

lgbt বিবাহ যদি বৈধ হতো, তবে পরিবারগুলো প্রণোদনা পেত তাদের lgbt সন্তানদের রাখার ও সমর্থন করার, ফলে তাদের শিক্ষার সুযোগ ও চাকরির নিরাপত্তা বাড়তো।
পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যখন কোনো মুদ্রার মূল্য বাতিল করে দেয়, তখন সেই মুদ্রাকে ফেলে দেওয়া হয়—শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন সংগ্রাহকের ব্যতিক্রম ছাড়া।
দৃশ্যমান সমকামী মানুষজন, যাদের গোপন থাকার কোনো সুযোগ নেই, তাদের কোনো দিকের পরিবার (মা বা বাবার দিক) থাকে না, তারা নিজেদের পরিবারও গড়তে পারে না। ট্রান্স মানুষদের অবস্থা আরও খারাপ। কারণ সমকামী যুগলরা গোপনে নিজেদেরকে "রুমমেট" দাবি করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ট্রান্স মানুষদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, কারণ তারা ডিস্ফোরিয়া কমাতে প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য।
গোপন সমকামী যুগলরা একে অপরকে হাসপাতালে দেখতে যেতে পারে ক্লোজেট ভাঙা ছাড়াই। কিন্তু এক জন্মগত পুরুষ তার ট্রান্স নারী প্রেমিকাকে, বা এক জন্মগত নারী তার ট্রান্স পুরুষ প্রেমিককে হাসপাতালে দেখতে যেতে পারে না এত সহজে—কারণ ধরা পড়ার ভয় থাকে, "ট্রানীদের-প্রেমিক/প্রেমিকা" হিসেবে লেবেল পাওয়ার ভয় থাকে। ফলে ট্রান্স মানুষরা অসুস্থ হলে বা আঘাত পেলে কম সেবাযত্ন পায়।
সবচেয়ে সক্ষম lgbt মানুষও মানুষই। মানুষের শরীর ভেঙে পড়ে। মানুষের মন ভেঙে পড়ে। তখন তাদের আত্ম-পুনরুদ্ধারের সময় অন্য মানুষের ভরসা দরকার হয়। কিন্তু যখন আইন তোমাকে সম্পর্ক গড়তে বাধা দেয়, যখন তোমার পরিবার থাকে না, তখন যতই স্বনির্ভর হও না কেন, একদিন তুমি বাথরুমের মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে আর তোমাকে তুলতে কেউ থাকবে না।
এই কারণেই হিজড়া কমিউনিটি গড়ে উঠেছিল। দৃশ্যমান lgbt মানুষরা একে অপরের যত্ন নেয় কারণ তাদের সঙ্গীরা তা নেয় না। এটা কোনো

উদার সংস্কৃতির মহিমা নয়, এটা কেবল একটুখানি টিকে থাকার ব্যবস্থা, তাও যা খুব একটা কাজ করে না।
সেই কমিউনিটিগুলোও, সমাজে একীভূত না হয়ে বস্তিতে আটকে থাকার কারণে বারবার আক্রান্ত হয়। প্রতিটি নতুন সামাজিক অস্থিরতায় তাদের আশ্রয়ের ইটগুলো মব দ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়।
তারপরও, যখন একটি কমিউনিটিকে সাধারণের চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে হয় বস্তিতে থাকতেও, তাদের শিক্ষা ও চাকরি দেওয়া হয় না, তারা ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য হয় এবং শেষে দেহব্যবসায়ে, পতিতাবৃত্তিতে—আর পতিতাবৃত্তিতে শিশুরা বেশি অর্থ আনে—আর এতসব lgbt শিশুদেরকে পরিবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বা নির্যাতিত করা হয় রাষ্ট্র দ্বারা তাদের মূল্যহীন ঘোষণা করার কারণে— তখন কী ঘটে?
তুমি ভালো করেই জানো তখন কী ঘটে।
খচ্চর লিবারেলরা দাবি করে আইন পরে আসে, আগে মানুষের হৃদয় বদলাতে হয়। কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন বাস্তবে বাজে আইনের তালে তালে। আইন বেঁচে থাকার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তার বাস্তব কাহিনি:
 এক ট্রান্স পুরুষ গ্যাস বিস্ফোরণে মারা যায়। ডাক্তাররা তার জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা বিলম্বিত করে কারণ তার চেহারার সঙ্গে এনআইডিতে দেওয়া লিঙ্গ মিলছিল না। তার অজ্ঞানে অস্ত্রোপচারের জন্য যে পার্টনারের সম্মতি লাগে, তার পার্টনার আইন দ্বারা স্বীকৃত পায় নি বলে তা দিতে পারে না। সে যে পরিবারে জন্মেছিলো সে পরিবার তার মৃতদেগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরে তার বন্ধুদেরকে পুলিশের কাছে ঘুষ দিতে হয় তাকে দাফন করার জন্য—কারণ দাফনের জন্যও পরিবারের সম্মতি লাগে। বাংলাদেশে তার কোনো বিবাহ অধিকার ছিল না যাতে সে নিজের পরিবার গড়তে পারে।
একজন মানুষ যে প্রকাশ্যে বৈষম্যবিরোধী আইন ও নীতির জন্য লড়াই করে—এমনকি যদি তার ভেতরে সেই কমিউনিটির প্রতি বিতৃষ্ণা থাকে—সে অনেক বেশি মূল্যবান ও কার্যকর একজন মানুষ, তাদের চেয়ে

যারা আইন বা কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে অথচ ভাবে কেবল অই কমিউনিটিনা প্রতি হৃদয় থেকে "মমত্ববোধ" বা "ভালোবাসা" দিয়ে তারা মানবিকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ এক ধরনের মানবিকতার অভিনয়, মজলুম মানুষের জীবনে কেবল পর্যটক সাজার জন্য।

বাংলাদেশি লিবারেলদের অনেক মনোভাব কেবল কাজ করে যদি ১) একটি lgbt মানুষটি ধনী হয় এবং সিস্টেমকে ঘুষ দিয়ে জীবন চালাতে পারে অথবা ২) সমাজ কম সংগঠিত হতো।

যেমন: "সিস্টেমিক বা আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই কেন তুমি এলজিবিটি হতে পারো না?"—এই ধরনের কথাবার্তা তখনই সম্ভব যদি সবাই নিজেদের জমি ও বাড়ি নিয়ে আলাদা বসবাস করতো এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকতে হতো।

কিন্তু জীবন এভাবে চলে না। ব্যাংক থেকে শুরু করে হাসপাতাল, ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্ট—সবকিছুই দাম্পত্যিক তথ্য চায় এবং তোমাকে স্বামী/স্ত্রী ও পরিবার রাখার জন্য উৎসাহিত করে।

অধিকাংশ মানুষের নিজস্ব জমি বা বাড়ি নেই যেখানে তারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে তাদের ট্রান্সজেন্ডার বা সমকামী সঙ্গীর সাথে। ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টে থাকা কঠিন, বিশেষত যদি সেই যুগলের একজন দৃশ্যমানভাবে lgbt হয়।

"নিজেরা গোপনে গোপনে প্রেম করো, আইনের ব্যাপারে মাথা ঘামিও না" কাজ করে না যখন আইনগত অস্বীকৃতি তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

আর আইনগত স্বীকৃতির এই অবমূল্যায়ন যদি আসতো কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী মিলিশিয়া থেকে—যারা রাষ্ট্র ও পুঁজিকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে—তাহলে তা বোধগম্য হতো। কিন্তু তা আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বকচ্ছপ একাডেমিকদের কাছ থেকে—যারা সাধারণ বিয়ে করা মানুষ, সন্তানসহ, অথবা বাইসেক্সুয়াল যারা তাদের ক্লোজেট বজায় রাখার মতো সম্পদশালী। এরা

নিজেরা বিয়ে করার অধিকার ভোগ করছে, নিজের পরিবার গড়ছে। আর আমাদের বেলায় "বিয়া করার দরকার নাই" বলছে।
বাংলাদেশি লিবারেলরা এলজিবিটি হওয়াকে একটা "যৌনতা" হিসেবে ফ্রেম করে, একটা অস্তিত্বের পরিচয় হিসেবে নয়। এতে তারা lgbtবিদ্বেষ, অপরাধীকরণ আর বিবাহ অধিকার না-থাকাকে কুইয়ারদের অস্তিত্বগত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না দেখে কেবল "অতিরিক্ত বিলাসী যৌনতা"-র প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ফ্রেম করতে পারে।
এভাবে তারা আমাদের চিত্রিত করে ভোগবাদী এবং এমনকি বুর্জোয়া হিসাবেও। এই মানুষগুলোর কারণেই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের বদলে সহিংসতা হয়ে ওঠে চূড়ান্ত উত্তর। দীর্ঘজীবী হোক মাংসের দগ্ধতা—আর গভীর হোক তার পোড়া।
এই কারণেই আমার ইচ্ছা হয় এদেরকে তাদের আইনগতভাবে স্বীকৃত পরিবার থেকে আলাদা করতে—এবং জীবন থেকে আলাদা করতে। যখন তুমি নিজে এই অধিকার পেয়েছো, তখন অন্যকে বলার অধিকার তোমার নেই যে তারা এটা না পেয়েও বেঁচে থাকতে পারে।
কারণ এরা কখনোই আমাদের সম্পর্ককে যৌনতার বাইরে কল্পনা করে না — একসাথে বসবাস, পারিবারিক জীবনের অংশ হিসেবে কল্পনা করে না। আর যে lgbt মানুষ বিবাহের অধিকারের বিরুদ্ধে—সে হলো উচ্চবিত্ত, যে চায় নিম্নবিত্ত lgbtদের শোষণ চালিয়ে যেতে, যাদের ধন-সম্পদ দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভাব পূরণ করার সুযোগ নেই। তাই যে lgbt মানুষ বিবাহের অধিকার চায় না—সে আমার শত্রু। কারণ আমার দাবি কোনো "আইডেন্টিটি পলিটিক্স" নয়, পরিচয় রাজনীতি নয়, এটা নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন।
যেসব সমকামীরা তাদের পরিবার থেকে পেটা খেয়ে এসে এখন বিপরীত লিঙ্গের কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছে—তারা বলে: "আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত রোমান্টিক ভালোবাসার ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের আর সমাজের ভালোবাসা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" হাহাহাহা।

যদি একটা সমাজ আমার সমলিঙ্গের ভালোবাসাকে আইনগত স্বীকৃতি না দেয়—তবে আমি সেই সমাজকে অস্তিত্ব থেকে মুছে ফেলব।
আমি মনে করি না—যদি বাংলাদেশি এলজিবিটিদের বিবাহের অধিকার রক্তক্ষয় আর ত্যাগের পরও অর্জিত হয়—তাতে lgbtদের মুক্তি আসবে। আমার লক্ষ্য মুক্তি বা পূর্ণ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নয়—ওটা সমাজতন্ত্র ছাড়া অসম্ভব। আমি বিবাহের অধিকারকে দেখি কেবল ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, অক্সিজেন মাস্ক হিসেবে—এমন এক দুনিয়ায় যেখানে দূষণ শ্বাস নেওয়ার উপযোগী বাতাসকেই কেড়ে নিয়েছে। বিবাহ অধিকার মানে যৌন স্বাধীনতা নয়—এটা মানে শ্বাস নেওয়ার সামান্য সুযোগ। আর আমি এটা চাই। কারণ ধুর শালা, আমারে তোর যা আছে তা দে।
Lgbtদের "মুক্তি" একটা অর্থহীন শব্দ। "সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা" একটা অর্থহীন শব্দ।
 সমলিঙ্গ বিবাহের আইনী অধিকার দাবি করো।
বিদ্বেষ চিরকাল থাকবে, তুমি চিরকাল গালি শুনবে। অনেক সময় শারীরিক লড়াইও করতে হবে। এগুলো এড়ানো যাবে না। আইনি অধিকারের উদ্দেশ্য হলো তোমাকে বেঁচে থাকার ক্ষুদ্রতম সুযোগ দেওয়া। নিশ্চয়ই এটা সব সমস্যার সমাধান করবে না। নিশ্চয়ই তোমার মা-বাবা হলিউড সিনেমার মতো বলবে না যে "আমরা তোমাকে সবসময় ভালোবাসবো, সমকামী বা ট্রান্সজেন্ডার হলেও ভালোবাসবো।" আইনী অধিকার একটা সোশ্যাল সেফটি নেট। সেই সেফটি নেটের প্রয়োজন যাতে তুমি প্যাভমেন্টে মুখ আছড়ে না পড়ো, তোমার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতের দায়ভার তোমার হাতে — রাষ্ট্রের কাজ তোমার আইনী অধিকার দেওয়া।
বাস্তবিকভাবে, আমাদের প্রজন্মের বেশিরভাগই কোনোদিন বাড়ি বা জমির মালিক হবে না।
যে ধরনের "তুমি কার্টুন দেখতে পারো না কারণ কার্টুন আর এনিমে শয়তানি" বা "তুমি মাজারে যেতে পারো না" বা "তুমি অন্য ধর্মের উৎসব

উপভোগ করতে পারো না” বা “তুমি সমলিঙ্গের কাউকে ভালোবাসতে পারো না বা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারো না”—এইসব নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই জনগণের ক্ষেত্রে কাজ করে, যাদের হারানোর মতো কিছু আছে। কিন্তু বিনোদন আর ভালোবাসা ছাড়া—আমাদের জীবনে আর তেমন কিছুই নেই যার কারণে কোনো রক্ষণশীল জীবনযাত্রা আমরা বজায় রাখবো। তাই তুমি জীবন থেকে আনন্দ আর প্রেম কেড়ে নিতে পারো না এবং আশা করতে পারো না যে মানুষগুলো, যাদের শেষ আশ্রয়টুকু এটাই, তারা তা মেনে নিবে।

বাংলাদেশে মদের জন্য যতো অধিকার আছে, এলজিবিটিদের জন্য তার চেয়েও কম অধিকার আছে। ডানপন্থীরা মদ-বিরোধী যতটা না, তার চেয়েও বেশি বিরোধী lgbtদের বিবাহ অধিকার নিয়ে। এই দেশ মদকে আইনী স্বীকৃতি দিতে পারে যাতে মাতাল পুরুষরা স্ত্রী ও সন্তানদের পিটিয়ে মারে—কিন্তু আমার জনগণের জন্য আইনগত স্বীকৃতি আর সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারে না। কী হাস্যকর! ওয়াক থু! এই শাসক শ্রেণির বেজন্মারা মাতাল হয়ে ফুর্তি করতে পারে, আর আমাদের ধীরে ধীরে হত্যা করে ফেলে অপরাধীকরণ আর কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে। আর তারা আমাদেরকে বলে ভোগবাদী? না না না। আমি এই শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে তাদের মদের মাঝে ডুবিয়ে খুন করবো।

এলজিবিটি ইস্যুগুলোর “ব্যক্তিগত জীবন”-করণ প্রসঙ্গে

কে কাকে ভালোবাসে সেটা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যৌনতার বিষয় নয়। এটা সামাজিক বিষয়। এটা আইনি বিষয়। আপনি যাকে ভালোবাসেন তার সঙ্গে কেবল বিছানায় সীমাবদ্ধ থেকে সম্পর্ক করেন না, বরং সেই মানুষটির সঙ্গে সমাজে বসবাস করেন।

এলজিবিটি মানুষের সম্পর্ককে শুধু শয্যা আর যৌনতার ভেতরে সীমাবদ্ধ ভেবে দেখা ভীষণ অবমাননাকর। ব্যাপারটা তেমন নয়। আমাদের

সম্পর্কগুলোকে বৈধ করা দরকার, আমাদের সম্পর্কগুলোকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া দরকার, আমাদের বিয়ে করার অধিকার দরকার, আমাদের প্রিয়জনদের কবর দেওয়ার আইনি সম্মতি দেওয়ার অধিকার দরকার, তাদের সার্জারির সম্মতি দেওয়ার অধিকার দরকার, কিংবা তারা নিজেরা সম্মতি দিতে না পারলে তাদের লাইফ সাপোর্টে রাখার আইনি অধিকার দরকার।

আমরা যৌনতা আর বিকৃতির প্রাণী নই। আমরা ভোগবাদী হেডোনিস্ট নই যাদের অস্তিত্ব চোদাচুদিকে কেন্দ্র করে ঘুরে। আমরা মানুষ, যারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক আর পরিবার গড়ে তুলতে চাই।

এটা যৌন স্বাধীনতার বিষয় নয়

একটা নির্দিষ্ট ধরণের লিবারেলরা সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার প্রশ্নকে তারা যা বা যেমন—সেটার পরিবর্তে তারা যে "যৌন কাজগুলো" করে—সেগুলোর বৈধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এভাবে সমকামী এবং রূপান্তরকামীদের বিবাহের অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের জন্য অস্তিত্বের এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পরিবর্তে কেবল "যৌন স্বাধীনতার" প্রশ্নে পরিণত হয়। কারণ যৌন স্বাধীনতা লিবারেলদের কাছে এক ধরণের দূরবর্তী ভবিষ্যতের ধারণা হিসাবে আগ্রহের বিষয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান টিকে থাকা নয়। আমাদের সঙ্গীর সাথে একটা জীবন গড়ে তোলার অনুমতি আছে কিনা সেই প্রশ্নটি এক ধরণের voyeuristic যৌন কর্মের প্রশ্নে পরিণত হয়। "হওয়া" পরিণত হয় "করায়"। অস্তিত্ব পরিণত হয় বিনোদনে—এবং আমাদের অস্তিত্বকে এভাবে বিনোদন হিসাবে কাঠামোবদ্ধ করার ফলে—বামপন্থীরা আমাদের অস্তিত্বকে নিন্দা করার সুযোগ পায়, কারণ

তাদের চোখে আমরা নিছক বিনোদনমূলক কাজ, আর দারিদ্র্যের মধ্যে বিনোদনের কোনো স্থান নেই।

এভাবেই ট্রান্সজেন্ডাররা দ্বিগুণভাবে নিন্দিত হয়, কারণ তারা সমগ্র কুইয়ারনেসকে "মানুষ যা করে" হিসেবে দেখে, তাই "ট্রান্সজেন্ডার হওয়া" পরিণত হয় "ট্রান্সজেন্ডারিজম প্রদর্শন"-এ, আর যেহেতু আমরা আমাদের পরিচিতি অনুসারে আমাদের শরীরকে রূপ দিই, এবং যেহেতু আমাদের অস্তিত্ব গোপন রাখা সমকামীদের মতো সম্ভব নয়—তাই আমাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না—আমরা তখন লিবারেল এবং বামপন্থীদের মনে এক চিরন্তন বিনোদনের প্রতীক হয়ে উঠি। আমরা তাদের চোখে হই একদল মানুষ যারা চিরস্থায়ী ভোগবিলাসে লিপ্ত।

এই কারণেই, আমাদের বেশিরভাগই পতিতা হিসাবে বস্তিতে মারা গেলেও—উদারপন্থী এবং বামপন্থীদের চোখে আমাদের অধিকারের প্রশ্ন শ্রেণী বা অর্থনীতির সাথে সম্পর্কহীন নিছক "সংস্কৃতি যুদ্ধ" হিসাবে পরিচিত—কারণ আমরা তো শেষমেশ শুধুই চিরন্তন অভিনয়কারী।

তোর মা হইলো একটা বুর্জোয়া নির্মাণ

সত্যি বলতে কী, আমি বাংলাদেশের জিডিপি নিয়ে একচুলও পরোয়া করি না যখন আমি একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারি না। এর মানে এই নয় যে আমি অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান করছি— আমি শুধু ম্যাক্রো অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না— কিন্তু আমার বিয়ের অধিকার না থাকা পড়ে মাইক্রো-ইকোনমিকসের আওতায়, কারণ বিয়ের অর্থনৈতিক

দিক আছে। এখন যখন ‘‘লাভ ইজ লাভ’’ কুইয়াররা বিয়ের অধিকার চায়, তখন বাঁদরজাতীয় বামপন্থী চোদনখোররা তাদেরকে বলে ‘‘কিন্তু বিয়ে তো বুর্জোয়া সৃষ্টি’’ অথবা ‘‘পরিচয় বলে কিছু নেই, সবই শুধু লেবেল’’— যেইরকম গাধামি হলো বলা যে ‘‘শ্রমিক সংগঠন তো পুঁজিবাদের অধীনে তৈরি, তাই সেটা বুর্জোয়া সৃষ্টি।’’ আসল কথা হলো আমি আমার বিয়ের অধিকার চাই সেটা নৈতিক কারণে নয়— আমি চাই কারণ এটা আমার অর্থনৈতিক আর চিকিৎসাগত পরিস্থিতি উন্নত করবে— কারণ এটা তোমার আছে, আর যদি তুমি আমাকে না দাও যা তুমি নিজের জন্য নিয়েছো, তবে আমি তোমার জীবন কেড়ে নিয়ে নেব।

আমাদের কেন এমন প্রাণী হতে হবে যারা চাঁদের আলো খেয়ে বেঁচে থাকে? কেন আমাদের রাষ্ট্র আর পুঁজিবাদের অধীনে থাকতে হবে কিন্তু রাষ্ট্র আর পুঁজিবাদ যা সাধারণ মানুষকে দেয় সেটা আমাদের জন্য অগ্রাহ্য করবে? এটা ‘‘ভালোবাসা সবসময় জিতবেই’’ টাইপের কোনো ব্যাপার নয়, এটা হলো তুমি আমাকে দিচ্ছো না যা তুমি নিজের জন্য রেখেছো আর আমি সেটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবো — এমনকি যদি তার জন্য লাশও ফেলতে হয়।

কীভাবে কুইয়ার বিবাহ পিতৃতান্ত্রিক হতে পারে, যখন বিবাহের পিতৃতন্ত্রের মূলে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রজননবাদ, এবং কুইয়ার বিবাহগুলো সাধারণত সন্তানের জন্ম দেয় না? এটি বরং পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতামূলক প্রজননবাদী কাঠামোর একটি উপবর্তন।

lgbtদের বিয়ের অধিকার চাওয়ার জন্য তাদেরকে লজ্জা দেওয়া, কারণ তারা বিবাহের প্রতিষ্ঠানের বিলোপ চায় না হলো একটা কৃতদাসকে লজ্জা দেওয়ার মতো কারণ সে মুক্ত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি চাইছে রাষ্ট্রহীন সমাজ চাওয়ার বদলে।

অ্যাসিমিলেশন ভালো

ভাবুন, গৃহযুদ্ধ শেষে সদ্য-দাসত্ব থেকে মুক্ত কালো মানুষরা যদি সম্পত্তির অধিকার বা ভোটাধিকার চাইত, আর তখন যদি অ্যানার্কিস্টরা তাদেরকে ‘‘অ্যাসিমিলেশনিস্ট’’ বলে গালি দিত আর মার্কসিস্টরা তাদেরকে ‘‘বুর্জোয়া’’ বলতো! আমি আইনি লেসবিয়ান-গে-বাই-ট্রান্স বিয়ের অধিকার চাই অবৈধ বেআইনী সহিংসতার মাধ্যমে, কারণ অন্যথায় এর ফল হলো আমার জনগোষ্ঠীর ধীর গতির সংগঠিত বৈধ আইনী মৃত্যু— আর আমি তাতে কোনো হিপোক্রেসি দেখি না।

সত্যি বলতে, আমরা অস্তিত্বের মাধ্যমেই অ্যাসিমিলেট করি। আমাদের অস্তিত্ব প্রতিরোধ নয়, আমাদের অস্তিত্ব সংগ্রাম নয়।

lgbt হিসাবে আত্মপরিচয় গোপন করা ধনী ডানপন্থী রাজনীতিবিদ যেমনটা অ্যাসিমিলেশনিস্ট, তেমনি অ্যাসিমিলেশনিস্ট সেই নির্যাতিত ট্রান্স যৌনকর্মী যাকে সেই রাজনীতিবিদ শোষণ করে। কারণ তারা দুজনেই সমাজের দ্বারা অনুমোদিত অবস্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

lgbtদের বিয়ের অধিকার চাইতে যাওয়া, যা তাদের সামাজিক গতিশীলতা বাড়াবে, সেটাই আসল অ্যাসিমিলেশন-বিরোধীতা।

"প্রান্তিক মানুষ" শব্দটিকে আমার নিজের পরিচয় হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা, এবং প্রিভিলিজ হওয়াকে আলিঙ্গন করা সম্পর্কে:

যেসব স্বঘোষিত "কুইয়ার তৃণমূল নেতা" সমকামী অধিকার কর্মীদের সংযম ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে বলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা না করে যারা কথা বলেন তাদের নিন্দা করেন — অথবা সাধারণভাবে কোনো বুদ্ধিজীবী/রাজনীতিবিদের দল, যারা নিজেদের প্রায়শই বামপন্থী বলে পরিচয় দেন, তারা সঠিক শ্রেণি বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন না বরং এক ধরনের পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতিতেই আটকে থাকেন। তাদের কাছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা শ্রেণির পরিচায়ক নয়, বরং বেশভূষাই

পরিচায়ক —তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যে সকল প্রকাশ্যে থাকা কুইয়ার ব্যক্তিরা খোলাখুলিভাবে, অ-গোপনীয় এবং সাহসী এক্টিভিজম করতে চান, তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বা অন্যের শ্রম শোষণ করার কারণে নয় বরং তারা যে সামাজিক প্রথা ভাঙেন সে কারণে "প্রিভিলিজড" হয়ে যান। প্রকাশ্যে কুইয়ার ব্যক্তিদের তারা ধনী এবং তাই আইনের ঊর্ধ্বে বলে ধরে নেন — যদিও তারা অনেকেই প্রকাশ্যে কুইয়ার কারণ তাদের হারানোর কিছু নেই। সঠিক ভাবে যারা class reductionism করে তাদের খেলা এই পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির চেয়ে ভালো। স্পিভাক তার প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন "সাবআল্টার্নরা কি কথা বলতে পারে" এবং বাংলাদেশের লিবারেলরা এটিকে একটি নিশ্চিত বাক্যে পরিণত করেছেন — নিম্নবর্গ কথা বলতে পারে না — এবং তাই যারা কথা বলে তারা নিম্নবর্গের নয়।

প্রকাশ্যে কুইয়ার ব্যক্তিরা যারা আইনি অধিকারের পক্ষে কথা বলেন, তাদেরকে "প্রিভিলিজড" এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের জন্য "উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন" বলে অভিহিত করা হয়। যে কেউ সামাজিক প্রথা ভাঙে তাকে ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং যেহেতু সমকামী অধিকার চাওয়া সামাজিক প্রথা ভাঙা, তাই অগোপনীয় কুইয়ার এক্টিভিস্টরা তাদের মতে ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট। কিন্তু, যেসকল নিম্নবর্গের কুইয়ার কর্মীরা বা নেতারা গোপনীয়তা ও সংযমের জন্য আহ্বান জানান, তারা সক্রিয়ভাবে কালেক্টিভিজমকে উৎসাহিত করছেন না। তারা নিষ্ক্রিয় কালেক্টিভিজমকে উৎসাহিত করছেন, নিষ্ক্রিয় কালেক্টিভিজম যা কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে চায় না, কিন্তু দানখয়রারের মাধ্যমে lgbt সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তিদের সাহায্য করে। যা মজার কথা হলো, আসলে এক প্রকার ইন্ডিভিজুয়ালিজম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে — কুইয়ার ব্যক্তিরা দানখয়রাতের মাধ্যমে সাহায্য পাচ্ছে — কিন্তু যে ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে তাদের আইনি অধিকার অস্বীকার করে, তার মোকাবেলা করা হচ্ছে না। বুর্জোয়াদের জন্য, শ্রেণিবিন্যাস-ভিত্তিক সমাজই তাদের ক্ষমতা ও সুবিধা

দেয় — এবং সর্বহারাদের জন্য, এই শ্রেণিবিন্যাস তাদের দুর্ভোগের কারণ। এখানেই বুর্জোয়া দানখয়রাতের অন্তর্দ্বন্দ্ব — যদি দান-খয়রাতের লক্ষ্য হয় দুর্ভোগ লাঘব করা, তবে দানখয়রাত তো শ্রেণিবিন্যাসকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে সেটিকে দূর্বল করতে হবে — কিন্তু তার জন্য বুর্জোয়াদের তাদের শ্রেণি-স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে — তাই বুর্জোয়া দাতব্য কন্ট্রাডিক্টরি, স্ব-বিরোধী এবং কোনো অর্থপূর্ণ উপায়ে দুর্ভোগ লাঘব করতে পারে না। বরং এটি শুধুমাত্র স্থিতাবস্থাকে, বর্তমান কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে বিদ্যমান থাকে যা একইসাথে শাসকশ্রেণীকে "দয়ালু ভালো মানুষজন" হিসেবে তুলে ধরে। এবং এভাবেই, নিষ্ক্রিয় কালেক্টিভিজম এক প্রকার ইন্ডিভিজুয়ালিজম।

আমি তর্ক করার চেষ্টা করতে পারি যে আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে সমষ্টিগত পদক্ষেপের দিকে lgbt সম্প্রদায়কে একত্রিত করার চেষ্টা করছি এবং এমনকি যদি আমার কর্মকাণ্ড কুইয়ার বিতর্ক ভাইরাল হলে যা হয়, সেইভাবে সম্প্রদায়ের ক্ষতিও করে — তবুও দীর্ঘমেয়াদে এটি পদ্ধতিগত নিপীড়ন লাঘব করে আরও বেশি উপকার করবে এবং এখনকার কুইয়ার কর্মীরা স্বল্প-মেয়াদী "ভালো"-র কথা ভাবছেন। কিন্তু এর জবাবে একটি সহজ উত্তর আসবে "আহ, কিন্তু আপনি আইনি নীতি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হবেন, এবং তাই দীর্ঘমেয়াদী কোনো উপকার ছাড়া শুধু স্বল্প-মেয়াদী ক্ষতিই হবে"।

এই ক্ষেত্রে, আমার কর্মকাণ্ডকে নৈতিকভাবে ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য আমার কাছে কোনো নির্দিষ্ট যুক্তি থাকবে না। এবং তাই আমি কেবল আমার কাজের অংশ হিসেবে অনৈতিক, ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট এবং প্রিভিলিজড হওয়ার অভিযোগগুলো মেনে নেব। আমি নিজেকে জেনে-শুনে একজন ক্ষতিকারক দুষ্ট ধ্বংসাত্মক প্রিভিলিজড উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করব। প্রশ্ন হলো, এরপর কি? তোদের মতো মেরুদণ্ডহীন কীটগুলা এর পরে কি করতে পারবি — আমাকে গ্রেপ্তার করা বা আমাকে হত্যা করা ছাড়া? আমি

মৃত্যুকে মেনে নিই। আমি বোমা নিক্ষেপিত স্থানে হেটে এগিয়ে গিয়েছি। আমি শুধুমাত্র হাতে ইট নিয়ে, পুলিশের বন্দুকের গুলির দিকে হেঁটে গেছি। আমার প্রিভিলিজ হলো মৃত্যুর প্রতিমূর্তি হওয়ার প্রিভিলিজ। আমি আমার কোনো কাজেরই নৈতিক ন্যায্যতা দিই না — আমার কী হতে পারে তার জন্য কারো কাছ থেকে কোনো করুণা চাই না। আমি সহিংসতার উদ্দেশ্যেই সহিংসতা প্রচার করি — সংঘাতের জন্যই সংঘাত — তা টেকসই বা কার্যকর কিনা তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার সম্পূর্ণ স্বকীয়তা এবং এর নেতিবাচক পরিণতি আমি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিই। আমার অসীম ক্ষমতা আর প্রিভিলেজের সামনে অনুতপ্ত হয়ে কুঁকড়ে যা, কীট।

প্রিভিলিজ পলিটিক্সের মৃত্যু হোক এবং অপ্রেশন-অলিম্পিক্সের মৃত্যু হোক।

ভাড়া

আপনি জানেন কেন চ্যারিটি আর এনজিওগুলো— এমনকি তখনও যখন তাদের শীর্ষ পর্যায়ের লোকেরা নিজের জন্য টাকা লুট করে না— ট্রান্সজেন্ডারদের জীবনে তেমন কোনো বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারেনি? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখুন, যেখানে বেশিরভাগ ট্রান্স মানুষকে বিয়ের অধিকার ছাড়া পতিতাবৃত্তিতে ঠেলে দেওয়া হয়, পরিবার গঠনের অধিকার অস্বীকার করা হয়, আর বাঁচতে বাধ্য হয়ে একে অপরের ওপর নির্ভর করে বস্তিতে একত্রিত করা হয়। একটি দূর্বল কমিউনিটি যাকে সিস্টেমিক ডিজাইন অনুযায়ী সামাজিক ভাবে নির্বাসিত বাসস্থানের পরিবেশে আলাদা করে রাখা হয়।

ধরুন আপনি একজন বস্তিমালিক। আর হঠাৎ করে এই ট্রান্স পতিতাগুলা কোনো চ্যারিটি থেকে টাকা পেল। তখন আপনি তাদেরকে তাদের

ইচ্ছামতো সেই টাকা খরচ করতে দেবেন কেন? আপনি তাদের বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে দেবেন। আর আপনার জন্য কেবল ট্রান্স মানুষদের বাড়ি ভাড়া বাড়ানো সহজ, কারণ তারা সবাই একই জায়গায় গাদাগাদি করে থাকে। দূর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য ভাড়াটা বাড়ানো তাই সহজ, কারণ যারা সহজে এইটার বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারে তাদের সাথে এই কমিউনিটি বাস করতেছে না, তাদের অংশ হইতেছে না।

তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? একটি কমিউনিটিকে আলাদা করে "টার্গেটেড চ্যারিটি" দিলেও কোনো কাজ হয় না, কারণ তাদেরকে সমাজে মিশতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না বিয়ের মতো আইনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই ট্রান্সজেন্ডার পতিতাদেরকে শেষমেশ শরীর বিক্রি করতেই হয় ভাড়া আর খাবারের জন্য, কারণ "দ্য হাউজ অলওয়েজ উইনস"।

ডায়ার উলভস, এলজিবিটি বেশ্যাগণ, ধনীদের ভোগ সংস্কৃতি আর কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা

যত বেশি কোনো প্রাণী বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়া হয় আর শিকার হতে হতে বিরল হয়ে যায়, তত বেশি তার দাম বাড়ে ধনীদের কাছে— পোষা প্রাণী, খাদ্য বা শো-পিস হিসেবে। এলজিবিটি নিপীড়নের সঙ্গে শাসক শ্রেণির সম্পর্ক একই রকম।

যত না বেশি কোনো কিছুর পেছনে যন্ত্রণা থাকে, তত বেশি সেটা শাসক শ্রেণির কাছে মূল্যবান হয়। যেমন শিশু দাস শ্রমিক দিয়ে খনন করা হীরা ল্যাব তৈরি করা একই গুণের হীরার চাইতে বেশি মূল্যবান— কারণ নির্মম শাসক শ্রেণীর কাছে শোষিতের কষ্টটাই আসল আকর্ষণ।

শাসক শ্রেণির কাছে এলজিবিটি পতিতাদের সম্পর্কও একইভাবে কাজ করে। নিম্নবিত্ত এলজিবিটি মানুষের কষ্টটাই তাদের শোষণের আকর্ষণীয়

দিক। ঘৃণা-অপরাধ, অবৈধকরণ, আর আইনি ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে এলজিবিটি জনসংখ্যা যখন কমিয়ে আনা হয়, তখন তাদের এই "বিরলতা"ই ধনীদের কাছে শোষণের জন্য এক ধরনের এক্সোটিসিজম হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা।

যদি শাসক শ্রেণির জন্য নারী-পুরুষ প্রজনন জরুরি না হতো— শ্রমিক আর সৈন্য বানানোর জন্য— তাহলে তারাও নারীদের অবৈধ ঘোষণা করতো, শুধু এই কষ্ট আর বিরলতাকে ভোগ করার জন্য।

আমি আগেও বলেছি, এলজিবিটি মানুষদের ওপর ঘৃণা-অপরাধ আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য নয়— বরং আমাদের আইনগত অধিকারের সংগ্রাম যোগ না দেওয়ার জন্য ভয় দেখানোর জন্য— যেন জীবিতরা চিরকাল নিচু স্তরে শোষিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ডানপন্থীরা বিশাল হত্যাযজ্ঞ চালায়— যেমন ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামিক নিউ অর্ডার কর্তৃক ট্রান্সজেন্ডার নেত্রীদের শিরশ্ছেদ— তখন কী হয়? যখন কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর পুরো "সরবরাহ চেইন" ধ্বংস করে ফেলে?

তখন তারা কৃত্রিম সরবরাহ তৈরি করে। আগে যেসব মানুষ সমকামী বা ট্রান্সজেন্ডার ছিল আর শান্তিপূর্ণ জীবনে সঙ্গীর সাথে থাকতে চাইত কিন্তু নাগরিক অধিকার না থাকায় পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হতো, তাদের খুন করে ফেলার পরও ধনীদের ভোগের জন্য নতুন সরবরাহ তৈরি হয়— গরিব পরিবারের স্ট্রেইট ছেলেদের বেচে দেওয়া হয় ধনীদের কাছে, যারা তাদের জোর করে সোডোমি বা নারীর পোশাকে বাধ্য করে (যেমন বাচাবাজি, ঘেটুপুত্র প্রথা ইত্যাদি)। আর এই যৌন সহিংসতাকে পরে ব্যবহার করা হয় এলজিবিটি মানুষদের "অশুভ" প্রমাণ করার জন্য— যাতে আরও একবার কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা তৈরি হয় আর ধনীদের জন্য অন্যের কষ্ট থেকে আনন্দ নেওয়ার চক্র অব্যাহত থাকে।

আসলে কেনো এত ট্রান্স নারী ব্যাশ্যাগিরি করে?

মানুষজন বলে: “না না, ট্রান্সি আর ফ্যাগদের নাকি স্বাভাবিক মানুষের মতো বিয়ের অধিকার পাওয়া উচিত নয়।”
ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো আর অধিকার ছাড়া হুট করে মরে যাবো না।

বাস্তবতা হলো, বিয়ের অধিকার না থাকলে আমি সহজেই একজন কনকুবাইন কোনো ধনী লোকের সুগার বেবি হয়ে যাব— কারণ নিচু সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণির পুরুষরা দীর্ঘমেয়াদে আমার সাথে থাকতে পারবে না সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে, আর ধনীরা টাকার মাধ্যমে গোপনীয়তা কেনার মতো ক্ষমতা রাখে। তাই যদি আমি একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী চাই যে সংকটে পাশে থাকবে, তবে আমার স্বাভাবিকভাবেই সুগার-বেবি ধরনের ডায়নামিকের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে— কোনো আইনি নিরাপত্তা বা পারিবারিক কাঠামোর সুবিধা ছাড়া যা বিয়েতে থাকে।

তাহলে পয়েন্টটা কী? যদি আমার বিয়ের অধিকার থাকতো তবে আমি একটা সাধারণ সম্পর্ক বেছে নিতে পারতাম— সমান ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ, যেখানে আমরা একে অপরের যত্ন নিতাম। কিন্তু আইনি অধিকার ছাড়া সমাজ আমাকে এমনভাবে তৈরি করছে যেখানে আমার সম্পর্কগুলো স্বভাবতই অসম ক্ষমতার ভারসাম্যের দিকে যাবে।

এটা আমার ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি মজার একটা ঘটনা দেখি: নিম্নবিত্ত পুরুষরা নিম্নবিত্ত ট্রান্স নারীদের ডেটে ডাকে, তারপর খুবই অপমানিত হয় যখন ট্রান্স নারীরা সোজাসুজি বলে দেয় যে সে শুধু ধনী পুরুষদের সাথে ডেট করবে।
কারণ ব্যাপারটা হলো, ট্রান্স নারীদের “গোল্ড ডিগার” হওয়ার পরিস্থিতি আসলে আপনারাই তৈরি করছেন— কারণ আপনারা তো তাদের খোলাখুলি ডেট করবেন না, লুকিয়ে রাখবেন।

তাহলে কেন তারা আপনার দারিদ্র্যকে পাত্তা দেবে "ভালোবাসার জন্য" যদি আপনি তাদেরকে প্রকাশ্যে রাখতে না চান "ভালোবাসার জন্য"?

জন্মগত পুরুষরা ট্রান্স নারীদের সাথে যে ধরনের সম্পর্ক চায়— মানে, গোপন রাখা— সেটা সম্ভব হতো যদি তারা ধনী হতো (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নয়)। কারণ যেকোনো সম্পর্কের একটা অংশ হলো সামাজিক সুরক্ষা গড়ে তোলা। কিন্তু যদি আপনি কাউকে গোপন রাখেন তাহলে তো তাদের বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করতেই পারবেন না— যেমন হাসপাতালে ভর্তি হলে, হুমকির মুখে পড়লে, চাকরি হারালে বা বাড়িওয়ালা রাস্তায় ফেলে দিলে। তখন আপনি তো তাকে আশ্রয় দিতে পারবেন না, যদি তাকে গোপন রাখেন— যদি না আপনি অতি ধনী হন আর পর্দার আড়াল থেকে সব সামলাতে পারেন।

তাহলে আপনি কিভাবে ট্রান্স নারীকে "গোল্ড ডিগার" বলবেন, যখন আপনি নিজেই তাকে ব্যবহার করতে চাইতেন একটা লজ্জাজনক গোপন দ্রব্য হিসেবে?

অতএব এই অ্যান্টি-এলজিবিটি আইনগুলো বা আইনি অধিকার না থাকার উদ্দেশ্য আসলে আমাদের মেরে ফেলা নয়, আমাদের সম্পর্ক থামানোও নয়— বরং আমাদের এমনভাবে প্রকৌশল করা যেন আমরা ধনীদের জন্য শোষণযোগ্য, ভোগযোগ্য পণ্য হয়ে উঠি।

তোর চৌদ্দ গুষ্টির খ্যাতা পুড়ি, তোর যা আছে আমারে দে

আইনগতভাবে এলজিবিটি অধিকারের জন্য সংগ্রাম "ফ্রি লাভ"-এর জন্য কোনো সংগ্রাম নয়। আমি "ফ্রি লাভ" নিয়ে এক ফোঁটা পাত্তা দিই না। আমি চাই আমার আইনত স্বীকৃত স্বামী যেন আমার দুর্ঘটনা ঘটলে আমার সার্জারির জন্য সম্মতি দিতে পারে এবং আমিও তার জন্য একই কাজ করতে পারি। আমি চাই সে আমার মৃত্যুশয্যায় হাসপাতালে আমাকে দেখতে

আসতে পারে এবং আমিও তাকে দেখতে পারি। আমি চাই আমরা ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে একসাথে থাকতে পারি। আমি চাই আমি মারা গেলে সে আমার সমাধির ব্যাপারে আইনি অধিকার রাখুক। আমি চাই সে আমার মৃত্যুর পরে আমার উপার্জিত টাকা ও ব্যাংকে জমা অর্থ উত্তরাধিকার হিসেবে পায়।

"ফ্রি লাভ" তো মানুষ আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই করতে পারে।
আইনগত এলজিবিটি অধিকার অর্জনের লড়াই মূলত আমাদের পদ্ধতিগত মৃত্যু ঠেকানোর লড়াই। এটা কোনো ধারণাগত বা তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। এটা কোনো বিপ্লবী ব্যাপার নয়। এটা কোনো নরম আবেগঘন কল্পনা নয়। এটা কোনো ইউটোপিয়ান স্বপ্ন নয়।
এটা সবচেয়ে মৌলিক একটা জিনিস।

বাঁচতে চাওয়া "বুর্জোয়া আদর্শ" না। নিজের সঙ্গীকে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার দিতে চাওয়া বুর্জোয়া না। শুধু আমাদের অস্তিত্বকে অপরাধমুক্ত করা যথেষ্ট নয়। আমাদের আইনত বিয়ের অধিকার চাই।

শোকের শকুন থেকে সাবধান

লিবারেলরা সহানুভূতি নিয়ে বড়াই করে, তারা সহানুভূতিকে এক অস্ত্র বানিয়েছে— অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং অত্যাচারিতদের বিরুদ্ধে। তাদের হোমোফোবিয়া বা ট্রান্সফোবিয়ার বিরোধিতা এক নিয়ন্ত্রিত বিরোধিতা। তারা বলবে তুমি মানুষ, তুমিও সহানুভূতির যোগ্য, তোমার কষ্টে তাদেরও শোক হয়— কিন্তু তারা হলো শোকের শকুন। তাদের এই শোক কেবল তাদের মানবিকতা প্রদর্শনের জন্য, আইনগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় না।

তাদের উদ্দেশ্য আইন পরিবর্তন নয়, এলজিবিটি মানুষের জীবনমানের কোনো বাস্তব উন্নয়ন নয়— বরং কেবল এমন পরিস্থিতি বজায় রাখা যেখানে দান-খয়রাতির প্রয়োজন হয়। তাদের সহানুভূতি হলো তাদের জুতার আঘাত।

আমি **SWERF** নই

SWERF মানে হলো sex worker exclusionary radical feminist. আমি যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে নই, আমি তাদের ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে। যদি পুঁজিবাদের কাঠামোতে শ্রম মূলত দাসত্ব হয় (বা পুঁজিবাদের আগের যেকোনো শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়), তবে যৌনশ্রম হলো সেই কাঠামোতে যৌনদাসত্ব।

বেশিরভাগ "যৌনকর্মী" আসলে যৌন পাচারের শিকার। তারা চাইলে বেরোতে পারে না। অনেকেই শৈশবে গৃহহীন অবস্থায় এতে প্রবেশ করেছে এবং অন্য সমবয়সীদের মতো শিক্ষা বা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, ফলে বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প কিছু করতে পারছে না। আর যারা পাচারের শিকার নয় তারাও এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পেশায় থাকে যা তাদেরকে মানসিক ও শারিরীকভাবে গভীর আঘাত করে— কারণ টাকা দেওয়া ক্লায়েন্টরা প্রায়শই সম্মতি উপেক্ষা করে সহিংস হয়।

কেন বেশিরভাগ যৌনকর্মীরা ধর্ষণের শিকার, গৃহহীনতার শিকার, নিপীড়িত কুইয়ার কিশোর/কিশোরী, মানসিকভাবে অসুস্থ বা অটিস্টিক মানুষ বা ভীষণ দারিদ্র্যের শিকার মানুষ? কারণ এই পেশা আসে ট্রমা থেকে এবং এই পেশার ফলও ট্রমা।
এবং এটাই শুধু বাংলাদেশে নয়, "প্রথম বিশ্ব" দেশগুলোতেও সত্য।

সমস্যা হলো অনেক SWERF যৌনকর্মীদের ঘৃণা করে বা তাদেরকে "অপরাধী" হিসেবে বিচার করে— অথচ তারা কেবল টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এই মনোভাব কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আনে— যা যৌনকর্মীদের বিকল্প সুযোগ থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়, ফলে তাদের আরও বেশি যৌনকর্মের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

কেউ কেউ বলে "sex workers own their means of production" কারণ শরীর তাদের নিজের। কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেদের উৎপাদন উপায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে না। কারণ যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ক্লায়েন্ট খোঁজে বা কাজ করে, সেই জায়গার ভাড়া বা দালালকে টাকার ভাগ দিতে হয়। উৎপাদনের উপায় শুধু শরীর নয়, বরং সেই জায়গাগুলিও।

তাই আমার অবস্থান হলো: SWERF-রা হলো আসলে শাস্তিমূলক পিউরিটান যারা যৌনকর্মীদের কল্যাণ নিয়ে ভাবে না— আর যারা বলে যৌনকর্ম মুক্তিদায়ক তারা নিজেদের ঠকাচ্ছে। বাস্তবে বেশিরভাগ যৌনকর্মীকে একটি অ-পুঁজিবাদী সমাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের থেরাপি ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা ট্রমা থেকে সুস্থ হতে পারে।

ইন এবং ইয়াং

আমার এক পরিচিত লোক দাতব্য-কাজ করতে গিয়েছিল যৌনকর্মীদের কাছে তার এক পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে। সেখানে জন্মগত নারী যৌনকর্মীরা তার সেই বন্ধুকে দলবেঁধে ধর্ষণ করে এবং সকল টাকা লুটে নেয়। যখন সে

সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল, তারা বলেছিল: “আমাদের মতো বেশ্যাদের কাছে আসলে আর কী হবে ভাবছিলা?”
এটা কি আপনার মনে যৌনকর্মীদের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে? হয়তো আপনি ভাবছেন তারা সবাই বিকৃত?
কিন্তু এভাবে ভাবেন: যদি যৌনকর্মীরা দাতব্য সাহায্য পায়, তবে তারা এতটা অসহায় থাকবে না। আর তাদের অসহায়তার সুযোগ নেয় কারা?— তাদের দালাল আর সিন্ডিকেটরা।

দাতব্য যদি যৌনকর্মীদের শিক্ষা বা বিকল্প চাকরির সুযোগ দেয়, তবে তারা দালালের ওপর নির্ভর করবে না। ফলে দালাল তার শ্রমশক্তি হারাবে— যেটা সে মেনে নিতে পারবে না। তাই দালালরা কয়েকজন বিশ্বস্ত যৌনকর্মীকে বেছে নেয়, তাদের দিয়ে নৃশংস কাজ করায় যাতে বাইরের দাতব্যের লোকজন ভয়ে পিছু হটে।

এখন ভাবো উৎসের কথা। যে ট্রান্সজেন্ডার নারী ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তাকে কিছু হিজড়া নারী আক্রমণ করে— বলে সে নকল হিজড়া, টাকা কামানোর জন্য হিজড়া সাজছে। কিন্তু বাস্তবে সে তা করছিল না।

বাংলাদেশে হিজড়া কমিউনগুলো হলো এক ধরণের শ্রেণিবদ্ধ সমাজ। "গুরু" অনেক সময় তার অধীনস্থদের শ্রম থেকে আয় করে— যেমন ভিক্ষা বা যৌনকর্ম থেকে। কেউ যদি এই নিয়ম ভাঙতে চায়— যেমন পড়াশোনা বা চাকরি করতে চায়— তবে তাকে বলা হয় সমাজে তার কোনো জায়গা নেই। কখনও কখনও তাকে "নকল হিজড়া" বা "সমকামী" বলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই উৎসের ওপর আক্রমণ কি সত্যিই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল? না কি সংগঠিত? সম্প্রতি এক ক্ষমতাবান লোক এক ট্রান্স নারীর কাছে হুমকি দিয়েছে— যদি সে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে রাজি না হয় তবে ইসলামিস্টদের মব তার বিরুদ্ধে নামাবে।
তুমি এখন বুঝতে পারছো? এই সংগঠিত সহিংসতাগুলো বাইরে থেকে "আকস্মিক" মনে হয়, কিন্তু আসলে পরিকল্পিত।

আর এই পরিকল্পিত সহিংসতাই লিবারেলদের সুযোগ দেয় বলার: "দেখো, সমাজ এখনো অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত নয়।"
তারা ভুল করে ভাবে এসব সহিংস মানুষই হলো সাধারণ মানুষ— অথচ বাস্তবে তারা বিশেষ সুবিধাভোগী।

এই আন্ডারওয়ার্ল্ড— পুলিশ-সিন্ডিকেট দ্বারা অর্থায়িত, ভি-কোডিং (ট্রান্স নারীদেরকে জন্মগত পুরুষদের কারাগারে ঢুকিয়ে ধর্ষণের জন্য ব্যবহার করা)— এগুলো আসলে রাষ্ট্রেরই আরেক রূপ। Yin আর yang.
সরকার যদি আমাদের অবৈধ না করতো, তারা আমাদের পণ্য বানাতে পারতো না। তাই তাদের এই অবৈধীকরণ দরকার। তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

একটি রাষ্ট্র যত দমনমূলক নিপীড়নমূলক হয়, তার আন্ডারওয়ার্ল্ড তত বিকৃত ও শক্তিশালী হয়। এক কয়েনের দুই মুখ।

যৌনকর্মকে মহিমান্বিত বা রোমান্টিসাইজ করো না

কেন হঠাৎ করে যৌনকর্মকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে যখন Curtis Yarvinদের মতো লোকেরা তাদের পদক্ষেপ নিচ্ছে?
 সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ে, তুমি সমকামী হলে কোনো

সমস্যা ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছো এবং বৈধ উত্তরাধিকারী সন্তান রেখে যাচ্ছ। তোমার একজন সমকামী প্রেমিক থাকতে পারত— তবে তাকে অবশ্যই অগ্রাহ্যযোগ্য হতে হত। তুমি লিঙ্গ-বৈচিত্র্যপূর্ণ বা আজ যাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয় তা হতে পারতে— কিন্তু তোমাকে বেশ্যা হয়ে থাকতে হতো। এটা কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন? সিস্টেমেটিকভাবে তোমাকে একটি অগ্রাহ্যযোগ্য বেশ্যা হিসেবে নির্ধারণ করা, এবং তোমার সম্পর্ককে বৈধতা না দেওয়া? আমার কাছে তা নয়।

অনেকে ইতিহাসের ট্রান্সজেন্ডার মন্দির পুরোহিতাদের গৌরবান্বিত করে, গিয়ে দেখো তারা আর কী "দায়িত্ব" পালন করতো পুরুষতান্ত্রিকদের জন্য। তারা ছিলো বেশ্যা। তোমরা হিজড়াদের "বিনোদনকারী" হিসেবে রোমান্টিসাইজ করো— অথচ "বেশ্যা" শব্দের ওপর সাইলেন্সার বসাও। তাদের প্রদত্ত "বিনোদন" শুধু গান-বাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা জীবিকা নির্বাহ করে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে।

তুমি কি এমন একটি সমাজ গড়তে যাও যেখানে তোমার সন্তান, যদি ট্রান্সজেন্ডার বা ইন্টারসেক্স হয়, তাকে হিজড়া আখড়ায় নিয়ে গিয়ে যৌনকর্মী বানানো হবে? এটা কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য? কিন্তু এমন এক সমাজ তৈরি করার বদলে, যেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের বেঁচে থাকার একমাত্র বিকল্প যৌনকর্ম নয়— তোমরা তোমাদের ট্রান্সজেন্ডার সন্তানদেরকে নির্যাতন করবে। আর যারা নির্যাতনে "সোজা" হতে পারবে না, তারা ট্রমাটাইজড মানসিক দুর্বলতার কারণে বেশ্যাবৃত্তির দিকে যাবে।

যারা এই ধরণের ব্যবস্থাকে মহিমান্বিত করে তারা তোমার বন্ধু নয়। যারা বলে সমকামীরা প্রেম করতে পারে তারা ক্লোজেটের বাইরে না আসলে— যারা বলে ট্রান্স মানুষদেরকে খুন করার বদলে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হোক— অথচ সেই বস্তিগুলো যৌনকর্মে ভরে যায়— তাদের দেওয়া "সমাধানগুলো" কাকতালীয়ভাবে সামন্ততান্ত্রিকদের তৈরী কুইয়ারদের জন্য

করা ব্যবস্থার মতোই নয় কি? যখন মোল্ডবাগের মতো টেকনো-সামন্ততান্ত্রিকরা ক্ষমতায় ওঠে, তখন কি এটা তোমার কাছে তা কাকতালীয় মনে হয়? যখন মানুষ "ঔপনিবেশিকবিরোধিতা"র নামে সামন্ততন্ত্রকে রোমান্টিসাইজ করে আর ভান করে ব্রিটিশদের মধ্যে দুনিয়ার সব পাপ ছিল আর তাদের নিজেদের সংস্কৃতির সামন্তবাদীদের কোনো দোষ ছিলো না— যখন আজকের শাসকশ্রেণি টেকনো-সামন্ততন্ত্রে হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠছে— তখন কি এটা তোমার কাছে সুবিধাজনক মনে হয় না?

সোশ্যালিজম অথবা বর্বরতা। সেইসব "বামপন্থী"দের বিশ্বাস কোরো না যারা সামন্ততন্ত্রকে "পুঁজিবাদবিরোধিতা"র নামে রোমান্টিসাইজ করে।

কনভার্সন থেরাপি

রাজনীতিবিদরা (যেমন সারজিস আলম) প্রায়ই "কনভার্সন থেরাপি"কে এলজিবিটি মানুষের সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করে। এটি অবশ্যই সেইসব ধনী বাবা-মায়েদের খুশি করার জন্য, যারা চিন্তিত তাদের সন্তান হয়তো এলজিবিটি হতে পারে এবং এর ফলে বৈষম্যের শিকার হবে। কনভার্সন থেরাপি অবশ্যই কেবল ধনীদের জন্যই সহজলভ্য হবে। গরিবরা তাদের সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে "থেরাপি"র নামে নির্যাতন করার মতো সামর্থ্য রাখবে না।

তাহলে বর্তমান বাস্তবতায়, যেখানে নিম্নবর্গীয় দৃশ্যমান এলজিবিটিদের যৌনকর্মে ঠেলে দেওয়া হয় এবং গোপনীয় ধনীরা তাদের শোষণ করে— কনভার্সন থেরাপি কাজ করে একধরনের কোর্স কারেকশন বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে, যাতে ধনী বাবা-মায়ের কুইয়ার সন্তানরা যদি যুবক বয়সে বিদ্রোহ করে ক্লোজেট থেকে বেরিয়ে আসে, তবে তাদেরকে নির্যাতন করে যাতে ফেরত পাঠানো হয় ক্লোজেটে। তাদেরকে একটি ভান করা "সোজা"

বিবাহিত, মধ্যবয়সী, দমবন্ধ জীবনযাপনে ঠেলে দেওয়া হয়— আর সেই নির্যাতন বা "থেরাপি" সমাজে প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় তাদের "অস্থায়ী এলজিবিটি দূষণ থেকে" মুক্তির বা তওবার।

সুতরাং কনভার্সন থেরাপি ধনী বাবা-মায়েদের কাছে প্রস্তাবিত হয় এলজিবিটি অধিকারগুলোর বিকল্প হিসেবে, কারণ এলজিবিটি অধিকার সব শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য— কিন্তু কনভার্সন থেরাপি কেবল ধনীদের জন্য একটি একচেটিয়া "সমাধান"।

বাঙালি লিবগান্ডু যা বলে

"আমাদের উচিত প্রান্তিক মানুষদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার বদলে আগে সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া!"

নির্বোধ শালার বাচ্চা, যেই একমাত্র কারণে তুমি এখনো ঈশ্বরের সবুজ পৃথিবীতে হাঁটতে পাড়তেছো তা হলো আমি তোমাকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে ফেলার আইনি পরিণতি এড়াতে চাই— তোমার মতো লোকদের প্রতি আমার মধ্যে কোনো সামাজিকভাবে শেখানো সহমর্মিতা নেই।

বাংলাদেশী লিবারেলদের বিষয়ে আরও কিছু কথা:

বাংলাদেশী লিবারেলদের একটা গুপ্তচরবৃত্তি-বিভ্রমের রোগ আছে। তারা মনে করে তারা কোনো বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তারা অভ্যন্তরীণভাবে সিস্টেমের বিরুদ্ধে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে একজন রক্ষণশীলের থেকে তাদের কথা ও কাজে কোনো পার্থক্য নেই। তারা ভাবে, এর ফলে এমন একটা সংকটময় মুহূর্ত আসবে, যখন তারা সিস্টেমের উপর আঘাত হানতে পারবে এবং প্রগতি নিয়ে আসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। তারা আসলে শুধু অপরাধবোধে ভোগা ডানপন্থীরা, যারা নিজেদের আসল রূপকে মেনে নিতে পারে না।

একজন বাংলাদেশী লিবারেলের সাথে সমকামী বিবাহ অধিকারের সম্পর্ক বুঝতে হলে, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে এই বাংলাদেশী লিবারেল হলো সুবিধার কীট, এটি একটি অসাধু প্রাণী এবং এটি মরতে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশী লিবারেল তার রাজনৈতিক সমকক্ষদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, ভদ্রতা এবং সুনাম খোঁজে, যতটা না তারা কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য আসলে লড়ে।

সুতরাং, এই মৃদু স্বভাবের বাংলাদেশী লিবারেল, এমন একটি বিশ্বে যেখানে lgbt অ্যাক্টিভিস্টদের জবাই করা হয়, তার সহজাত মানসিকতার কারণে কোনো পরিবর্তন চায় না। হাতে কলমে কাজ না করে শুধু মুখে বুলি আওড়ানোর এই মানসিকতার কারণে তার মনে কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না।

কারণ একটি লক্ষ্য থাকলে তাকে স্বীকার করতে হবে যে সে সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে। একটি অপ্রাপ্ত লক্ষ্য মানে ক্রমাগত পরাজয় মেনে নেওয়া। এবং যদিও বাংলাদেশী লিবারেল একটি মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, বাহ্যিকভাবে তার পরাজয় মেনে নেওয়ার সক্ষমতা নেই।

আর তাই বাংলাদেশী লিবারেল নিজেকে "লক্ষ্য" থেকে সরিয়ে নেয়। বাংলাদেশী লিবারেল সমকামী বিবাহ অধিকার বা এমনকি সিভিল ইউনিয়নের অধিকারের পক্ষে কথা বলে না, কারণ—এর পেছনের যত কারণই সে দিক না কেন—যেমন ‘‘বিয়ে পুঁজিবাদের বা ধর্মতন্ত্রের অংশ তাই এর পেছনে ছোটা উচিত নয়’’—যদিও সে নিজে বিয়ে করে—এবং এই অধিকারের অস্বীকৃতি পদ্ধতিগতভাবে এলজিবিটিদের জীবনের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেয় এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে তাদের হত্যা করে। এমনকি মার্ক্সবাদী কাঠামোয় পুঁজিবাদ একটি উন্নয়নমূলক পর্যায়, একটি শয়তানি মন্দ নয়।

বিয়ের উৎস যদি তাতেও থাকে, তবুও একটি সম্প্রদায়কে তার বিয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে সেই পর্যায়ের একটি অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করা।

কারণ বিয়ে বা সিভিল ইউনিয়নের অধিকার চাওয়া এমন একটি জিনিস যা অর্জন করা সম্ভব। এবং বাংলাদেশী লিবারেল "অর্জন" করতে চায় না।

তার পরিবর্তে বাংলাদেশী লিবারেল কিছু অগভীর এবং অস্পষ্ট কথা বলে, যেমন তারা "কুইয়ার ইস্যুগুলোকে যেভাবে মোকাবেলা করা উচিত, সে ব্যাপারে সামাজিক মূল্যবোধের অভিযোজন" নিয়ে বেশি চিন্তিত।

আর তাই "আইনি সমলিঙ্গ বিবাহ অধিকার" বাংলাদেশী লিবারেলের মুখে "কুইয়ার ইস্যু" হয়ে যায়, কারণ এটি তাকে অস্বীকার করার একটি সুযোগ দেয়। যখন রক্ষণশীলদের দ্বারা তাকে মুখোমুখি করা হয়, তখন সে বলতে পারে যে সে আইনি "কুইয়ার অধিকার"-এর বিরুদ্ধে, কারণ সে কখনো কুইয়ার অধিকারের পক্ষে কথা বলেনি, কেবল "কুইয়ার ইস্যুগুলোকে" কীভাবে "মোকাবেলা" করা উচিত তা নিয়ে কথা বলেছে। "কুইয়ার ইস্যুগুলো" কি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচকভাবে মোকাবেলা করা উচিত তা যে কারোরই অনুমান। এই লিবারেল শকুন সম্ভবত নিজে নিজে বিড়বিড় করে "আপস" করার কথা বলবে। হয়তো সে বলবে "কুইয়ার ইস্যুগুলোকে আরও মানবিক উপায়ে মোকাবেলা করা উচিত," কিন্তু গৃহপালিত পশুকেও তাদের মাংসের জন্য আরও মানবিক উপায়ে জবাই করা যায়। আপনি আপনার লোহার হাতে মখমলের গ্লাভস পরতে পারেন।

কারণ "কুইয়াররাও মানুষ" বলা একটি সহজ কথা। আমরা তো জৈবিকভাবেই মানুষ। আর এই কথা বলার পর লিবারেলরা বেশ তৃপ্ত বোধ করে। তারা মনে করে কিছু একটা অর্জন করেছে। তারা নিজেদের "আশ্চর্যজনক এবং সাহসী" মনে করে। সামাজিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মতো বায়বীয় বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা, যার কোনো

পরিমাপযোগ্যতা নেই, তা একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং উচ্চ পুরস্কারের কাজ। এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের কাছে "লেবেল কোনো ব্যাপার নয়" বলাটা বাংলাদেশী লিবারেলের জন্য একটি "জয়" হয়ে দাঁড়ায়। "সম্ভবত আমাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের খুন করা উচিত নয়, আমাদের এর জন্য আদালত ও বিচার প্রক্রিয়া আছে" বলাটা বাংলাদেশী লিবারেলের মনে একটি "জয়"। তার নিজের অস্তিত্বই তার মনে একটি "জয়", কারণ সে সমাজের একটি অংশ এবং এভাবে প্রকাশ্যে কোনো প্ল্যাটফর্মে কোনোদিন কথা না বলে বা অধিকারের পক্ষে লড়াই না করে অভ্যন্তরীণভাবে মনে মনে বা ফিসফিস করে এলজিবিটিদের সমর্থন করে, যার অর্থই হলো সে জনগণের সামগ্রিক "সামাজিক মূল্যবোধ"কে এক অদৃশ্য অংশ হলেও বাড়িয়ে "জয়ী" হয়ে গিয়েছে।

যে মুভমেন্টের কোনো লক্ষ্য নেই, তাতে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। এবং বাংলাদেশী লিবারেল পরাজয় মেনে নিতে পারে না, তাই তার এমন কোনো খেলা খেলতে নেই যেখানে লক্ষ্য আছে এবং সে ব্যর্থ হতে পারে।

বাংলাদেশী লিবারেলরা আমাকে হতাশ করে, কারণ তারা বাল্যবিবাহের মতো একটি সমস্যা শনাক্ত করে এবং তারপর এমন সব আউলফাউল কথা বলে যেমন "আইন পরিবর্তন করে লাভ নেই, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে হবে।"

কেউ আপনার উপদেশ শুনতে আসবে না। এটা শুধু আদর্শের ব্যাপার নয়। যদি একটি দরিদ্র পরিবারের কাছে তাদের সন্তানকে একজন ধনী ব্যক্তির কাছে আইনিভাবে বিক্রি করার বিকল্প থাকে, তাহলে তারা তা করবে। বাল্যবিবাহের প্রক্রিয়া কঠিন করে তোলার জন্য আপনাকে আইন করে এটি নিষিদ্ধ করতে হবে। এরপরও কিছু শিশু নিরাপত্তা জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু আপনার লক্ষ্য হলো জালটাকে আরও শক্ত করা এবং

নিশ্চিত করা যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য একটা নিরাপত্তা জাল আছে। আপনি প্রথমে সবচেয়ে স্পষ্ট পদক্ষেপ না নিয়ে একদিন অস্পষ্টভাবে "সামাজিক মূল্যবোধ বদলে ফেলার" কথা বলতে পারেন না। এটা একটা অর্থহীন অনুশীলন। আমরা সব বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু আমরা অন্তত একটি বিশাল অংশ বন্ধ করতে পারি। কিন্তু আমরা এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব না, কারণ আমরা নিজেদেরকে "সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করা আইনের পরিবর্তনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ" এর মতো ফাঁকা বুলি আওড়াতে বাধ্য করেছি, যা আসলে কোনোদিকেই যায় না।

অর্থনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষের সময়ে—যদি কোনো যুদ্ধ-আক্রান্ত সমাজে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর করা নির্যাতন কোনো উদ্বেগের বিষয় না হয়— যদি সেই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সেই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিপীড়ন করা স্বাভাবিক হয়— যদি তাদের মানুষজনকে হত্যা করা স্বাভাবিক হয়ে যায় কারণ তার চেয়েও আরও বড় সমস্যা আছে, কারণ যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হত্যা করছে তারা নিজেরাই অন্য কোনো বিশ্বশক্তির হুমকির মুখে আছে—তাহলে সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনোদিনই হত্যা করা অযোগ্য ছিল না।

লিবারেলরা এলজিবিটি বিবাহ অধিকারকে ইউটোপিয়ান, একটি বিলাসসামগ্রী হিসেবে তুলে ধরে। লিবারেলদের মতে, এলজিবিটিরা আইনি বিবাহ স্বীকৃতির জন্য কেবল তখনই লড়াই করতে পারে যখন বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদিও এর অভাব পদ্ধতিগতভাবে আমাদের হত্যা করে, যদিও আমাদের এই অধিকার দিতে রাষ্ট্রের এক পয়সাও খরচ হবে না। আর এটা এলজিবিটিদের জীবনকে একটি ইউটোপিয়া ছাড়া অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে হত্যাযোগ্য হিসেবে তুলে ধরে। কারণ একটি ইউটোপিয়া ছাড়া অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের জীবন মূল্যহীন।

যেসব ডানপন্থীরা এলজিবিটিদেরকে সবসময়ই খুন করতে চায়, যখন অর্থনীতি অস্থিতিশীল এবং যখন অর্থনীতি স্থিতিশীল—তারা এই বিষয়ে লিবারেলদের চাইতে বেশি সৎ। কারণ তাদের ঘৃণা শর্তহীন। অন্যদিকে, লিবারেলদের বন্ধুত্ব শর্তযুক্ত। আর শর্তহীন ঘৃণা শর্তযুক্ত যত্নের চেয়ে উত্তম।

হয় উল্লাসের সাথে জবাই, নয়তো স্পষ্ট সংহতি। উভয়ই ঠিক আছে। কিন্তু শয়তানের খেলা হলো এই স্পেকট্রামের মাঝখানে।

প্রথম বিশ্বের এলজিবিটি-বিদ্বেষীরা এলজিবিটি অধিকারকে "প্রথম বিশ্বের সমস্যা" হিসেবে দেখে এবং তৃতীয় বিশ্বের এলজিবিটি-বিদ্বেষীরা "এলজিবিটি অধিকার"কে "শহুরে অভিজাত"দের সমস্যা হিসেবে দেখে। তারা সরাসরি বলবে না যে আমাদের বিবাহ অধিকার পাওয়া উচিত নয়—কিন্তু তারা বলবে যে আমাদের বিবাহ অধিকার একটি বড় সমস্যা নয় বা এটি ‘‘পরে’’ ঠিক করা হবে। তারা এলজিবিটি নাগরিক অধিকারকে একটি ইউটোপিয়ান বিলাসসামগ্রী হিসেবে দেখে।

কিন্তু আমরা, এলজিবিটিরা, কোনো বিলাসিতা ছাড়াই গ্রাম, শরণার্থী শিবির, বস্তি এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে বিদ্যমান। যদি আমাদের অস্তিত্ব ইউটোপিয়ান না হয়, তাহলে আমাদের নাগরিক অধিকার, আমাদের বিবাহ অধিকারও ইউটোপিয়ান নয়। আমরা যা আমাদের, তার জন্য এখানেই এবং এখনই লড়াই করব। আমরা তোমাদের ভবিষ্যত নিয়ে তোমাদের নোংরা সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না, এবং অর্থনৈতিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অধিকারের জন্য বসে থাকতে পারব না, কারণ আমাদের অধিকার দিতে তোমাদের এক পয়সাও খরচ হবে না।

আমরা কোনো ধারণা নই, আমরা কোনো ভবিষ্যতের আইডিয়া নই—তাই আমাদের অধিকারও ভবিষ্যতের আইডিয়া হতে পারে না।

এবং প্রয়োজনে আমরা রক্ত আর আগুনের মাধ্যমে তা আদায় করে নেব।

বর্তমান বাংলাদেশী ডিসকোর্সের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রবণতা হলো প্রান্তিক মানুষ বা সংখ্যালঘুদের প্রতি একজনের যত্ন বা তাদের সাথে সম্পর্ককে একজনের শ্রেণী এবং উৎপাদন সম্পর্কের একটি সূচক হিসেবে উপস্থাপন করা।

প্রতিক্রিয়াশীল চোখের উপর স্থাপন করা একটি মার্ক্সবাদী লেন্স, যা প্রতিক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত।

সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিও এইভাবে "সাব-অল্টার্ন" হতে পারে, যদি সে এলজিবিটিদের মৃত্যুর আহ্বান জানায়—এবং সমস্ত এলজিবিটি মানুষ, তাদের উৎপাদন-সম্পর্ক নির্বিশেষে, দৃশ্যবান-lgbtরা যারা প্রায়শই বস্তিতে ব্যাশ্যাগিরি, তাদেরও "শহুরে অভিজাত" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এবং শহুরে এলাকায় বাস করাকে একজনের সুবিধার সূচক হিসেবে ফ্রেম করাটাও একটি প্রতিক্রিয়াশীল অলঙ্কারিক কৌশল—যেন শহরগুলো দরিদ্রদের জীবন্ত দেহের উপর নির্মিত নয়, যেনো শহরের শ্রমজীবী শ্রেণী গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো অবস্থায় আছে, যেনো গ্রামের শাসক শ্রেণীর লোকেরা শহরের শাসক শ্রেণীর চেয়ে কম শোষণকারী!

lgbtরা বামপন্থীদের ইউটোপিয়ার বেদীতে গ্রহণযোগ্য বলি। তাদের স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি তৈরি হয় lgbtদের পচা মাংস এবং দেহের উপর। কারণ, সব সময়ই আরো বড় একটি সমস্যা থাকবে। আর তাই ডানপন্থীরা এলজিবিটিদের প্রতি ঘৃণা প্রচার করতে পারে। তাদের সাথে সংহতি বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। তারা আপনার অধিকারকে একটি বিলাসিতা হিসেবে দেখবে, যতক্ষণ না আপনি তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করেন ততক্ষণ তাদের

মনোযোগের জন্য আরো একটি বড় সমস্যা চিরকাল থাকবে। তাই একমাত্র সমাধান? নিজে একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠুন।

এটা আইডেন্টিটি পলিটিক্স নয়।

এটা টিকে থাকা।

যেসব ধনী কুইয়ার লিবারেলরা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারে, তারা দরজা বন্ধ করে অর্গি পার্টি করবে, আর প্রকাশ্যে ডানপন্থীদের সাথে দারুণ বন্ধুত্ব বজায় রাখবে, যারা কুইয়ারদের মৃত্যুর জন্য প্রচার করে। তারা কুইয়ারদের সমর্থনে প্রকাশ্যে একটি কথাও বলবে না, বা তাদের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখবে না। কিন্তু দরজার আড়ালে এমন আচরণ করবে যেন তাদের ব্যক্তিগত মতামত, যা তারা কোথাও প্রকাশ করে না, তাদেরকে সাধুত্বের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

এখানে এমন কিছু আছে যা লিবারেলরা এলজিবিটি অধিকার সম্পর্কে বুঝতে অস্বীকার করে, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে বোঝে: ডানপন্থীরা আমাদের মৃত চায় না, তারা কেবল আমাদের সাধারণ সমাজ থেকে আলাদা করে রাখতে চায়। তারা চায় আমরা তাদের দ্বারা নির্ধারিত "স্থানে" থাকি।

এটা বুঝুন: ডানপন্থীরা আসলে চরমপন্থী নয়, যেমন একজন জল্লাদ বা একজন সৈনিক যে রাষ্ট্রের আদেশ পালন করছে, সে একজন সিরিয়াল কিলার নয়—ডানপন্থীরা আরও খারাপ, তারা সম্মানযোগ্য রাজনীতির খেলোয়াড়।

Ku Klux Klan কৃষ্ণাঙ্গদের ফাঁসি দিতো, কারণ তারা কৃষ্ণাঙ্গদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং কারণ কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মিসোজিনিস্টরা নারীদের মৃত্যু চায় না। তারা কেবল নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত স্থানে রাখতে চায়।

জুলহাজ মান্নানকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ তিনি সমকামী ছিলেন বলে নয়! তাকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ তিনি নিম্ন স্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি তার ন্যায্য অধিকার চেয়েছিলেন।

তাই লিবারেলরা এলজিবিটি মানুষদের নিয়ে বকবক করে এবং বলে "আমাদের তাদের অধিকার দেওয়া উচিত নয়, তাদের শুধু বাঁচতে দেওয়া উচিত কারণ তারাও মানুষ।" আর এর মাধ্যমে লিবারেলরা ডানপন্থীদের সাহায্য করে। কারণ ডানপন্থীদের আদর্শের উদ্দেশ্য এলজিবিটিদের হত্যা করা নয়। এর উদ্দেশ্য আমাদের যৌনীকরণ করা, কামুকীকরণ করা, এমন একটি পর্যায়ে যাতে আমরা "নিরাপদ স্থান" নামক শোষণের জায়গা ছাড়া স্বাভাবিক সমাজে মিশতে না পারি, যেখানে ধনী লোকেরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে "আনন্দ" করতে পারে। এলজিবিটি মানুষের মানবতা সম্পর্কে কথা বলা তাই অর্থহীন। মানবতাকে প্রত্যাখ্যান করুন, আপনার আইনি অধিকারের পেছনে ছুটুন। কারণ লিবারেলরা ডানপন্থীদের সাথে মিলেমিশে সমাজে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে, কারণ তারা আপনাকে অন্যথায় স্বাভাবিক সমাজ থেকে আলাদা, যৌন বস্তুর মতো মনে করে।

বাংলাদেশী লিবারেলদের সামঞ্জস্য এবং বহুপক্ষীয়তার ধারণা হলো ট্রান্সজেন্ডার মানুষের জন্য বস্তি তৈরি করা, যেখানে আমাদের অস্তিত্বকে সহজাতভাবে যৌন হিসেবে দেখা হয় এবং বস্তিকে একটি "নিরাপদ স্থান" বলা হয়, এবং কয়েক বছর পরে সেই বস্তিও ভেঙে ফেলা হয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে। একটি গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট আইনি অধিকার ছাড়া "সহ-অস্তিত্ব" হলো যার অধিকার আছে তার জন্য মালিক-অস্তিত্ব এবং যার নেই তার জন্য দাস-অস্তিত্ব।

মানবতা আর সহাবস্থানের খ্যাতা পুড়ি। আমারে অধিকার দিন।

মাঝে মাঝে আমার কাছে কিছু লিবারেল মূর্খরা আসে যারা আমাকে বাংলাদেশের দুঃখের তালিকা দিতে শুরু করে যাতে আমাকে বোঝানো যায়

যে এমন সমস্যায় জর্জরিত একটি ভূমিতে আমি দাম্পত্যিক সুখ পাওয়ার যোগ্য নই। তারা সব সময় যে বিষয়টি এড়িয়ে যায় তা হলো, আমি ইতিমধ্যেই এই সত্যটি মেনে নিয়েছি—আমি মনে করি না যে আমি সুখ পাওয়ার যোগ্য—কিন্তু আমি তবুও চেষ্টা করব, আমি তবুও এর জন্য লড়াই করব—এবং আমি মনে করি যে তারাও দাম্পত্যিক সুখ পাওয়ার যোগ্য নয়—অথচ শেষ পর্যন্ত তারা যা পাওয়ার যোগ্য নয় কিন্তু তবুও পায়, তা মেনে নেওয়া আমার চেয়ে তাদের জন্য বেশি কঠিন।

ডানপন্থী হোমোফোব এবং মধ্যমপন্থী-পুঁজিবাদ-বিরোধী-সামন্তবাদী হোমোফোবের মধ্যে পার্থক্য হলো, যে ডানপন্থী হোমোফোব আপনাকে হত্যা করা নিয়ে আপনি যত প্রতিবাদই করুন না কেন, তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। কিন্তু সামন্তবাদী হোমোফোব আপনার মৃত্যু-পূর্ববর্তী প্রতিবাদকে তাদের সম্মিলিত শান্তির বিভ্রম নষ্ট করার জন্য খুব অসহনীয় এবং ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট বলে মনে করবে।

লিবারেলিজম তার প্রান্তিকদেরকে কেবল সাহসী হতে বলে, কিন্তু বিপজ্জনক হতে বলে না। সাহসের কোনো দাম নাই, আপনি সাহসের সাথে হাজারটা আঘাত সহ্য করতে পারেন। কিন্তু অত্যাচারিত নারীর জন্য তার স্বামীর খাবারে বিষ মেশানোটা আবশ্যক।

একজন "নারীবাদী" হওয়া বা "শ্রমজীবী শ্রেণীর সমর্থক" হওয়া বা একজন "আদিবাসী মিত্র" হওয়া বা "এলজিবিটিরা মানুষ" বলা আসলে কোনো অর্থ বহন করে না। আপনার বাস্তবে কিছু আইনী নীতি থাকা দরকার যা আপনি প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তন করতে চান। আপনার হৃদয়ে শুধু "ভালো মূল্যবোধ" থাকলেই হবে না, যা এই মানুষদের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাবের অনুভূতির বাইরে যায় না। আপনাকে স্পষ্ট করতে হবে আপনি কোন আইন চান, কোন আইন চান না।

আপনি কি বাল্যবিবাহ বাতিল করতে চান, বৈবাহিক ধর্ষণকে অবৈধ করতে চান এবং নারীদের জন্য সম্পত্তির সমান বন্টন নিশ্চিত করতে চান? আপনি কি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বাড়াতে চান, ট্রেড ইউনিয়নের দাবিগুলো পূরণ করতে চান, এবং এমন ব্যবস্থা করতে চান যাতে কারখানার মালিকদের শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি বিলম্বে পরিশোধ করার জন্য সুদ দিতে হয় (কারণ বর্তমানে বিলম্বিত বেতন শ্রমিকদের কাছ থেকে পুঁজিবাদীদের জন্য একটি সুদ-মুক্ত ঋণ হিসেবে কাজ করে)? আপনি কি আদিবাসী মানুষের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে চান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির শর্তগুলো পূরণ করতে চান? আপনি কি সমকামীদের বৈধতা দিতে এবং একে অপরের সাথে বিবাহ করতে অনুমতি দিতে চান? ট্রান্সজেন্ডারদের হরমোন কিনতে এবং আইনি লিঙ্গ পরিবর্তন করতে এবং বিবাহের অধিকার পেতে চান?

এই বিষয়গুলো নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত। শুধু ভালো vibes থাকা বা আপনি শুধু সমতা চান বলাটা অস্পষ্ট এবং এর কোনো অর্থ নেই। এই প্রশ্নগুলোর উপর ভিত্তি করে আপনার রাজনীতিবিদদের বিচার করা উচিত। শুধু তাদের জিজ্ঞাসা করা নয় যে তারা এটা বা ওটা সমর্থন করে কিনা। নীতিগুলো নির্দিষ্ট করুন। বাংলাদেশী ডানপন্থীরা এলজিবিটিদের নিপীড়নের জন্য কন্সেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করে, আর বাংলাদেশী লিবারেলরা এলজিবিটিদের আনুগত্য তৈরি করে—লিবারেলরা র‍্যাডিক্যাল অ্যাকশনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এলজিবিটিদের নাকের কাছে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের আশা ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিদ্যমান। এই ধাপে ধাপে পরিবর্তন কখনোই আসবে না, কিন্তু তবুও এটি আমাদের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির মিথ্যা আশায় সংক্রমিত করে যাতে আমরা অস্ত্র হাতে নিয়ে আমাদের আইনি বিবাহ অধিকারের জন্য লড়াই করা থেকে বিরত থাকি।

তোমার মিত্রতার মুখে আমি থুতু মারি

আমার লক্ষ্য ধনীদের করুণায় বেঁচে থাকা বা অন্য এলজিবিটি মানুষদের বাঁচিয়ে রাখা নয়। আমার লক্ষ্য এলজিবিটি মানুষদের জন্য গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা নয়। আমার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট।

আমার লক্ষ্য এলজিবিটি মানুষদের জন্য বিবাহ অধিকার বা সিভিল ইউনিয়ন অধিকার আদায় করা।

এটি একটি বাস্তব লক্ষ্য, যা অস্পষ্ট ‘‘জনগণের ইচ্ছার’’ উপর নির্ভরশীল "সহানুভূতি পূর্ণ আচরণের" জন্য কোনো অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা নয়। এটি কোনো "এলজিবিটি অ্যাক্টিভিজম" নয়, যার শেষ লক্ষ্য কোন ধরনের আইনি অধিকার তা নির্দিষ্ট করা নেই।

এটা কোনো perfectionism নয়, এটা হলো সুনির্দিষ্টবাদ।

ইউটোপিয়ানিজম হতো যদি আমি চাইতাম সবাই এলজিবিটি মানুষদেরকে "স্বাভাবিক" হিসেবে "গ্রহণ" করুক, অথবা যদি সব ধরনের সহিংসতা ও ধর্মান্ধতা বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু আমার লক্ষ্য তা নয়।

আমার লক্ষ্য এমন কিছু যা "হতে পারে" অথবা "না-ও হতে পারে" কারণ এটি সুনির্দিষ্ট।

এবং হয়তো সেই লক্ষ্য অবাস্তব, ঠিক আছে। হয়তো এর জন্য আমার যথেষ্ট মিত্র থাকবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আমার কাছে এর পেছনে লড়াই করে মরে যাওয়াটা বেশি কাম্য, টেবিলের নিচে থেকে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে কুকুরের খাবারের মতো কিছু গ্রহণ করার চেয়ে, যারা আমার মানবতাকে স্বীকার করবে কিন্তু নাগরিক অধিকারের কোনো পরিবর্তন আনবে না এবং এর জন্য আমাকে লেজ নাড়াতে আশা করবে। আমি এর চেয়ে বরং মৃত্যুকে বরণ করে নেব। প্রতিদিন আমি এর চেয়ে মৃত্যুর ভিক্ষা করি।

মিত্রতাকে এমন একটি ক্লাব হিসেবে দেখাটা ভুল, যেখানে তোমরা একে অপরের প্রশংসা করো বা একে অপরকে উৎসাহ দাও। যে ব্যক্তি বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ করতে চায় না, সে তার শত্রু যে বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ করতে চায়।

যে ব্যক্তি মিত্রতাকে একটি ক্লাব হিসেবে দেখে, একজন স্বঘোষিত নারীবাদী যে দাবি করে সে নারীদের সমর্থন করে কিন্তু বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন করে না, সে তার কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি যার সাথে আনন্দমূলক কথাবার্তা বিনিময় করা যায়। রাজনীতি তখন এক ধরনের থিয়েটার পারফরম্যান্সের চেয়েও কম কিছু হয়ে যায়, যার পেছনে কোনো বাস্তব সততা বা নীতি পরিবর্তন করার ইচ্ছা থাকে না। এই কাঠামোয় একে অপরের মানবতাকে শ্রদ্ধা করার কোনো মূল্য নেই। এটা, বলতে গেলে, একটি ডিনার পার্টি। আর একটি ডিনার পার্টি কোনো কিছুর পরিবর্তন করে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ করতে চায় এবং এটাই তার লক্ষ্য, এবং এটা স্পষ্ট যে অপর ব্যক্তিটি শুধু অবিরাম আনন্দমূলক কথাবার্তা বিনিময়ের বাইরে তার মনোভাব পরিবর্তন করবে না, এই ক্লাব-টাইপের কূটনীতির কোনো সত্যিকারের মূল্য নেই।

যে কারণে আমি নিজেকে একজন নারীবাদী বা এলজিবিটি "অ্যাক্টিভিস্ট" হিসেবে পরিচয় দিই না, তা হলো এই শব্দগুলো অস্পষ্ট। মূল কথা হলো নির্দিষ্ট আইনী নীতি পরিবর্তন করা। এমন লোকদের একটি ক্লাব তৈরি করা নয়, যারা এই শব্দগুলোর আওয়াজ পছন্দ করে এবং এর অর্থ সম্পর্কে নিজস্ব আলাদা আলাদা ধারণা বিদ্যমান রাখে।

তাই আমি বলি যে আমি বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ করতে চাই, অভিভাবক সম্মতির বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করতে চাই, এলজিবিটি বিবাহ বৈধ করতে

চাই—কারণ এই বিষয়গুলোর অর্থ আছে, যা নারী বা এলজিবিটিদের প্রতি একটি অস্পষ্ট সহানুভূতির অনুভূতির চেয়ে বেশি কিছু।

এখানে একটি বাস্তব লক্ষ্য আছে। এমন কিছু যা "আমি মনে করি নারীরাও মানুষ" এর চেয়ে বেশি কিছু। যদি একজন ‘‘নারীবাদী’’ বাল্যবিবাহ বা বৈবাহিক ধর্ষণ সমর্থন করে, তাহলে আমি তাদের সাথে কোনো "আন্দোলনে" থাকতে বা তাদের সাথে একই পথে চলতে চাই না, কারণ তারা যে দিকে যাচ্ছে আমি তার বিপরীত দিকে আছি।

যদি একজন "এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্ট" মনে করে যে এলজিবিটিদের কোনো আইনি স্বীকৃতি থাকা উচিত নয় এবং সমাজে কোনো আইনি নিরাপত্তা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য অস্বীকৃত উপাদান হিসেবে ঘুরে বেড়ানো উচিত, তাহলে আমি তাদের সাথে কোনো "আন্দোলনে" থাকতে বা তাদের সাথে একই পথে চলতে চাই না, কারণ তারা যে দিকে যাচ্ছে আমি তার বিপরীত দিকে আছি।

আপনার অবশ্যই স্পষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে যা আপনি অর্জন করতে চান। যে জনতার ভিড় জানে না তারা কী চায়, তা হলো এমন এক জনতা যারা দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র চুরি করে। তাই আপনার মুভমেন্টে ভিন্ন মনস্তত্ত্বের মানুষদের ঢুকিয়ে লাভ নাই, যদি তাদের লক্ষ্য আপনার বিপরীতে যায়।

হাইড্রা

যদি বাংলাদেশী ডানপন্থী lgbtবিদ্বেষীরা সত্যিই এলজিবিটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করতে চাইতো, তাহলে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সমকামী ডেটিং অ্যাপগুলোতে সাইন আপ করে, বা শুধু বাম্বল বা টিন্ডারে পুরুষ হিসেবে "পুরুষদের প্রতি আগ্রহী" অপশনটি চালু করে কুইয়ারদের গ্রেফতার করানোর জন্য লবিং করতো।

কিন্তু তাদের লক্ষ্য নির্মূলকরণ নয়। সাদা চামড়ার আধিপত্যবাদীরা কালোদের নির্মূল করতে চায় না, দাস বানাতে চায়। নারীবিদ্বেষীরা নারীদেরকে নির্মূল করতে চায় না, দাস বানাতে চায়। তেমনি, এলজিবিটিবিদ্বেষীরা এলজিবিটি মানুষদেরকে নির্মূল করতে চায় না, দাস বানাতে চায়।

রক্ষণশীলদের লক্ষ্য হলো কুইয়ারদের আইনি অধিকার অস্বীকার করে এবং সেই অধিকারগুলো যাতে তারা দাবি না করে তা নিশ্চিত করতে, তাদেরকে ভয়ের মধ্যে রেখে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা। এই স্তরে নিম্নশ্রেণীর ভিজিবল কুইয়াররা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের জেন্ডার এক্সপ্রেশনের কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্যাতিত হয়ে ড্রপআউট করে, এবং এর ফলে চাকরী ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে অল্পবয়সে পতিতাবৃত্তিতে ঢুকতে বাধ্য হয়। বিবাহের অধিকার না থাকায় তারা দাম্পত্যিক জীবনের অর্থনৈতিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে অল্পবয়সেই মারা যায়। এতে নিম্নশ্রেণীর এলজিবিটি পতিতাদের সাপ্লাই লাইনে যাতে সবসময় তরুণরা থাকে তা নিশ্চিত হয়। খুবই এফেসিয়েন্ট একটা সিস্টেম। আর শাসক শ্রেণীর প্রেডেটররা তাদের গুস্তমাংস দরজার আড়ালে ছোড়া অর্গিতে চাবাইতে থাকে।

এখন, কথা হলো, এই যে লিবারেল এনজিওগুলা, যারা কুইয়ারদেরকে অধিকার চাওয়ার বদলে বিএনপির দিকে মুখ হা কইরা তাকাই থাকার কথা বলতাছে, তাদের লক্ষ্য কী?

বিএনপি কিন্তু আমাগোরে বৈষম্যবিরোধী অধিকার আর বিবাহের অধিকার দিবো না। বিএনপি বড় জোর মব এটাক থামাইবো আর পুলিশের রেইড থামাইবো। কিন্তু তাতে কী অই আইনহীন ব্যবস্থা যেটা আমাগো বাচ্চাকাচ্চারে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেইলা দেয় — অইটা বন্ধ হইনো? হইবো

না। আর এই লিবারেল এনজিও গুলা অইটা বন্ধ করতে চায়ও না। আপনি শিশুদের পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে মুখ খুললে এই জানোয়ারের বাচ্চারা বলবে "নিম্নশ্রেণীর জীবিকা নির্বাহের পথ কে আপনি জাজ করতে পারেন না।" শুয়োরের বাচ্চা, দেখ আমারে, আমি জাজ করতেছি, আমি খদ্দেররে জাজ করতেছি, আমি তগোর মতো pimpদেরকে জাজ করতেছি। যেই মানবতা শিশুপতিতাদের ধর্ষণ হওয়াকে "জীবিকা নির্বাহের পন্থা" বলে গ্রহণযোগ্য বানাতে চায়, অই মানবতার গুষ্টি চুদি আমি। সরোয়ার-মাহতাবের মতোই, তোদের মৃত্যু আমার কাম্য। আমি তোদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেছি।

তাহলে প্রশ্ন আসে—যে লিবারেল বা কুইয়ার সংগঠনের নেতা এলজিবিটিদেরকে লুকিয়ে, কোণঠাসা এবং নীরব থেকে— আইনি অধিকার দাবি না করার জন্য উপদেশ দেয়, তার সাথে একজন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীর কার্যগত পার্থক্য কী?

উত্তর হলো কোনো পার্থক্য নেই।

তারা একই জন্তুর দুটি মাথা।

একজন লিবারেলের যত সংখ্যক সমকামী বা ট্রান্স বন্ধু থাকুক না কেন, বা সেই লিবারেল নিজে সমকামী বা ট্রান্স হলেও—যদি সে গোপনীয়তা, কোণঠাসা এবং নীরব থাকার পক্ষে কথা বলে—তাহলে সে রক্ষণশীলের মতোই একই প্রাণী। কারণ সে বর্তমান সিস্টেমটাকে রক্ষা করতেছে। আইনী অধিকার না চাওয়ার কথা বলে সেই লিবারেলরা যেই সিস্টেম তরুণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ত্যাজ্যকৃত এলজিবিটিদেরকে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে ধর্ষণ হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়, সেই সিস্টেমকে বাচিয়ে রাখছে। তাদের আর ডানপন্থীদের মাঝে কোনো তফাৎ নাই কারণ এক দল তোমার মানবতার

গান গাইতে গাইতে তোমাকে পতিতা বানাইতেছে আর আরেক দল তোমাকে হত্যার হুমকি দিতে দিতে তোমাকে পতিতা বানাইতেছে। লিবারেলরা প্রকৃতপক্ষে ডানপন্থীই।

আপনার জন্য একটি কৌতুক

একজন বাংলাদেশী লিবারেল হাঁটতে হাঁটতে শ্রমিকদের ধর্মঘটে গেলো। তারা ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছিল।

লিবারেল তাদের বলল, "আরেহ, আসলে ন্যূনতম মজুরি আইন করে বাড়ানোর কোনো মানেই হয় না। কারণ আইন কার্যকর হবে না এবং তারা তোমাদের বেতন বিলম্বিত করবে। আমাদের যা দরকার তা হলো পুঁজিবাদীদের সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করা! একবার পুঁজিবাদীরা আমাদের মতো আদর্শিকভাবে মুক্তমনা হয়ে গেলে, তারা নিজেরাই ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে দেবে! আইনের কোনো প্রয়োজনই হবে না!"

আরেকটি কৌতুক:

“বাংলাদেশী বামপন্থীরা সংস্কৃতি যুদ্ধের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত। আমরা সবাই জানি যে সকল দেশগুলো সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাদপদ এবং ডানপন্থী, তারা সবাই দরিদ্র। এবং তারা সম্পদশালী হলে জাদুকরীভাবে প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। এই কারণেই সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, আমেরিকা এবং রাশিয়া—যেহেতু তারা ধনী—তারা বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশ!” হাহাহাহাহাহা।

কৌতুক বাদে আসল কথা হলো, বাংলাদেশী লিবারেলদের সমস্যা হলো যে তারা "ফ্যাসিবাদ হলো অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে থাকা পুঁজিবাদ" এই সত্যটি চিনতে পারে।
কিন্তু প্রায়শই তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ফ্যাসিবাদ বা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীযুদ্ধের লড়াই করার পরিবর্তে— এমন মনোভাব ছড়ায় যেনো সংখ্যালঘুদের প্রয়োজন হলো নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই করার আগে এই পুঁজিবাদকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে টেনে বের করে আনা।
এটা বোকামি, কারণ পুঁজিবাদের প্রকৃতিই হলো চির-সংকটে থাকা। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে ধনীরা আরও ধনী হয়। প্রতিবার যখনই একটি সংকট ঘটে, পুঁজিবাদীরাই সম্পদ জমা করে।

এই কারণেই আপনি সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই করার আগে যথেষ্ট সময় ধরে পুঁজিবাদের সংকট সমাধান করতে পারবেন না। শাসক শ্রেণী কখনো সন্তুষ্ট হবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনো সন্তুষ্ট হবে না। তারা আরো আরো আরো শোষণ চালিয়ে যেতেই চাইবে।

সুতরাং আপনি উভয়দিকেই চলতে পারবেন না। আপনি নাগরিক অধিকারকে সংস্কৃতি যুদ্ধ হিসেবে তকমা দিতে পারবেন না, একই সাথে শ্রেণীযুদ্ধ না লড়ে বরং এমন একটি শ্রেণীচুক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারবেন না যেখানে পুঁজিবাদ স্থিতিশীল হয় এবং বুর্জোয়ারা তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং প্রান্তিকদের একা ছেড়ে দেয়।

যদি একটি সমাজের উপরি কাঠামো (superstructure) তার ভিত্তি কাঠামো (substructure) পরিবর্তন না করে পরিবর্তন করা না যায়—কিন্তু ভিত্তি কাঠামোর উন্নতি সাধন আপনার ক্ষমতার মধ্যে না থাকে— আর যদি একটি সমাজের উপরি কাঠামো এমনভাবে থাকে যে আপনার স্বজনদের নাগরিক অধিকার, বিবাহের নিরাপত্তা এবং আইনি স্বীকৃতি অস্বীকার করা

হয়—তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো ভিত্তি কাঠামোকে ক্ষতি করার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা। যদি যারা বিদ্যমান ভিত্তি কাঠামো থেকে এত বেশি সুবিধা পায় যে তারা মনে করে প্রান্তিক মানুষদের নাগরিক অধিকার দেওয়া তাদের অনুকূল স্থিতাবস্থাকে ধ্বংস করবে, তাহলে সেই প্রান্তিক মানুষদের নাগরিক অধিকার অস্বীকার করার সরাসরি ফলস্বরূপ তাদের অনুকূল স্থিতাবস্থা আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং খুনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে হবে।

বুদ্ধিজীবীদের বাপরে চুদি

বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীরা এলজিবিটি ইস্যুকে — আমাদের অস্তিত্বকে, আমাদের নাগরিক অধিকারের অভাব নয়— একটি নৈতিক, বা বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখছে, এটাকে নাগরিক অধিকারের বিষয় হিসেবে দেখছে না। তারা আমাদের জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাসের মানুষ হিসাবে কল্পনা করতে পারে না, যারা শুধু অপরাধীকরণের মাধ্যমেই নয়, বিশেষভাবে আইনি বিয়ের অধিকারের অভাবেও নেতিবাচক এবং পদ্ধতিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাদের কাছে আমাদের প্রশ্নটি সংস্কৃতিগত সংঘাত বা ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রদর্শনী, আমাদের জীবন যে পদ্ধতিগত এবং আইনি ফাকাবাজির কারণে ধ্বংস হচ্ছে, তা নয়। যখন আমরা আমাদের বিবাহের অধিকার দাবি করি যা আমাদের আরও কিছুটা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে, তখন তারা বিবাহই নৈতিক কিনা সেই বিষয়ে লেগে পড়ে। এটি একটি বাজে পারফরমেন্স যা কোথাও যাবে না।

দিন শেষে, আমাদের শরীরের ওজন আদর্শ এবং নৈতিক বিতর্কের চেয়ে ভারী। আমাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োজন যা আমাদের জীবনে লড়াই করার জন্য একটি সুযোগ দেবে, যা আমাদের মতোই একই শ্রেণীর অন্য মানুষের আছে। একজন নিম্নবিত্ত এলজিবিটি ব্যক্তির একজন নিম্নবিত্ত সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম, আমাদের অপরাধীকরণ

এবং বিবাহের অধিকারের অভাবের কারণে। এবং এটাই আসল কথা। আদর্শ নয়, নৈতিকতা নয়, মূল্যবোধ নয়। প্রশ্নটা হলো, আপনি যে জিনিসগুলো অ্যাক্সেস করতে পারেন, আমরাও তা পারি কিনা। আর যদি আপনার উত্তর হয় "না", তাহলে আমাদের উত্তর হবে সহিংসতা।

ক্লোজেটেড বিগোটদের সম্পর্কে

যখন অদৃশ্যতা এবং সেইফ স্প্যাসকে lgbt মানুষরা জীবন সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে— অন্য যে lgbtরা দৃশ্যমান— তাদেরকে সেই গোপনীয় lgbtরা জীবন-হুমকি, হাস্যকর, নিন্দা, অবজ্ঞা এবং ভয়ের যোগ্য বলে মনে করে। তাদের পরানের "নিরাপত্তা" রক্ষার জন্য। পাছে জনতাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তারা সত্যিই অস্তিত্বে বিদ্যমান। এইভাবে: মেয়েলি ফ্যাগট, পুরুষালি ডাইক, এবং ট্রান্সদেরকে গোপনীয় lgbtরা অপছন্দ করতে শেখে। আর এভাবেই তারা তাদের নিজেদের উপর হওয়া নিপীড়নের জন্য সেই হতভাগাদের, যারা সবচেয়ে বেশি ভোগে, তাদেরকেই দোষারোপ করে। এভাবেই ভাই ভাইকে হত্যা করে।

lgbtদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা এজেন্ট বা কঞ্জিউমারিস্ট হওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে

যখন পশ্চিমাদের দেশে lgbt আইনী অধিকার থাকে তখন আমরা আইনী অধিকার চাইলে তারা বলে “lgbt রা পশ্চিমা দেশের সংস্কৃতি", আবার যখন পশ্চিমা দেশে lgbt অধিকার ভেঙে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে “lgbtদের অধিকার পশ্চিমা দেশেই নাই, বাংলাদেশে কীভাবে থাকবে?”

তাদের চিন্তাধারা পশ্চিমা দেশের রুলিং ক্লাসরে নিয়ে পড়ে আছে। আমার চিন্তা তো সেইখানে নাই। Free, free palestine. Death to America. Death to Israel.

পশ্চিমাদের রুলিং ক্লাস ষাট বছর আগে সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার মানুষদেররে সমাজে আলাদা করে রাখতো। দুইশ বছর আগে তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতো। তাদের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা সংগ্রামের মাধ্যমে, রক্তের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করেছে। তাহলে কী কৃষাঙ্গদের অধিকারকে কোনো গর্দভের বাচ্চা পশ্চিমা হেজেমনি বলবে? তাহইলে যেই lgbtদের অধিকারের জন্য Harvey Milk খুন হলো, Marsha Johnson আর Sylvie Riveraর মতো অগণিত নিচু অর্থশ্রেণীর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নিজের জীবন দিলো — সেই অধিকারকে কেনো কুলাঙ্গারের বাচ্চারা পশ্চিমা হেজেমনি বলতে পারবে?

পশ্চিমা ডানপন্থীরা আমাদের অধিকারকে বলে "ঘৃণ্য cultural marxism" আর আমাদের দেশের নির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা আমাদের অধিকারকে বলে "ঘৃণ্য পশ্চিমা হেজেমনি।" তাদের সভ্যতা আর সংস্কৃতির পার্থক্য এইটুকুতেই। গ্রামস্কি তো হেজেমনির কথা শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপারে তুলছিলেন, পশ্চিমা হেজেমনির পড়োয়া আমি যেমন করি না, বাংলার শাসকগোষ্ঠীর সামন্তবাদী দিব্যতান্ত্রিক হেজেমনির জন্যও আমার কোনো শ্রদ্ধা নাই। অনেকে আবার বিবাহের অধিকারকে হেটেরোনরমেটিভ বলে, যেটা অনেকটা কৃষ্ণাঙ্গদের ভোট দেওয়ার অধিকারকে শ্বেতাঙ্গনরমেটিভ বলার মতো অবস্থা।

পশ্চিমা কুইয়াররা তাদের অধিকার অর্জন করতে পেরেছে পশ্চিমা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে লড়াই করার পর। Tyra Hunter এবং Robert Eadsএর মতো অসংখ্য পশ্চিমা lgbt মানুষ

প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা এবং ধর্মান্ধতার কারণে মারা গেছে এবং এখনও মারা যাচ্ছে। অসংখ্য পশ্চিমা lgbt মানুষ ঘৃণামূলক অপরাধের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

আমেরিকান রেডিও হোস্ট Rush Limbugh এইডস মহামারীর সময় তার চ্যানেলে এটিতে মারা যাওয়া প্রতিটি এলজিবিটি ব্যক্তির নাম পড়তেন এবং তাদের মৃত্যু উদযাপন করতে এয়ারহর্ন বাজাতেন। আর যখন শিলা চাকমা এবং ইমাম মুহসিনকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন বাংলাদেশিরা তাদের মৃত্যু উদযাপন করেছিল।

এই সমস্ত নিষ্ঠুরতা মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু সত্য হলো, আজকের ডানপন্থীরা তাদের সমস্ত নিষ্ঠুরতা অতীতের ডানপন্থীদের কাছ থেকে অনুকরণ করে।

অ-পশ্চিমা কুইয়াররা সেই একই ড্রোন বোমা, সেই একই অনাহার, পুঁজিবাদের কারণে সৃষ্ট একই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেই একই ফ্যাক্টরি বিধিনিষেধের অভাবে মারা যায় যা সাধারণ মানুষদেরও হত্যা করে। একমাত্র পার্থক্য হলো, এই সব কিছু যখন ঘটে, তখন আমাদেরকে "পশ্চিমের হাতের পুতুল" বা "বুর্জোয়াদের হাতের পুতুল" বলে গালি শুনতে হয়, শান্তিতে মরার বদলে।

যখন আমি মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যান্টি-কনজিউমারিজম-এর সমালোচনা করি, এবং আমি সবসময় স্পষ্ট করে বলি যে আমি শুধুমাত্র সেই অ্যান্টি-কনজিউমারিজম-এর সমালোচনা করছি যার মধ্যে শ্রমিকদের অধিকারের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত মার্ক্সীস্ট সমালোচনা নেই। ২০২৩-২৪ সালে বাংলাদেশে কয়েকটি হোটেলে আগুন লেগেছিল। শ্রমিকরা? মৃত। সেখানে খেতে আসা গ্রাহকরা? মৃত। মোট মৃতের সংখ্যা? শতাধিক। কেন এমন হলো? দুর্বল বিল্ডিংগুলো নিয়মাবলী নিরাপত্তার মান পূরণ করেনি কারণ পুঁজিপতিরা লোভী ছিল এবং যে সিস্টেম দ্বারা তাদেরকে

নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা ছিল তা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। এবং সেখানে সেই লিবারেল বুদ্ধিজীবী আসে, সে কী করে? সে কি সিস্টেমকে দোষারোপ করে? না! সে বাঙালি জাতিকে "লোভী" এবং "খাদ্যে আসক্ত" "ভোক্তাবাদী" বলে দোষারোপ করে এবং এমনভাবে আচরণ করে যেন এই ট্র্যাজেডিগুলো যা শ্রমিকদেরও হত্যা করেছে, তা তাদের কঞ্জিউমারিজমের পাপের ফল। এই ধরনের কথাবার্তা তখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সিস্টেমিক লোভ, দুর্নীতি এবং শ্রমিকদের শোষণের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

আমাদের বাজারগুলো সিন্ডিকেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা পরিশ্রমী কৃষকদেরকে নগণ্য দাম দিয়ে ঠকায়, অথচ তাদের উৎপাদিত পণ্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে। সেখানে আসে সেই লিবারেলরা। তারা কী করে? তারা দাবি করে যে সংগঠিত সিন্ডিকেটকে ধ্বংস করার সমাধান হলো সাধারণ মানুষ (যাদেরকে তারা লোভী ভোগবাদী বলে নিন্দা করে) কেবল এক বছর ধরে নিজেদের বাড়িতে উৎপাদিত পণ্য খাবে। এটা কি আপনার কাছে বাস্তবসম্মত বা টেকসই মনে হয়? না। এই বুদ্ধিজীবীরা যারা এই ধরনের কথাবার্তা ছড়ায় তারা নিজের উপর নির্ভরশীল অ্যানার্কো-প্রিমিটিভিস্ট নয়। তারা ব্যক্তিগত টেকসইহীন কাজের পক্ষে সম্মিলিত ন্যায়বিচারের মূল্যকে ছোট করে।

চলুন কথা বলি কীভাবে অগভীর অ্যান্টি-কনজিউমারিজম-এর কথাবার্তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এখন, আমি প্রথমে এই কথাটি বলে রাখি: চে গুয়েভারার মতো সমাজতান্ত্রিক আইকনদের ছবি ঘর্মাক্ত দোকানে উৎপাদিত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের টুপিও ঘর্মাক্ত দোকানে উৎপাদিত এবং বিক্রি হয়— তার মানে কি সমাজতন্ত্র একটি বুর্জোয়া আদর্শ? স্পষ্টতই, না, এমনকি একজন বোকাও এটা জানে। পুঁজিবাদ সমস্ত নান্দনিকতা এবং প্রতীককে আত্মস্থ করে। এটি জানা কথা। ধর্মীয় জিনিসপত্রও গণ-উৎপাদিত হয়। এখন কি সমস্ত মুসলমান জন্মগতভাবে ভোগবাদী এবং বুর্জোয়া হয়ে যায় কারণ কর্পোরেশনগুলো চাঁদ

এবং তারার চিহ্ন এবং Ottoman নান্দনিকতার সাথে পণ্য গণ-উৎপাদন করে এবং কিছু মুসলমান সেগুলো টাকা দিয়ে কেনে? স্পষ্টতই, না, আবারও! কিন্তু, কিছু বুদ্ধিজীবী কুত্তার বাচ্চারা এলজিবিটি সম্প্রদায়কে ভোগবাদী নরম-পুঁজিবাদী (একটি অর্থহীন শব্দ) হিসেবে অভিযুক্ত করে কারণ ঘর্মাক্ত দোকানে রংধনু পতাকাও তৈরি হয় এবং কিছু এলজিবিটি মানুষ এই গণ-উৎপাদিত পণ্যগুলো কেনে। তারা দাবি করে যে তারা পুরুষ দ্বারা পুরুষকে চুদাচুদি করার বিরোধী নয়, কিন্তু তারা বিভিন্ন "এলজিবিটি লেবেল"-এর বিরোধী, কারণ তারা দাবি করে যে লেবেলগুলো, এই পরিচয়গুলো পণ্য বিক্রির লক্ষ্যের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল, যা আবারও একটি মূর্খ দাবি। না, লেবেলগুলোর প্রয়োজন ছিল কারণ একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যারা তীব্র অবৈধতা এবং অধিকারহীনতার মুখোমুখি হয় (প্রায়শই যাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের অধিকারও অস্বীকার করা হয় যাতে তারা শ্রমীক হিসেবে গণ্য হওয়ার বদলে বেশ্যা ও অপরাধী হতে বাধ্য হয়), তাদের একে অপরের জন্য সংহতি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই পুঁজিবাদ সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানুষের পরিচয়কে পুঁজি করে, এটি গোটা দুনিয়ার সমস্ত পরিচয়কে পুঁজি করে — ধর্ম থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সব পরিচয়, এর মানে এই নয় যে এই পরিচয়গুলোর মানুষগুলো ‘‘বুর্জোয়া’’ হয়ে যায় বা এই পরিচয়গুলোর বেশিরভাগ মানুষ এই ধরনের পণ্য কেনে। সুতরাং একটি সম্প্রদায়কে বুর্জোয়া বলা, যখন তাদের বেশিরভাগই দরিদ্র এবং তারা শুধু গ্লোবাল সাউথেই নয়, পশ্চিমেও নিহত হয়, তা একটি ধূর্ত দুষ্ট কাজ।

যে ট্রান্সজেন্ডাররা তাদের লিঙ্গীয় অস্বস্তি কমানোর জন্য হরমোন নেয়, তাদেরকে এই পণ্ডিত বুদ্ধিজীবিরা "কঞ্জিউমারিস্ট" বলে নিন্দা করে, কেউ কেউ হরমোনাল ওষুধের উৎপাদনের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন অবিচারের কথা তুলে ধরে এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করে এবং এটিকে অপ্রাকৃতিক বলে ঘোষণা করে। অথচ পোলিও ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে গর্ভপাত থেকে

শুরু করে শারীরবিদ্যার জ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুরই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের অন্ধকার ইতিহাস আছে। এর মানে কি আপনি এই প্রযুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করবেন যা ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়েছে? আপনি কি ঠাণ্ডার জন্য ওষুধ বা আপনার চোখের জন্য চশমা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ অন্ধ মানুষরা আগে এই প্রযুক্তির নাগাল পেত না এবং তাই এটি এখন ব্যবহার করা অপ্রাকৃতিক? দ্বিতীয়ত, এমন ট্রান্সজেন্ডার মানুষ, রসায়নবিদ বা রাসায়নিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ আছে, যারা কর্পোরেশনের কাছ থেকে না কিনে নিজেদের হরমোন তৈরি করে। আমাকে বলুন, কর্পোরেট সংযোগ ছাড়াই তৈরি হরমোন নিয়ে কি আপনার সমস্যা নেই, নাকি আপনি মনে করেন যে সেই মানুষগুলোও "বিগ ফার্মার" দ্বারা "মগজধোলাই" হয়েছে যাতে আরও "পণ্য" বিক্রি করা যায় এবং তাই তারা নিন্দা পাওয়ার যোগ্য? আপনি কি কিউবার মতো lgbtবান্ধব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎপাদিত এস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরনের বিরোধী? নাকি আপনি মনে করেন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ট্রান্সজেন্ডাররাও বিগ ফার্মার দ্বারা মগজধোলাই খেয়েছে?

যেসব বুদ্ধিজীবী কুত্তারা বলে, "মানসিক থেরাপির বদলে হরমোন দিয়ে লিঙ্গীয় অস্বস্তির চিকিৎসা করা চিকিৎসা শিল্পের দ্বারা টাকা উপার্জনের জন্য উদ্ভাবিত একটি ধারণা", তারা সত্যিই হাস্যকর। আপনি কি মনে করেন যে থেরাপিস্টরা ট্রান্সজেন্ডারদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা ট্রান্সজেন্ডার নয়, তারা এর থেকে টাকা উপার্জন করবে না? অথবা আপনি কি মনে করেন যে একটি চিকিৎসা শিল্পের অস্তিত্ব তার দ্বারা উৎপাদিত প্রতিটি চিকিৎসার উপকরণকে অন্তর্নিহিতভাবে পুঁজিবাদী করে তোলে? যদি তা হয় তাহলে আপনার চশমা পরা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এছাড়াও, এটা মজার কারণ আমরা দেখেছি আপনারা শয়তানরা সামান্য মেয়েলি পুরুষ, ক্রসড্রেসার, হিজড়া এবং এমনকি হরমোন না নেওয়া ইন্টারসেক্স মানুষের সাথেও কেমন আচরণ করেন। তাদের প্রতি আপনারা

দয়ালু নন। অথবা যদি আপনারা সত্যিই দয়ালু হন, তবে আপনাদের দয়া শুধু ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং আপনারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে শিক্ষা এবং কাজ থেকে বঞ্চিত করে একই রকমভাবে নিপীড়িত রাখেন। কারণ তারা ঠিক আছে, যতক্ষণ তারা পতিতালয়ের গ্রামগুলোতে থাকে যেখানে আপনি একজন পর্যটক হিসেবে যেতে পারেন, আপনার ভদ্র সমাজকে কলঙ্কিত না করে।

এমন এক ধরনের বাংলাদেশি পণ্ডিত আছে যারা আদিবাসী মানুষের উপর বাঙালি উপনিবেশকরণ নিয়ে কিছু বলবে না পাছে সরকার তাদের লক্ষ্য করে এবং তারা পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বারা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে কিছু বলবে না পাছে তারা যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করছে তা তাদের বাতিল করে দেয়, কিন্তু তারা "এলজিবিটি+ মানুষরা পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি জঘন্য পণ্য" বলে মিথ্যা দাবি করে বাজে গবেষণা পত্র লিখবে যাতে সমস্ত এলজিবিটি+ মানুষকে সর্বত্র কলঙ্কিত করা যায়, যদিও পশ্চিমা দেশগুলোতে আনুপাতিক হারে অনেক গৃহহীন মানুষই এলজিবিটি+ মানুষ, যাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কারণ সেই বুদ্ধিজীবীরা জানে যে তারা এর থেকে খুব বেশি প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে না।

সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের কোনো "নরম" দিক নেই। এগুলো বাস্তব জিনিস যা বাস্তবে বস্তুগত প্রভাব ফেলে। "নরম সাম্রাজ্যবাদ" "নরম পুঁজিবাদ" হলো বাজে স্লোগান যা এই বুদ্ধিজীবী বোকারা ব্যবহার করে নান্দনিক যুদ্ধ খেলার জন্য, যার মধ্যে তারা এলজিবিটি মানুষদের সহ সবকিছুকে সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের উপাদান হিসেবে দেখায়। কারণ তাদের কাছে শক্ত সাম্রাজ্যবাদ আর শক্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য নেই।

এবং এইভাবে এই বুদ্ধিজীবীদের মুখে নারীবাদ একটি বিদেশী প্রচারণায় পরিণত হয়, এবং আদিবাসী অধিকার বিদেশী প্রচারণায় পরিণত হয়, এবং এলজিবিটি অধিকার বিদেশী প্রচারণায় পরিণত হয়।

যে বাংলাদেশিরা এলজিবিটি মানুষদেরকে "ইলুমিনাতি" বলে অভিযুক্ত করে, তারা অন্ধ সেজে থাকে যখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বিলিয়নিয়াররা আমেরিকায় অ্যান্টি-এলজিবিটি আইন পুনর্প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং Hobby Lobbyর মতো খ্রিস্টান কর্পোরেশনগুলো গ্লোবাল সাউথের রাজনীতিবিদদেরকে সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের আইন পাশ করার জন্য তহবিল দেয় এবং ঘুষ দেয়। এর কারণ হলো তারা এই বাজে কথায় বিশ্বাস করে না, তারা কেবল আমাদেরকে "ইলুমিনাতি" বলে অভিযুক্ত করে কারণ তারা তা করতে পারে এবং কেউ তাদের থামায় না। ইলুমিনাতি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বাংগু ক্ষুদ্র-বুর্জোয়াদের মধ্যে এত প্রচলিত কারণ তারা কিছ ধনী মানুষকে তাদের শত্রু হিসেবে দেখার মতো যথেষ্ট দরিদ্র, কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ন্যায্য মালিকানা না থাকার নিন্দা করার মতো যথেষ্ট দরিদ্র নয়। সেটা তাদের স্বার্থে আঘাত করবে। তারা জানে যে সিস্টেমে কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু তারা সিস্টেমের নিন্দা করবে না, কারণ তারা এই সিস্টেম থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়, এবং তাই তাদেরকে বাইরের শক্তিগুলোকে নিন্দা করতে হয়।

মস্তিষ্কহীন আবর্জনা-খেকোরা যারা "এলজিবিটি+ মানুষরা সাধারণত ধনী/উচ্চ মধ্যবিত্ত/শহুরে এবং তারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে না" এই ধরনের আবর্জনা বলে, তারা নিজেরাই ধনী/উচ্চ মধ্যবিত্ত হয়। তাদের ভুল ধারণাটি উদ্ভূত হয় এই কারণে যে তারা যেসন এলজিবিটি মানুষদেরকে চিনে তারা সবাই উচ্চ মধ্যবিত্ত/ধনী/শহুরে - কারণ তারা স্ট্রেইট-গে নির্বিশেষে কেবল ধনী এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং শহরের মানুষদেরকে চিনে — কেবল সেইসব মানুষদেরকে যারা তাদের মতোই একই সামাজিক বৃত্তে

বিদ্যমান। বাইরে যান এবং এমন বাজে কথা বলার পরিবর্তে আরও বেশি মানুষকে জানুন। মানুষ সত্যিই অবাক হয় যখন আমি বলি যে আমি গ্রামে বড় হয়েছি বা কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাইনি বা আমার জীবন সহজ ছিল না, এবং তারপর তারা আমার জীবনের একটি বাস্তব চিত্র পায়। আমার জীবন এখনও অনেকের তুলনায় সহজ, কিন্তু আমার চেয়েও আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থানে খারাপ অবস্থায় থাকা অনেক এলজিবিটি+ মানুষ আছে। সিস এবং স্ট্রেইট মানুষেরা যে সমস্ত অর্থনৈতিক বাধার মুখোমুখি হয়, এলজিবিটি+রাও হয়। বাংলাদেশি নব্য-সামন্তবাদী ছদ্ম-পুঁজিবাদবিরোধীরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তেমনই যত্নশীল যেমন একজন পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ তার বাধ্যগত স্ত্রী-এর প্রতি যত্নশীল, যার বাধ্যগততা সেই ক্ষুদ্র মর্যাদার একটি শর্ত।

বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদদের জন্য তাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার ধারণা হলো তাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদী পিতৃতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী আধিপত্যকে তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করা। কিন্তু সহিংসতার ব্যাপারটা হলো এটি একটি দ্বিমুখী রাস্তা— এবং যদি এটি না-ও হয়, আমি বিপরীত দিকে চলবো।

শূন্যতার মধ্যে প্রতীক দেখা

বাংলাদেশের সমকামী-বিদ্বেষীরা ইউনিকর্নের মূর্তি এবং কেকের সাজসজ্জার মধ্যে "এলজিবিটি প্রোপাগান্ডা" দেখতে পায়, কারণ তারা এটি দেখার সামর্থ্য রাখে। এটি তাদের জন্য একটি মজার সময় কাটানোর উপায়। যেমন, চোখের ছবি বা বিভিন্ন চিহ্নে ত্রিভুজ দেখলে “ইলুমিনাটি” বলে চিল্লানো।

এটি তাদের গভীর জ্ঞানের একটি মরীচিকা-ছবি দেয়, যার জন্য কোনো সত্যিকারের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আপনিও শার্লক হোমস হতে পারেন,

কোনো পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াই। আপনিও ইন্টারনেটে অন্যদের কাছ থেকে নৈতিক সততার জন্য বাহবা পেতে পারেন।

তাদের থামানোর একমাত্র উপায় হলো, তাদের বিরোধিতা করার জন্য বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট কিছু দেওয়া। আত্মপরিচয় গোপন করা থামিয়ে প্রকাশ্যে আসুন, এলজিবিটি বিয়ের অধিকারের জন্য লড়াই করুন। কোনো আপস নয়। সংস্কৃতি বা নৈতিকতা বা আদর্শের প্রতি কোনো আবেদন নয়। "আমরাও মানুষ" - এমন কোনো কথা নয়। "আমি মনে করি না সমকামী এবং রূপান্তরকামীদের সরাসরি হত্যা করা উচিত, তবে তাদের সোজা করার জন্য থেরাপি দেওয়া বা আইন নিজের হাতে তুলে হত্যা না করে সাংবিধানিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া উচিত" — এমন কোনো কথাও নয়।

এইসবের কোনো অর্থ নেই। আপনি নিশ্চুপ থাকলেও তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করবে। তাই তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু দিন, তাদের বাস্তব কিছু দিন বিরোধিতা করার জন্য। লড়াই করুন।

যতদিন বুদ্ধিজীবী মহল এই ধারণাটি ধরে রাখবে যে এলজিবিটি হিসেবে অভিযুক্ত হলেই মানুষ হত্যাযোগ্য হয় আর আন্দোলন নষ্ট হয়ে যায় বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এলজিবিটিফোবিয়ার বিরুদ্ধে না লড়ে সেই তকমাটির বৈধতা অস্বীকার করা উচিত — ততদিন ধর্মতান্ত্রিকরা মানুষকে এমনভাবে তকমা দিতেই থাকবে, কারণ তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না — বরং কেবল তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তাদের লক্ষ্যবস্তু ভুল।

সাংস্কৃতিক যুদ্ধ

বাংলাদেশে, দুই ধরনের সংস্কৃতির মুরুব্বী সাধারণ মানুষকে অন্যান্য সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। প্রথমটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদী, যারা বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতি উদযাপন করতে দেয়, কিন্তু পশ্চিমা এবং পূর্ব-এশীয় সংস্কৃতির উদযাপনের বিরুদ্ধে থাকে। অন্যটি, সংখ্যাগরিষ্ঠ-ধর্মতান্ত্রিক সংস্কৃতির মুরুব্বী, যারা কেবলমাত্র সেইসব মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের উৎসব উদযাপন করতে দেয় যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মটাকে অনুসরণ করে। সংখ্যাগুরু-ধর্মতান্ত্রিকরা বাঙালি সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘু ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত বলে নিন্দা করে। এবং তাই এটি তাদের মতে সংখ্যাগুরু ধর্মাবলম্বীদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, যা ধর্মবিরোধিতার সমতুল্য। যা একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিমা ও পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতিকে বাধা দেয়, এবং ধর্মতান্ত্রিকরা বাঙালি সংস্কৃতিকে বাধা দেয়, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে না। এবং তাই বাস্তবিকভাবে, এই দুই শক্তি আসলে একই, তারা একসাথে এমনভাবে কাজ করে যাতে সংখ্যাগুরু ধর্মাবলম্বীরা কেবলমাত্র সংখ্যাগুরু ধর্মতত্ত্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোই পালন করতে পারে।

যেই কারণে ডানপন্থীরা, তারা যে দেশেরই হোক না কেন- তাদের নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বের অংশ নয় এমন কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব এবং উদযাপনের বিরুদ্ধে সবসময় জোট বাঁধে, সেই কারণ হলো —সংস্কৃতি এবং উৎসব মানুষকে একত্রিত করে। সেই একত্রিত হওয়ার অনুভূতি স্বর্গীয়, সেই অনুভূতি স্বর্গীয় ধর্মতত্ত্বের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এর মানে কম গোঁড়ামি। এর মানে আপনি জনগণের এক অংশকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করতে অপর অংশ ব্যবহার করতে পারবেন না।

রক্ষণশীলদের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো তাতে বিশ্বাসী মানুষদের একত্রিত করে, সেই মানুষদের মধ্যে স্বর্গীয় নৈকট্যের অনুভূতি জাগায়, যখন তারা বাস্তবে অনুভব করছে অন্য মানুষজনদের সাথে সংযোগ এবং সম্প্রীতি। এবং যখন তারা রক্ষণশীলদের মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উৎসব থেকে অন্য মানুষজনদের সাথে সংযোগ এবং সম্প্রীতি অনুভব করে, তখন রক্ষণশীলদের ধর্মতত্ত্বের সাথে যুক্ত স্বর্গীয়-নৈকট্যের সেই অনুভূতি সাধারণ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। রক্ষণশীলরা সম্প্রীতির উপর একচেটিয়া অধিকার চায়। রক্ষণশীলরা আনন্দের উপর একচেটিয়া অধিকার চায়। তারা চায় এই জিনিসগুলো কেবল তখনই থাকুক, যখন তারা সামাজিক প্রকৌশলীর মাধ্যমে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আপনার খুশি। আপনার আনন্দ। আপনার শান্তি। আপনার উৎসবে কী থাকবে সেটার নিয়ন্ত্রণ। তারা আপনাকে প্যাভলভের কুকুরের মতো conditioning করতে চায়। আপনাকে লেজ নাড়াতে বাধ্য করতে চায়।

সাংস্কৃতিক যুদ্ধে হাতুড়ির আঘাত

হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়ে অন্যদের আলোচনায় একটি বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।
অতি-ডানপন্থী, যারা নিজেদেরকে ঐতিহ্যবাহী বলে দাবি করে— তাদেরকে একটি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়: যখন তারা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদেরকে পশ্চিমা উদ্ভাবন বলে নিন্দা করে, তখনও তারা হিজড়াদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারে না। আর তাই তারা ঘোষণা করে যে কেবল আন্তঃলিঙ্গ (ইন্টারসেক্স) মানুষরাই আসল হিজড়া। অথচ হিজড়া পরিচয়টি কিছু ইন্টারসেক্স মানুষ, কিছু ট্রান্স নারী এবং শুধুমাত্র হিজড়া হিসেবে পরিচয় দানকারী অনেক লোকদের মধ্যে বিস্তৃত, যারা নিজেদের

আন্তঃলিঙ্গ বা ট্রান্স নারী কোনটিই বলে না। সুতরাং, এই ডানপন্থীদের বয়ান অনুযায়ী ট্রান্স নারীরা হয়ে ওঠে ধূর্ত সমকামী পুরুষ যারা ট্রান্সজেন্ডারের লেবেল লাগিয়ে সমকামী এজেন্ডা চালাচ্ছে, আবার একইসাথে ট্রান্সজেন্ডাররাও ধূর্ত, যারা হিজড়ার লেবেল লাগিয়ে ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডা চালাচ্ছে। হাহাহাহাহা

নিরপেক্ষ-রাজনৈতিক মধ্যমপন্থীদের কাজ হলো জনসাধারণের মধ্যে হিজড়া পতিতাদের ও ভিক্ষুকদের নিয়ে
অভিযোগ করা— যা হিজড়া কমিউনিটির নেতাদেরকে মুখ সামলাতে এই দাবি করতে বাধ্য করে যে "ওগুলো নকল হিজড়া, শুধু টাকা উপার্জনের জন্য পুরুষেরা হিজড়া সাজে", এবং এভাবে "কেবল আন্তঃলিঙ্গরাই আসল হিজড়া" এই দাবিকেই আরও শক্তিশালী করে।

লজ্জিত-ডানপন্থী, যারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করে, তারা এলজিবিটি ইস্যু সামনে এলে হিজড়া পরিচয়কে অস্পষ্টভাবে সকল এলজিবিটি মানুষদের জন্য umbrella term হিসেবে ব্যবহার করে। তারা বলে যে তারা এই সমস্যাগুলোকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত উপায়ে সমাধান করতে চায়, আক্রান্ত মানুষদের প্রতি ‘‘সহানুভূতি’’ দেখিয়ে— এবং তারা প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে হিজড়াদেরকে কীভাবে সহ্য করা হতো সে বিষয়ে কথা বলা শুরু করে: খেয়াল করুন, তারা কিন্তু গর্বিত-ডানপন্থীদের "কেবল আন্তঃলিঙ্গরাই আসল হিজড়া" এই দাবিকে ভাঙে না — এই দাবিটি তাদের Yin এর জন্য Yang এর মতো— যেন তারা একটি সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে এলজিবিটি ইস্যু সমাধানের অস্পষ্ট দাবি করতে পারে: যা অই লোকদের দ্বারা "শুধুমাত্র আন্তঃলিঙ্গ মানুষদেরই অধিকার দেওয়া হবে" বলে ব্যাখ্যা করা যায়, যারা সেটাই বুঝতে চায়, এবং একইসাথে এলজিবিটি সম্প্রদায়কে ভাওতা দেয় একই কথা বলে।

দেখুন, তারা 'কটি' বা 'অনুর্বাণ' সম্পর্কে কথা বলে না। তারা শুধু অস্পষ্টভাবে dogwhistle দেয় যে একদিন হয়তো হিজড়াদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করা হবে। যার দ্বারা তাদের আসলে বোঝায়— সমাজ থেকে হিজড়াদেরকে নির্বাসিত ও আলাদা করে রাখা এবং মাঝে মধ্যে তাদেরকে কম মজুরির চাকরি করতে দেওয়া।

দেখেন, আপনি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ খেলতেই পারেন, আপনি সমকামীদেরকে "কটি" বা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষদেরকে "অনুর্বাণ" বলে ডাকতে পারেন সমকামী বা ট্রান্স এর বদলে। আপনি অবশ্য তা করবেন না, কারণ শেষমেশ আপনি এমনভাবে কাজ করবেন যেন হিজড়া পরিচয়ে শুধুমাত্র আন্তঃলিঙ্গ মানুষরাই আছে।

কয়েক বছর আগে, একজন ট্রান্সবিরোধী নারীবাদী শিক্ষিকা, আমাকে আত্মহত্যায় সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়ার পর এবং আমাকে বলার পর যে আমি রাস্তায় জন্মগত মহিলারা কীভাবে ইভ-টিজিং এর সম্মুখীন হয় তা বুঝি না (কারণ যেই সমাজের বেশিরভাগ মানুষ পতিতাবৃত্তি করে, আমি সেই সমাজের অংশ হিসাবে নিশ্চয়ই রুটিনমাফিক জোরপূর্বক সেক্সুয়ালাইজড হই না), তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তিনি শার্ট-প্যান্ট পরা শুরু করেন, তাহলে তিনি কি নিজেকে একজন পুরুষ বলে দাবি করতে পারবেন? তিনি উপেক্ষা করেছিলেন যে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষরা (অর্থাৎ, জন্মসূত্রে নারী কিন্তু পুরুষে রূপান্তরিত) বাংলাদেশী মিডিয়াতেও ভাল কভারেজ পায়— তাদের মাহফিলে মোল্লাদের সাথে কথা বলতে দেখা যায়। এই ধরণের নারীবাদীরা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে লাভবান হয়। যখন লোকেরা "ট্রান্সজেন্ডার"কে একটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তারা আসলে বোঝায় ট্রান্সজেন্ডার নারীদের, কারণ ট্রান্সজেন্ডার পুরুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে তারা আর ট্রান্স

নারীদেরকে ভিলেন হিসেবে দেখাতে "ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে" কথাটি ব্যবহার করতে পারবে না।

কিন্তু প্রশ্নটি, label গুলো ছাড়িয়ে, আপনি আমাদেরকে যে ভাষায়ই আখ্যায়িত করেন না কেন, সত্যিকার প্রশ্ন হলো— আপনি কি সমলিঙ্গের মানুষদেরকে বিয়ে করার অধিকার দেবেন?

যেহেতু আপনার দল bioessentialism খেলতে চায়।
যেহেতু এসব শব্দে এতসব সাংস্কৃতিক বোঝা আছে।
যদি আপনি দাবি করেন যে আমি একজন সমকামী পুরুষ যে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার দাবি করছে এবং ট্রান্সজেন্ডাররা হিজড়া হওয়ার দাবি করছে— তাহলে ঠিক আছে। আমি একজন সমকামী পুরুষই হই, যে দেখতে মেয়ের মতো। কিন্তু তারপর কি? আপনি যেও সাংস্কৃতিক পরিভাষাই ব্যবহার করতে চান না কেন।
আমাকে 'কটি' বা 'ঘেটুপুত্র' ডাকুন, যেহেতু আপনি এমন ভান করতে চান যেন সকল হিজড়াই খোজা বা আন্তঃলিঙ্গ— আপনি যদি সেই খেলা খেলতে চান, আমিও সেই খেলা খেলব।
আপনি যদি bioessentialist হতে চান, আমিও bioessentialist হব।
কারণ এইসব কথার শেষে, আপনি যখন দাবি করেন যে আপনি এইসব ইস্যুগুলো সাংস্কৃতিকভাবে সমাধান করবেন, সেইসব identity, label ছাড়িয়ে সহজ প্রশ্নটি হলো: "শেষমেশ কি একজন XX ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষ আরেকজন XX ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষকে বিয়ে করতে পারবে? একজন XY ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষ আরেকজন XY ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষকে বিয়ে করতে পারবে? একজন XX ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষ কি XY ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষের মতো বেশ দেখাতে পারবে কোন আইনী সমস্যা ছাড়াই? একজন XY ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষ কি XX ক্রোমোজোমযুক্ত মানুষের মতো বেশ দেখাতে পারবে কোন আইনী সমস্যা ছাড়াই?"

কারণ যদি উত্তর না হয়, এবং উত্তর না-ই হবে, কারণ আপনার অর্থহীন হাতখেচার অনুশীলনের পরেও, আমাদেরকে আমাদের বিয়ে বা civil union এর অধিকার দিতে শাসকগোষ্ঠীর কাছে কোনো ইতিবাচক incentive নাই— তাই আমি আপনাকে negative incentive দিতে এগিয়ে আসব। আপনি যদি আমাদের বিয়ের অধিকার দিয়ে কিছু লাভ না করেন, তবে আমি আপনাকে আমার অধিকারের না দেওয়ার কারণে ক্ষতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি সমকামী সম্পর্কের স্বীকৃতির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন, যখন আমার হাতুড়ি আপনার খুলির সাথে তার সম্পর্কের পূর্ণতা দান করবে।
হিংসাত্মক প্রতিরোধের এর লক্ষ্য হলো আসলে, culture war কে একটি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত দেওয়া। কারণ শেষে, পশ্চিমা এজেন্ট বা শয়তানের সন্তান হওয়ার ভুংভাং অভিযোগ আর বাস্তবে বজায় থাকে না, আগুনে ধুয়ে মুছে যায়।

আমার লক্ষ্য কুইয়ার সংস্কৃতিকে খুন করা

বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার লক্ষ্য হল কুইয়ার সংস্কৃতিকে ততটাই নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করা যতটা নিষ্ঠুরতা আমি কুইয়ারবিদ্বেষীদের জন্য নিজের মাঝে রাখি। এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা নিপীড়নের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবং তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটি তার নিপীড়নের পরিস্থিতিকে পুনঃউৎপাদন করে। এটি যেসব কুইয়াররা আইনি অগ্রগতি দাবি করে তাদেরকে টেনে নামিয়ে দেয়, তাদেরকে কুইয়ারদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতার ভুতুড়ে গল্প বলে। কুইয়ার সংস্কৃতি একটি স্ব-আরোপিত শাস্তি এবং অভিশাপ যা আমাদের পদদলিত করা রাজনীতিবিদ এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের উপর বিতরণ করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের উপর আঘাত করি।

এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা মাদকের ব্যবহার এবং পতিতাবৃত্তি/উপপত্নীবাদকে মহিমান্বিত করে, এটি এমন একটি সংস্কৃতি যা ট্রমা থেকে জন্মগ্রহণ করে যা এর বাসিন্দাদের আরও বেশি ট্রমাটাইজ করে।

এই সংস্কৃতি একটা রোগাক্রান্ত জিনিস, আমার কর্তব্য এটাকে ধ্বংস করা। আর আইনি এলজিবিটি অধিকারের অভাবে জন্ম নেওয়া এই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হল ঐ আইনি এলজিবিটি অধিকার অর্জন করা। আমি কেবল এলজিবিটি-র অবাধ স্বাধীনতার জন্য আইনি অধিকার চাই না, বরং কিছুটা হলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও চাই।

বর্তমানের কুইয়ার সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে চায় সবচাইতে বেশি কঞ্জার্ভেটিভ এবং ধনীরা, যাদের কাছে এই সম্প্রদায় দরিদ্র কুইয়ারদেরকে শোষণ করার শিকারভূমির মতো। আর তাই সমকামী আর ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের বেঁচে থাকার এবং উন্নতির জন্য, সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার সংস্কৃতিকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।

হিজড়া সম্প্রদায়ের তথাকথিত ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে

“ঔপনিবেশিক শাসনের আগে হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষরা সমাজে ভালো অবস্থানে ছিলেন, কারণ তারা কর সংগ্রাহকের কাজ করতেন”— এমনটা ভাবা অনেকটা মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইহুদিদের ভালো অবস্থানে ছিলেন ভাবার মতো, যখন তাদের অন্য কোনো জীবিকার সুযোগ না দিয়ে শুধু ব্যাংকিংয়ের কাজে বাধ্য করা হয়েছিল।

যখন রাষ্ট্র কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, তখন তাদের একটি বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আকর্ষণে পরিণত করে — যা কখনও পারিবারিক-বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে, আবার কখনও নিষিদ্ধ ও বহিরাগত উপায়ে উপস্থাপন করা হয়। সেই জনগোষ্ঠীকে দেখতে যাওয়া বা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অনুমতি দেওয়া যেন তাদের অত্যাচারীদের মানবতার এক "প্রমাণ" হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়টি আদিবাসী বা হিজড়া সম্প্রদায়ের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

একটি মতাদর্শ বা পরিচিতিকে যত বেশি একক ও অভিন্ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, দীর্ঘ মেয়াদে তার ভিত্তি তত বেশি নড়বড়ে হয়ে যায়। এটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় — যেকোনো ক্ষেত্রেই সত্য। আর তাই, মাজারগুলো ধ্বংস বা জেনট্রিফিকেশন করার মাধ্যমে ধর্মের এই এককীকরণের প্রক্রিয়া আরও বেড়ে গেছে।

হিজড়া পরিচয়টিও, যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন উপশ্রেণি রয়েছে, এখন একটি এককীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষজন এখন ঠিক করে দিতে চাইছে যে এর মধ্যে কী কী গ্রহণযোগ্য হবে, এবং একই সাথে তারা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে শুধু নির্দিষ্ট কিছু কণ্ঠস্বরকে বেছে নিচ্ছে যাদের তারা আদর্শগতভাবে সমর্থন করে, অথবা যাদের আদর্শগতভাবে তাদের সাথে মিলতে হবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

যেসব বাঙালি সামন্তবাদী মনে করে যে উভলিঙ্গ/লিঙ্গ-বিচিত্র শিশুরা তাদের পরিবারের সাথে বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষার সুযোগ নিয়ে বড় হওয়ার চেয়ে একটি শ্রেণিবদ্ধ কমিউনে ভালো থাকবে, যেখানে নেতা অধস্তনদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয় এবং যেখানে শিশুরা শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে — তারা চরম নির্বোধ। শুধুমাত্র মস্তিষ্কহীন বাঙালিরাই সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্ন করে দল বা গোষ্ঠী গঠনে বাধ্য করার জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

যদি ডানপন্থীরা সত্যিই (আমাদের মতো "ডিজেনারেট ট্রুনি ফ্যাগটদের" বদলে) হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তা করত, যেমনটা তারা বলে থাকে, তবে তারা জনসচেতনতামূলক প্রচার চালাত। এসব প্রচারে তারা বাবা-মাকে অনুরোধ করত যেন তারা তাদের হিজড়া সন্তানদের হিজড়া গোষ্ঠীর কাছে ফেলে না দিয়ে বরং নিজেরাই তাদের বড় করে তোলে — এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার পরিবর্তে যেখানে শ্রেণিবদ্ধ কম্যুনকেই একমাত্র বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ট্রান্সজেন্ডাররা, একই সাথে সুবিধাভোগী ও পতিত

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ছিলো বলে বাংলাদেশে নারীবাদ যেহেতু আগায় নাই, ; তেমনি কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আন্দোলনও আগায় নাই।

আমরা এক অদ্ভুত সময়ে আছি। এখানে হাতে গোনা কিছু শিক্ষিত রূপান্তরকামীকে ব্যবহার করে পুরো ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়কে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, তারা সুবিধাভোগী এবং তাদের কোনো সমস্যাই নেই। অথচ এই শিক্ষিত ট্রান্সজেন্ডাররাও প্রতিদিন নানা বাধা অতিক্রম করে। অন্যদিকে, সমাজের গরিব ট্রান্সজেন্ডার যারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভিক্ষা করে বা যৌনকর্মীর কাজ করে, তাদেরই আবার শ্রেণিবিদ্বেষীরা পতিত বা নোংরা হিসেবে তুলে ধরে — তাদের ভিক্ষাবৃত্তি এবং পতিতাবৃত্তিকে ব্যবহার করা হয় তাদের অবমাননা্য়।

ফলে আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছি, যেখানে কিছু মানুষের কাছে এই সম্প্রদায়টি একই সঙ্গে এতটাই সুবিধাভোগী ও উচ্চবিত্ত যে তাদের

কোনো অধিকারের প্রয়োজন নেই, আবার এতটাই "নীচু" ও "পতিত" যে তাদের অধিকার নিয়ে ভাবারও কিছু নেই।

সমকামী অধিকার ছাড়া ট্রান্সজেন্ডার অধিকার অসম্ভব

সমকামীদের আইনী অধিকার ছাড়া ট্রান্সজেন্ডারদের আইনী অধিকার থাকতে পারে না। কারণ, তা না হলে আমরা ইরানে যে পরিস্থিতি দেখি, সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে — যেখানে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত একটি ছাঁকনি প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ ট্রান্সজেন্ডার নারীদেরকে "সমকামী" হিসেবে নিন্দা করে শাস্তি দেওয়া হবে। "নকল হিজড়া এবং আসল হিজড়া"র যে মিথ্যা বিভাজন তৈরি হয়েছে, সেই একই বিভাজন আবার তৈরি হবে ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে। আমি এই আপস মেনে নিবো না। যদি আমরা এলজিবিটি অধিকারের জন্য লড়াই করি, তবে তা অবশ্যই সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার উভয়ের জন্যই করতে হবে।

লিবারেলদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দোহাই

"উদারপন্থীরা যখন বলে 'থার্ড জেন্ডাররা আমাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল,' তখন তাদের সংস্কৃতির অর্থ হলো তাদের শাসক শ্রেণির আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি। আর তাই তারা ঘোষণা করে যে তারা সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের আইনি বিয়ের অধিকার দিতে চায় না—বরং তারা শুধু চায় যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি, কারণ তাদের সামন্তবাদী সমাজে শাসক শ্রেণি ছাড়া অন্য কারো কোনো অধিকার ছিল না। তাই তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো অধিকারহীন সমকামী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাতে তারা বর্তমান শাসক শ্রেণি দ্বারাও শোষিত হতে পারে, ঠিক যেমন সামন্ত সমাজে অধিকারহীন বটম এবং হিজড়ারা সামন্ত প্রভুদের দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় বেঁচে থাকতে পারতো। তারা চায় 'ঘেটু পুত্র কমলা'র গল্প বারবার পুনরাবৃত্তি হোক। তারা আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিয়ের অধিকার দিতে চায় না।

তারা আমাদের জীবিত শরীরকে তাদের পিরামিডের চূড়া নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, যে পিরামিডের চূড়ায় তারা নিজেরা বাস করে।

প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটা কথা হলো, আপনি যেই দম্পতি বা সম্পর্কের কথা শুনবেন, সেটার মধ্যেই বিকৃত উপাদান থাকবে। যুদ্ধবন্দি উপপত্নী এবং জোরপূর্বক অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ ছিল খুবই সাধারণ। আপনি হয়তো বলতে পারেন, 'আপনি তাদেরকে আজকের দিনের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে পারেন না,' কিন্তু আমি শাসক এবং রাজাদের ওপর তাদের নিজেদের তৈরি এবং তাদের নিজেদের বেছে নেওয়া সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করার পক্ষপাতী নই। নিম্নশ্রেণীর ভালোবাসার কাহিনীর স্মারকগুলো সংরক্ষিত হয়নি, তাই আমরা তা দেখতে পাই না, জানতে পারি না। সেই নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সমকামী হোক বা বিষমকামী।

এবং এখানেই সমকামীরা ঐতিহাসিক 'দম্পতিদের' যেভাবে দেখে, তা আগ্রহোদ্দীপক হয়ে ওঠে। সমকামীরা দুটি অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যা এর সাথে প্রাসঙ্গিক:

১) তারা আধুনিক যুগের আগে অস্তিত্বে ছিলো না—এই মিথ্যা অভিযোগ।

২) তাদের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক নথি না থাকা মানে তারা আধুনিককালের আবিষ্কার, যার অর্থ তারা সবাই বিকৃত, অধঃপতিত অদ্ভুত মানুষ, যাদের সম্পর্কে 'বিশুদ্ধ রোমান্স' বিকশিত হতে পারে না—এই মিথ্যা অভিযোগ।

প্রথম অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমকামীরা পুরুষ/পুরুষ, নারী/নারী দম্পতি এবং লিঙ্গবৈচিত্রের মানুষদের ঐতিহাসিক নথির দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু এই পদ্ধতিটি দ্বিতীয় অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিপন্থী, যা তাদের এই লড়াইয়ে উৎসাহিত করেছিল।

কারণ বিষমকামীদের তাদের অতীত অস্তিত্ব প্রমাণ করার বোঝা বহন করতে হয় না। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিষমকামী দম্পতিরা প্রাচীনকালেও বিদ্যমান ছিল, এমনকি বিস্তারিত ঐতিহাসিক নথি না থাকলেও এটা স্পষ্ট। কিন্তু শাসক শ্রেণির বিষমকামী সম্পর্কের মতোই সমকামী সম্পর্কের নথিও প্রধানত টিকে আছে অই শাসক শ্রেনিরই। আর হঠাৎ করেই ধর্মান্ধরা শাসক শ্রেণির সমকামীদের নথি ব্যবহার করে তাদের নিপীড়ক হিসেবে চিত্রিত করে।

আর অবশ্যই, ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা জঘন্য কাজ করে, এবং তাদের করা জঘন্য কাজগুলো তাদের সঙ্গীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু যখন একজন বিষমকামী ঐতিহাসিক স্বামী তার অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌন দাসীকে নির্যাতন করে, তখন তা বিষমকামীদের কলঙ্কিত করে না। অথচ যখন সে একজন যৌন দাস ছেলেকে নির্যাতন করে, তখন তা সমকামীদের কলঙ্কিত করে। নীরো যখন তার গর্ভবতী স্ত্রীকে লাথি মেরে হত্যা করেছিল, তখন সেটা বিষমকামীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সমস্যা হলো, তার সময়ে সমকামীদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে মানুষ তাকে আর স্পোরাসকে উল্লেখ করে। কিন্তু স্পোরাস সেই বন্দি ছেলেটির নাম ছিল না, নীরো তাকে যে নামটি দিয়েছিল তার অর্থ ছিল 'বীর্য', এবং সে যে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হওয়ার দৃশ্য এড়াতে আত্মহত্যা করেছিল, সেখানে কোনো রোমান্টিকতার সুযোগ নেই।

আর হঠাৎ করেই দ্বিতীয় অভিযোগটি প্রথম অভিযোগকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টার মধ্যে তার শিকড় খুঁজে পায়, কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাতে আপনি শাসকদের দিকে ফিরে তাকান, আর শাসকরা কখন জঘন্য শয়তান ছিল না?

এই আত্মঘাতী বিতর্কের পথে না হেঁটে, যুক্তিটিকে সরাসরি মারামারিতে নিয়ে গিয়ে আপনার সময় বাঁচান। ইতিহাসে কোনো বিতর্কে জেতার জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক উপায় হবে।

প্রত্যেক শাসক শ্রেণির লোকই দুষ্ট। আমি আমার বর্তমান অস্তিত্বকে তোর মতো সামন্ততান্ত্রিক, শিশু-ধর্ষণকারী, ধর্মতান্ত্রিক কীটদের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলব না, কারণ তুই মনে করোস সেটাই তোর সংস্কৃতি। তোর সংস্কৃতি নিজের কাছেই রাখ, শুয়োরের দল। আমাকে বিয়ের অধিকার দে।

সামন্ততান্ত্রিক উত্তর-আধুনিক **lgbt ally**দের নিয়ে একটু মশকরা

যেহেতু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এখন বলছেন— "আমরা তো এলজিবিটিদের ঘৃণা করি না, কিন্তু তাদের বিয়ের অধিকার তো পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি; আমরা তাদের সমস্যা আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে সমাধান করব"— এবং যেহেতু বিবাহ-অধিকার ভাড়াবাড়ি পাওয়া, অস্ত্রোপচারের জন্য পারিবারিক সম্মতি, দাফন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি বহু জীবনরক্ষাকারী প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয়, তাই বিয়ের অধিকার দেওয়ার পরিবর্তে আমি সমঝোতার আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে আসছি, যা আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ!

অধিকার হবে প্রাপ্তবয়স্ক এলজিবিটি বটমদের স্বেচ্ছায় যৌন-দাসত্বের অধিকার। আমাদের দেশে তো পুরুষ জমিদারদের পুরুষ যৌনদাস রাখার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আধুনিক কালে, আমার প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক টপ পুরুষকে সরকারি কাগজপত্রে "জমিদার-মালিক" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক বটম পুরুষকে বলা হবে "ঘেটুপুত্র-দাস"— "স্বামী ও স্বামী" বলার পরিবর্তে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ে বা সিভিল ইউনিয়নের সমতুল্য হবে (বটম দাসরা নির্যাতিত হলেও তালাক দেওয়ার অধিকার পাবে না, কারণ তা আমাদের পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাবে; তাদেরকে কেবল তাদের জমিদার-মালিকই ত্যাগ করতে পারবে)। ফলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলিতে অন্তত "পারিবারিক সম্মতি" পাওয়া যাবে, আর ব্যাংক ও বাড়িওয়ালাদের কাছে দাম্পত্য স্বীকৃতি থাকবে— যদিও আমরা একে বিয়ে বলব না।

একইসাথে, যেন এই ধরনের সম্পর্ক খুব জনপ্রিয় না হয়ে ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যাতে ঘেটুপুত্র-বটম-দাসের জিহ্বা ও হাত-পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো মালিক জমিদার-কর্তা নিজ হাতে ছুরি দিয়ে কেটে দেয়— কোনো রকম অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই— এবং এই রক্তাক্ত রিচুয়াল সম্পন্ন করলেই তাদের সম্পর্ক কাজি অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত হবে।

এতে আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষিত থাকবে, পাশ্চাত্যের অধঃপতনের কোনো সুযোগ থাকবে না, তবে সমকামী দম্পতিদের জন্য কিছুটা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে— পতিতাবৃত্তির চেয়ে বেশি স্থিতিশীল একটি সামাজিকভাবে প্রকৌশলিত ভবিষ্যৎের সুযোগ তারা পাবে। একই সাথে, আলফা পুরুষদের অহংকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, কারণ বটম সমকামী দাসরা সাধারণ পুরুষ ও নারীদের চেয়েও আইনি দিক থেকে হীন থাকবে। আর অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণা বেশিরভাগ মানুষকে এমন জীবনযাপন থেকে দূরে রাখবে, ফলে জাতীয় জন্মহারও তেমন কমবে না!

প্রজননবাদ, ধর্ষণ এবং কুইয়ার ভিকটিম:

বাংলাদেশে বৈবাহিক ধর্ষণ আইনত বৈধ। আপনি যদি একজন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সিস-হেটেরোসেক্সুয়াল ব্যক্তি হন, তাহলে আপনার বিবাহিত সঙ্গীর

দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আপনার জন্য অপরিচিত কারো হাতে ধর্ষণের শিকার হওয়ার চেয়ে বেশি এবং এক্ষেত্রে আপনার ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। বৈধ বৈবাহিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন না থাকার কারণ হলো, কোনো নারী বিবাহের আগে ধর্ষিত হলে বাংলাদেশীরা সেই ঘটনাকে তার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখে না। বরং তাকে তার বাবার সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয়, এই ঘটনার পর যার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে, একজন বিবাহিত নারী যদি তার স্বামী ব্যতীত অন্য কারো হাতে ধর্ষিত হন, তাহলে সেই সম্পত্তির মূল্যহ্রাসের শিকার হন তার স্বামী। তাই সেই ঘটনাটিকে পুরুষ-ক্ষতির কারণে মর্মান্তিক বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তখন কোনো সম্পত্তির মূল্যহ্রাস ঘটে না এবং তাই এটিকে মর্মান্তিক বলে মনে করা হয় না। একই কারণে পুরুষ ধর্ষণকেও গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় না। কারণ যে পুরুষ নিজের সুরক্ষায় অক্ষম, সে পুরুষ বা নারীর হাতে ধর্ষিত হলেও তাকে মূল্যবান বলে মনে করা হয় না। একইভাবে, ট্রান্সজেন্ডার নারীরা — যেহেতু বিবাহের অধিকার না থাকায় সম্পত্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় না বা ট্রান্স পুরুষদের ক্ষেত্রে বিবাহ দ্বারা কাউকে সম্পত্তি বানানোর সুযোগ নাই, তাই তারাও এই প্রেক্ষাপটে ভিকটিম হিসেবে কোনো গুরুত্ব পায় না। তাদের মূল্য সম্পত্তি থেকে কিছুটা কম, একপ্রকার প্লাস্টিকের খেলনার মতো। মাদ্রাসায় ধর্ষণের ঘটনাগুলি লিবারেলরা শিশু ভিকটিমদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে আলোচনা করে না, বরং এই ঘটনাগুলিকে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ‘সমকামী’ বলে হেয় করার একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে (শিশু নিপীড়ন বা ধর্ষণ হিসেবে নয়, লিবারেল মহলে এই আলোচনা সবসময় পুরুষ-থেকে-পুরুষ দিকটির ওপর আলোকপাত করে, কারণ আবারো, তাদের জন্য ট্র্যাজেডিটি ভিক্টিমদের ওপর দিয়ে যাওয়া অত্যাচারের কারণে ট্র্যাজেডি নয়, বরং সমকামিতার ট্যাবু বা নিষিদ্ধ জিনিসের কারণে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডি)।

রাষ্ট্র, পুঁজি এবং শোসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বজায়ে ব্যবহৃত যেকোনো ধর্মতত্ত্ব এমন একটি মতাদর্শ, যা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে এবং মানুষকে সম্পদ হিসেবে দেখা ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখতে সক্ষম নয়। এই মতাদর্শটি রোমান্সকে ঘৃণা করে, কারণ তারা রোমান্সকে শুধু সন্তান জন্মদানের একটি বাতিলযোগ্য ভূমিকা হিসেবে দেখে, যাতে আরও বেশি শ্রমিক এবং সৈনিক পাওয়া যায়। এমনকি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শ্রমিক এবং সৈনিক থাকলেও তারা আরও ভবিষ্যতের শ্রমিক এবং সৈনিক জন্ম দেওয়ার দাবি জানায়, কারণ প্রয়োজনের বেশি শ্রমিক-সরবরাহ থাকা মানে তাদেরকে কম মজুরি দেওয়া। তাই রোমান্স তাদের কাছে মুনাফার পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি প্রতিকূলতা মাত্র। বিবাহ হয়ে যায় রোমান্সের পরিণতি হিসেবে কোনো সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যম নয়, বরং এমন একটি ব্যবস্থা, যা রোমান্সকে নির্মূল করে সরাসরি সন্তান জন্মদানের দিকে মানুষকে চালিত করতে সহায়তা করে। বাল্যবিবাহ শিশু-উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে, তাই তারা এটিকে উৎসাহের সাথে সমর্থন করে। এলজিবিটি সম্পর্ককে সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতার কারণে খারাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর যে নারীরা বন্ধ্যাত্বের কারণে সন্তান জন্ম দিতে পারে না, তাদেরকে পরজীবী হিসেবে গণ্য করা হয়। হোমোফোবিয়া এবং ট্রান্সফোবিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো আমাদের সম্পর্কগুলো সন্তান জন্মদানের দিকে পরিচালিত হয় না, যা শাসকগোষ্ঠীর কাছে লাভজনক নয়, কারণ তারা শ্রমিকদের উচ্চ-সরবরাহের সুযোগে তাদেরকে কম মজুরি দিয়ে একটি বেকার শ্রমশক্তি চায়। এবং এই দমন-নিপীড়নের প্রভাব শেষ পর্যন্ত শুধু এলজিবিটিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এলজিবিটিদের দমন করতে ব্যবহৃত এই প্রো-নাটালিস্ট মতাদর্শটি বন্ধ্যা জন্মগত-নারীদের অত্যাচার করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই নরমাংস ভক্ষণ কখনো শেষ হয় না।

লিবারেলরা এলজিবিটি মানুষদেরকে বলে, "কেন আপনারা নিজেদের গোপন রেখে চুপচাপ থাকতে পারেন না, কেন আইনি স্বীকৃতির দাবি করছেন?" তাদের প্রচারকৃত এই গোপনীয়তা ও ভয়ের সংস্কৃতিতে কী জন্ম নেয়? সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রেডেটরি/নির্যাতনকারী মানুষজন থাকে। একজন জন্মগত-নারী যদি তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হন, তিনি অন্তত তার পরিবারের কাছে যেতে পারেন। প্রায়শই পরিবার তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে বা তাকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলবে, তবুও অন্তত কিছু মানুষের সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ থাকে। তিনি অন্তত কারও কাছে তার মনের কথা খুলে বলতে পারেন। কিন্তু একজন সমকামী পুরুষ যখন তার প্রেমিকের দ্বারা নির্যাতিত হন তখন কী ঘটে? এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তিনি তার পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পারেন না। যদি তার প্রেমিকটি বিশেষভাবে হিংস্র, নিয়ন্ত্রণকারী বা স্টকার টাইপের হয়, তাহলে তিনি কর্তৃপক্ষকে কোনো রিপোর্টও করতে পারেন না। কারণ তা করলে তিনি নিজেই নিজেকে ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করবেন। তার জন্য কোনো সমর্থনকারী নেটওয়ার্ক নেই।

এলজিবিটিদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো এই গোপন থাকার বিষয়টি। আর লিবারেলরা এই অবস্থাকেই জিইয়ে রাখতে চায়। কারণ তারা পর্যটকের মতো যখন ইচ্ছা যাকে খুশি নির্যাতন করে পার পেয়ে যেতে পারে, কোনো রকম কন্সেকুয়েন্স ছাড়াই।

এলজিবিটিরা তাদের সঙ্গীর হাতে নির্যাতিত হওয়ার বিষয়ে আরেকটা কারণে কথা বলতে পারে না, কারণ সিস-হেট ডানপন্থীরা তখন সব এলজিবিটিদেরই নির্যাতনকারী হিসেবে চিত্রিত করে। যেমন, এক ট্রান্সজেন্ডার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে এক প্রাপ্তবয়স্ক জন্মগত পুরুষ দ্বারা কয়েক বছর ধরে বন্দি ও ধর্ষিত/নির্যাতিত হয়েছিল। যখন এই ঘটনাটি সামনে আসে, ডানপন্থীরা এটিকে "ট্রান্সজেন্ডার আইডিওলজি"র দোষ হিসেবে উপস্থাপন করে, কারণ ভিক্টিম একজন ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে ছিলো। আপনার

নির্যাতনের ঘটনাগুলোও যখন আপনার সম্প্রদায়কে দানব হিসেবে মিডিয়ায় তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আপনি কীভাবে সাপোর্ট চাইবেন? কারণ এক্ষেত্রে শুধু আপনিই ভিক্টিম-ব্লেমিংয়ের শিকার হবেন না, আপনার পুরো সম্প্রদায়কে দানব হিসেবে চিত্রিত করা হবে। তারা শুধু বলবে না যে, আপনি, ভুক্তভোগী হিসেবে, আপনার ট্রমার জন্য দায়ী, বরং তারা বলবে আপনার পুরো সম্প্রদায়ই প্রেডেটরি, এবং ফলস্বরূপ আপনিও একজন প্রেডেটর। এসব কারণেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যার হার এত বেশি। তারা শুধু ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করে না, তারা ভুক্তভোগীকে প্রেডেটরি হিসেবে চিহ্নিত করে।

যে বাংলাদেশি ডানপন্থী পপুলিস্টরা মনে করে তারা তাদের জীবনে যত বেশি সম্ভব সন্তান জন্ম দিয়ে কোনো এক বিপ্লব কায়েম করবে, তারা বুঝতে পারে না যে আধুনিক যুদ্ধ জনসংখ্যা বা পুরুষত্বের সাহসের ওপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের খেলা এখন আর তরবারি না, পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে হয়। পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীরা আপনার শিশুদের হত্যা করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববে না, তারা সংখ্যায় ১২ জন হোক বা ১২ লাখ হোক, দুর্ভিক্ষ আর আগুন দিয়ে তাদের মেরে ফেলবে। যেকোনো ধরনের বড় আকারের সত্যিকারের সংগ্রামী আন্দোলন সফল হতে পারে একমাত্র যদি এর পেছনে ব্যাপক বৈশ্বিক শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন থাকে, কিন্তু আপনি আপনার নিজের দেশের নারী শ্রমিক শ্রেণীর দিকেই নাক সিটকিয়ে তাকান, তাই সেই সমর্থন আপনি পাবেন না। (অবশ্য, তারা মনে করে ভবিষ্যতের বিশ্বে একটি ইএমপি ইভেন্ট ঘটবে, যা বৈদ্যুতিকভাবে পরিচালিত অস্ত্রকে অকেজো করে দেবে, তাই তারা মনে করে সেটাই তাদের জ্বলে ওঠার সময় হবে এবং তারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যবহার করে সরল-সোজা যুবকদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়াই সন্তান জন্ম দিতে প্ররোচিত করতে। এই প্রযুক্তি বিলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল পশ্চিমের

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পর, যখন কেবল জনবল দিয়ে যুদ্ধ জেতা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল— যাতে যুদ্ধ প্রযুক্তির অগ্রসরের পরও, ধর্ষণ-ক্যাম্প এবং নারীদেরকে গর্ভদানের-মেশিন হিসেবে ব্যবহার করাকে ধার্মিক ন্যায্যতা দেওয়া যায় এবং ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীদের অধিকার অস্বীকার করা যায়। তারা পিতৃতন্ত্রের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, তারা প্রযুক্তিগত বিলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে কারণ তারা বর্তমান বিশ্বে তাদের অস্তিত্বের ন্যায্যতা অন্যথায় দিতে পারে না। যখন শুধু জনবল দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না, তখন তাদের জন্য জোরপূর্বক প্রজনন এবং নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তাদের জন্য এমন একটি ভবিষ্যৎ প্রয়োজন যা এই কার্যক্রমগুলিকে ন্যায্যতা দান করবে।)

বাংলাদেশের বিদ্যমান কুইয়ার আন্দোলন প্রসঙ্গে:

বাংলাদেশের দরিদ্র এলজিবিটি মানুষদেরকে প্রথমেই টিকে থাকতে হয়। মধ্যবিত্ত এলজিবিটি মানুষরা অধিকার চাওয়ার পরিবর্তে "গ্রহণযোগ্যতা," "সহনশীলতা," এবং তাদের "মানবতার" "স্বীকৃতি"র মতো অনির্ধারিত কিছু জিনিসের জন্য করুণ চোখে তাকানো ছোট্ট কুকুরছানার মতো তাকায়। আর ধনী এলজিবিটি মানুষরা, সকল ধনীর মতো, এতটাই অবক্ষয়গ্রস্ত যে এই আন্দোলনে কোনো অবদান রাখতে পারে না। বেশিরভাগ এলজিবিটি মানুষ এতই ভীতু যে তারা 'ক্লোজেট' থেকে বের হতে চায় না। আর বিগফুট বা ইয়েতির মতো একটি অদৃশ্য জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার চাইতে পারে না। আর যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মরতে বা মারতে প্রস্তুত নয়, তারা হয়তো সফল হওয়ার যোগ্যও নয়। যারা ক্লোজেট থেকে বের হয়, তারা এতটাই মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত যে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভূ-রাজনীতি নিয়ে কু-মতামত প্রকাশে ব্যস্ত থাকে অথবা অন্য এলজিবিটি পরিচয়গুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় (সমকামীদের বিরুদ্ধে ট্রান্সরা, ট্রান্সদের বিরুদ্ধে সমকামীরা, ট্রান্সদের বিরুদ্ধে হিজরারা, হিজরাদের দ্বন্দ্বে থাকা গ্রুপগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে) যেনো বলতে,

"প্লিজ, আমি এদের মতো নই, আমি ভালো, আমাকে ছেড়ে দিন" — ঘাতকদের কাছে করুণা ভিক্ষা করে

যেসব বাংলাদেশি অ-কুইয়ার প্রগতিশীলরা নিজেরাই পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত, তারা এলজিবিটি মানুষদের ওপর বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার ভার চাপিয়ে দেয়। দরিদ্র এলজিবিটি মানুষ যখন বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়, পড়ালেখা এবং চাকরি হারায়— তখন তারা হাত কচলে চিন্তা করে যে সমকামিতার "ধারণা" বাঙালি কি না, একজন পুরুষের আরেকজন পুরুষকে ভালোবাসা—বা একজন নারীর আরেকজন নারীকে ভালোবাসা—খুব বেশি পশ্চিমা কি না, অথবা রোমান্টিক ভালোবাসার ধারণাটাই তাদের জন্য খুব বেশি পশ্চিমা কি না। যখন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ এবং নারীরা জেন্ডার ডিসফোরিয়া মোকাবেলা করার জন্য হরমোন থেরাপি নিতে চায়, তখন তারা পুঁজিবাদ এবং ভোগবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এমন ভান করে যেন এই বিষয়গুলো ট্রানজিশন-সম্পর্কিত ওষুধ ছাড়াও অন্য কোনো ওষুধের ওপর প্রভাব ফেলে না। যারা নিজেরা নিজেদের ওষুধ তৈরি করে, সেই সব ট্রান্সজেন্ডার মানুষ তাদের কাছে অস্তিত্বহীন। এই বুদ্ধিজীবীরা কুইয়ার মানুষদের নিয়ে ভাবে না, তারা সংস্কৃতি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ঢাকার কুইয়ার সম্প্রদায়ের স্ব-ঘোষিত "নেতারা" যথাসম্ভব নীরব ও গোপনে থাকেন এবং যখনই কোনো মিত্র বা তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সদস্যরা অধিকারের জন্য কথা তোলেন, তখন তারা তাদের ওপর বুলিং করে এবং নিজেদের জ্যেষ্ঠতা জাহির করে তাদের চুপ করিয়ে দেন। এদের মতো এত করুণ ও কাপুরুষ মানুষ খুব কমই আছে। যখন মিত্ররা অধিকার দাবি করে, তখন তারা বলে "সিস-হেটদের আমাদের হয়ে কথা বলা উচিত নয়", আর যখন অন্য এলজিবিটি মানুষরা অধিকার দাবি করে, তখন তারা বলে যে "আপনি প্রিভিলিজড, প্রান্তিক কুইয়ারদেরকে আপনি আরো বিপদে ঠেলে দিচ্ছেন।"

যেসব "সিনিয়র কুইয়ার নেতারা" এখনো জীবিত ও সুস্থ আছেন, তাদের জুলহাজ মান্নানের মৃত্যুকে নিজেদের কাপুরুষতা ও অন্যদের মধ্যে সেই কাপুরুষতা ছড়িয়ে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করা উচিত।

বিশ্বজুড়ে অধিকারকর্মীরা নিহত হন, কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন দেওয়ার একটি সচেতন সিদ্ধান্ত ও পছন্দ গ্রহণ করেন। এটি তাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রকাশ। আপনি অন্যদের কণ্ঠরোধ করতে পারেন না, কারণ রক্ষণশীলদের কাছ থেকে অনলাইনে আসা প্রতিক্রিয়া দেখে আপনার সামান্য অনুভূতিতে আঘাত লাগে। কারণ আবারও বলছি, কুইয়াররা এই বর্তমান ব্যবস্থার কারণে এখনো মারা যাচ্ছে— হয় আত্মহত্যায় না হয় ধুকেধুকে, আর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার ফলে সৃষ্ট ডানপন্থী প্রতিক্রিয়া, যা নিতান্তই একটি প্রয়োজন, তুলনামূলকভাবে নগণ্য। বাংলাদেশি এলজিবিটি বুদ্ধিজীবীরা গোপন থাকেন, কখনো অধিকার দাবি করেন না এবং নিজেদের ক্লোজেট থেকে বের হওয়ার চেষ্টা না করেই ধরে নেন যে সামাজিক মূল্যবোধ একটি বিশাল ও অজেয় বাধা। সামাজিক মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া এবং এলজিবিটিদের ওপর সহিংসতার হাতে গোনা কয়েকটি সংবাদ দেখে তারা প্রায় স্থির হয়ে যান এবং ধরে নেন যে শুধু "শহুরে এলিট লিবারেল মহল" এলজিবিটিদের গ্রহণ করে, কারণ তারা এর বাইরের কারও সঙ্গে কখনও মিশে দেখেনি। যখন মানুষ এলজিবিটি অধিকার চায়, তখন তারা বলে যে আইনের চেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আইনি পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এভাবেই তারা স্থবির স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। এই মানুষগুলো নিজেদের তৈরি করা খাঁচায় বাস করে। এবং না, আমি জুলহাজ বা তার প্রেমিকের মৃত্যু নিয়ে কোনো পরোয়া করি না। তাদের মৃত্যুর পর থেকে এলজিবিটি-বান্ধব আইন আছে এমন দেশে আরও অনেক কুইয়ারদেরকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে আইনি অধিকারের অভাবে ভবিষ্যতের

অনিশ্চয়তার কারণে আরও অনেক কুইয়ার আত্মহত্যা করেছে বা মাদকের অভারডোজে মারা গিয়েছে। সমাজে অধিকারবিহীন এবং এর ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতাবিহীন জনগোষ্ঠীর তরুণ তরুণীরা দুইদিকে যায়। হয় তারা রাজনৈতিকভাবে র‍্যাডিকালাইজড হইয়া অধিকারের সংগ্রামে যোগ দেয় — নাহয় তারা আশাহীন হয়ে ভবিষ্যতের কোনো আলো না দেখে হ্যাডোনিজমের জালে আটকাইয়া ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে অল্প বয়সে অভারডোজে মারা যায়। পারভেজ আলমের মতো লোকেরা lgbtদের রাজনৈতিকরণ চায় না — কারণ রাজনৈতিকরণ মানে lgbt কমিউনিটিতে সেই ড্রাগ এডিকশনের সমাহার কমে যাওয়া। তরুণ তরুণীদের অবশ্য ড্রাগ এডিক্টেড হলে গ্রুমিংও সহজে করা যায়। নন্সেরা নন্সামি করতে যেদিকে সুবিধা অইদিকের গানই গাইবে।

আপনি একটি নিখুঁত সমাজ তৈরি করতে পারেন না, আপনার যে সমাজ আছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনকানুন তৈরি করতে পারেন।

ধনী **lgbt**দের নিয়ে আরও কিছু কথা**:**

যখন ধনী এলজিবিটি মানুষদের কথা আসে, তখন যারা নিজেদের ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তাদের বাস্তবতা তাদের চেয়ে ভিন্ন যারা কেবল তাদের পিতামাতার ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার কাতারে আছে। আমার মনে হয়, সে প্রথম টাইপ, যারা নিজের ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে — তারা প্রায়শই এক পচা মানুষরূপি শূন্য চামড়ার খোলসে পরিণত হয় যারা নিম্নবিত্ত এলজিবিটি মানুষদের শোষণ করে এবং তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তবে, দ্বিতীয় ধরনের এলজিবিটি মানুষ, যাদের পিতামাতা ধনী, কিন্তু যারা এখনও তাদের পিতামাতার ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে না এবং হয়তো কখনও করবেও না — তাদের জীবনের উপর তাদের পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষদের চাইতে বেশি থাকে, যদি তাদের পিতামাতা কঞ্জার্ভেটিভ হয়।

আমার ক্ষেত্রে, যখন আমার আত্মীয় বা পরিবারের সদস্যরা আমার কোনো কাজে দ্বিমত পোষণ করে, তখন আমি কেবল আমার ইচ্ছাশক্তি আর গায়ের জোর দিয়েই নিজের দিকটা আদায় করে নিই। বড়জোড় তারা যা করতে পারে তা হলো আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু ধনী সন্তানদের জন্য, তাদের পিতামাতা বা আত্মীয়রা এর চেয়েও খারাপ কিছু করতে পারে, কারণ তাদের কাছে আরো ক্ষতি করার জন্য প্রয়োজনীয় ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা আছে। যদি কোনো ধনী কুইয়ার ধরা পড়ে যায়, তাদের পরিবার পেশাদার লোক ভাড়া করে জোর করে তাদেরকে মানসিক হাসপাতালে পাঠায়ে বন্দী অবস্থায় ড্রাগফ্রাগ দিয়ে ভেজেটেটিব স্টেটে রেখে দিতে পারে। নিম্নবিত্ত কুইয়ার পরিবারগুলির তাদের সন্তানদের উপর কম ক্ষমতা থাকে, কারণ তাদের ধনসম্পদ কম। আমার পরিবার বা আত্মীয়রা এমন কোনো ঘরে আমাকে বন্দি করতে পারবে না যা থেকে আমি কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে ভেঙে বের হতে পারব না। কিন্তু অতি-ধনবান পরিবারের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। আপনি যত ধনী, আপনার চারপাশের মানুষদের জন্য তত শ্বাসরুদ্ধকর শক্তিশালী খাঁচা আপনি তৈরি করতে পারেন। এমনকি সন্তানরা যদি তাদের ধনী অত্যাচারী পরিবার থেকে পালিয়েও যায়, তাদের অত্যাচারীরা সাধারণ পরিবারদের চেয়ে তাদেরকে সহজে খুঁজে বের করার জন্য আরো বেশি সম্পদ এবং সংস্থান ব্যবহার করতে পারে।

আর এই সব ধনী কুইয়ারদের কী হয়, যারা তাদের উপর চাপানো বিপুল অর্থ-চালিত পারিবারিক ইচ্ছাশক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়, অত্যাচারিত হয় যতক্ষণ না তারা এই বশ্যতা মেনে নিতে শেখে এবং সেই সময়টির জন্য অপেক্ষা করে যখন তারা নিজেরাই ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে পারবে? যখন তারা অবশেষে সেই ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়, তখন তারা কী হয়ে ওঠে? যদি তারা মুক্তির পথ না শেখে, তাহলে তারা তাদের অত্যাচারীর নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিগুলি অনুকরণ

করতে শেখে এবং শেখে কীভাবে লোহার বারকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খাঁচায় পরিণত করতে হয়।

যখন আমি ধনী এবং ক্ষমতাবান কুইয়ারদের দেখি যাদের সমাজের পরিবর্তন আনার সম্পদ আর ক্ষমতা আছে, তখন আমি দেখি কয়েকজন ভোগবিলাসী নোংরা মানুষ, যারা বন্ধ দরজার আড়ালে মাদক-পূর্ণ উৎসব এবং অর্গিতে মত্ত থাকে, নিজেদের অবক্ষয়ে এতই সন্তুষ্ট যে নাগরিক অধিকার নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই— সমাজ পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোনো ইচ্ছা নেই। তারা নাগরিক অধিকার ছাড়াই থাকতে পারে। তাদের বিদেশে চলে যাওয়ার মতো, হোটেল বা রিসর্ট ভাড়া করার মতো টাকা আছে, তাদের কাছে লুকিয়ে থাকার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। তাদের কাছে ঘুষ দিয়ে চিকিৎসার করার মতো এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধান করার মতো টাকা আছে, যা সাধারণ এলজিবিটি মানুষদের নাগরিক অধিকার না থাকায় নেই। আর তাই ধনীরা নাগরিক অধিকার নিয়ে কোনো মাথা ঘামায় না। যারা নিজেদের সমকক্ষদের সঙ্গে সম্পর্ক করে তারা তাও কম খারাপ। যারা তাদের অর্থনৈতিক স্তরের নিচে থাকা মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক করে, তারা চায় যে সেই মানুষগুলি আইনি বাধার কারণে সহজে শোষনযোগ্য হোক। তাদের কাছে lgbtদেরকে সমাজে "বিকৃত" হিসেবে দেখা তাদের যৌনজীবনে একটি exotic মশলা যোগ করে, যা তাদের বেঁচে থাকাকে বাধা দেয় না।

আমার এই ধ্বংসাত্মক কন্ঠ সহিংসতার প্রতি ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়নি। আমি যেই ভবিষ্যত দেখেছি সেখানে আমি নেই। সেখানে আছে অন্তহীন শোষন এবং শাসন। আমার কর্তব্য সেই ভবিষ্যৎটিকে হত্যা করা।

পশ্চিমা কুইয়ার/দেশি কুইয়ার:

আপনি কি জানেন কেনো পশ্চিমা কুইয়াররা তাদের অধিকারের জন্য এত কঠোরভাবে লড়াই করেছে এবং তা পেয়েছে? কারণ তাদের আর কোথাও যাওয়ার ছিল না। তাদের জন্য আর কোনো দেশ ছিল না। তাই তারা প্রকাশ্যে জীবনযাপন করতে এবং নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের জন্য লড়াই করতে গিয়ে ঘৃণা-জনিত অপরাধ, হত্যাকাণ্ড, এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও গৃহহীনতার কারণে মৃত্যু সহ্য করেছে।

বাংলাদেশী কুইররা এতটা কঠোরভাবে লড়াই করে না কারণ তারা পশ্চিমকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে স্বপ্ন দেখে। মজার ব্যাপার হলো, পশ্চিমা কুইয়াররা এত কঠোরভাবে লড়াই করেছিল কারণ তাদের কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল না। আর এখন, তাদের সেই আইনি অধিকার, যা এলজিবিটি-বিরোধী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও ক্ষমতাসীন দল, এলজিবিটি-বিরোধী ধনকুবের এবং পশ্চিমা ধর্মতন্ত্রীরা সবসময় হুমকির মুখে ফেলছে — যে আইনি অধিকারের জন্য অসংখ্য সাধারণ এলজিবিটি মানুষ জীবন দিয়েছে — তাকে এখন পশ্চিমা-বহির্ভূত এলজিবিটি-বিরোধী রাজনীতিবিদরা “soft imperialism” এবং “soft capitalism” বলে অভিহিত করছে। অথচ তাদের এই অসুস্থ আঁতেলগিরি অ-পশ্চিমা কুইয়ারদেরই আঘাত করে।
যারা পশ্চিমে এলজিবিটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মরীচিকার পেছনে ছোটে, তারা জানে না যে এই মরীচিকা বাস্তবে অস্তিত্বে নেই। পশ্চিমা এলজিবিটি মানুষরাও এখনও ঘৃণা-জনিত হত্যার শিকার হচ্ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলার কারণে মারা যাচ্ছে, যদিও আইনি অধিকার তাদের জীবনকে অনেক উন্নত করেছে।
অ-পশ্চিমা কুইয়াররা এখনো প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না, কারণ তাদের কাছে এখন একটি “বিকল্প”-র বিভ্রম আছে — যে “বিকল্প”-র বিভ্রম পশ্চিমা কুইয়ারদের ছিল না যারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিল।

বাংলাদেশী কুইয়ার এবং তাদের সমর্থকরা তাই জুলহাজ মান্নানের মতো যেসব বাংলাদেশী কুইয়াররা লড়াই করেছিল, তাদের মৃত্যুকে নিজেদের কাপুরুষতাকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। আর এর মাধ্যমে তারা জুলহাজের স্মৃতিকে অপমান করে। জুলহাজের মৃত্যুকে অনুকরণ করা উচিত, ভয় পেয়ে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

এবং তাই, বাংলাদেশে একটি কার্যকর, অ-সন্ত্রাসী কুইয়ার আন্দোলন শুরু করার জন্য, কুইরদের অবশ্যই এই বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে:

১) পশ্চিম আসলে কুইয়ারদের জন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়, তারাও বেঁচে থাকা এবং স্বীকৃতির জন্য লড়াই করেছে, করছে এবং মারা যাচ্ছে।

২) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি স্বীকৃতির অভাব সাধারণ ঘৃণা-জনিত অপরাধ বা কুইয়ারবিদ্বষী হত্যাকাণ্ডের চেয়ে এলজিবিটি মানুষদের জন্য আরো বড় হুমকি। কারণ বর্তমানের সিস্টেমটি পরোক্ষভাবে নাগরিক অধিকার না দেওয়ার মাধ্যমে এলজিবিটি মানুষদেরকে হত্যা করে, এর হত্যাকাণ্ড অদৃশ্য এবং তা ধরা পড়ে না।

এই বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য কুইয়ারদেরকে:

১) আবদ্ধ হতে হবে: সবচাইতে ভালো হয় যদি এলজিবিটি-আইনওয়ালা রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশ থেকে আসা সবার জন্য অভিবাসন নিষিদ্ধ করবে। এটি বাংলাদেশী এলজিবিটি মানুষদেরকে পালানোর চেষ্টা না করে যেখানে আছে সেখানেই তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করবে। অথবা এই রাষ্ট্রগুলো, যেভাবে আমেরিকা অনেক রাজ্যে trans মানুষদের প্রকাশ্যে থাকা নিষিদ্ধ করেছে এবং বিয়ের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা

করছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এলজিবিটি মানুষদের আবার অবৈধ করবে। যেমনি তাদের দেশের এলজিবিটি মানুষরা তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আবার লড়াই করবে, তেমনি আমাদের দেশের এলজিবিটি মানুষদেরও লড়াই করে তাদের অধিকার অর্জন করতে হবে, কোনো যুদ্ধহীন জায়গায় পালানোর পথ না রেখে।

২) মহামারীর শিকার হতে হবে (Plagued):
পশ্চিমা কুইয়াররা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং বিয়ের অধিকারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল তার একটি কারণ হল AIDS মহামারীর সময় প্রাতিষ্ঠানিক অবিচার আরও দৃশ্যমান এবং তীব্র হয়ে উঠেছিল। যদিও বাংলাদেশে এখনও অপরাধীকরণ এবং আইনি বিয়ের অধিকারের অভাব এলজিবিটি মানুষদেরকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, এটি প্রতিদিন, দিনের পর দিন তাদের সকলের কাছে অতটা প্রকটভাবে দৃশ্যমান নয়। এটিকে দৃশ্যমান করার জন্য আমাদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রয়োজন যা তাদের বুঝতে বাধ্য করবে যে কীভাবে সিস্টেম তাদেরকে পরোক্ষভাবে হত্যা করছে। AIDS এর সময় এটি পশ্চিমা কুইয়ারদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যখনই এলজিবিটি মানুষদের হাসপাতাল সম্পর্কিত আইনি জটিলতা মোকাবেলা করতে হয়, তারা রাজনৈতিক মতভেদ নির্বিশেষে স্মৃতিতে আনে কেনো তাদের সম্পর্ক এবং পরিচয়ের জন্য আইনি স্বীকৃতি প্রয়োজনীয়, এই কারণেই যারা HIV/AIDS মহামারী থেকে জীবন নিয়ে বের হতে পেরেছিলো এবং তাদের প্রিয়জন মারা যাওয়ার সময় প্রতিদিন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা মোকাবেলা করেছিলো, তারা তাদের অধিকার পাওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল। কারণ তাদের কাছে একটি সার্বক্ষণিক স্মৃতিচিহ্ন ছিল। বাংলাদেশে, এই কারণেই আমি আশা করি ধনী কুইয়ার circle-এ এমন একটি মহামারী আঘাত হানবে, যাতে যেসব লিবারেলরা গোপনে তাদের জীবন কাটাতে চায়, তাদের আইন পরিবর্তনের জন্য লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা মাথায়

আসে। কারণ তারা পরোক্ষ কাঠামোজনিত হত্যার কারণে তাদের বন্ধু এবং প্রিয়জনদের মাঝে মাঝে হারায়, কিন্তু এই পরোক্ষ মৃত্যু বাড়লে এবং এর ওজন পুরোপুরি তারা অনুধাবন করলে, তাদেরকে এটি প্রতিদিন মোকাবেলা করতে হলে, প্রত্যেকদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হলে— তাদের মৃত্যুর ভয় ত্যাগ হবে। সবকিছু হারানোর ভয় ত্যাগ করার জন্য, তাদের একটি ছোটখাটো কেয়ামতের মুখোমুখি হতে হবে।

ডানপন্থীরা পিরিয়ড প্যাডের বিরুদ্ধে এতো পাগল কেনো?

তারা স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে পাগল না, তারা পাগল জোরপূর্বক জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে।

সরোয়ার হোসেনেরর স্যানিটারি ন্যাপকিন বিরোধী প্রচারণার উদ্দেশ্য হলো যৌন শিক্ষা ভেঙে দেওয়া, যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করা, এরপর ঋতুস্রাবকে আরও বেশি খারাপ ও ডিজগাস্টিং হিসেবে প্রচার করা, যাতে ঋতুস্রাব বন্ধ করার উপায় হিসেবে গর্ভধারণকে দেখা হয় এবং নারীদেরকে কেবল বাচ্চা উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে আরো গণ্য করা হয়।

এর পেছনের লক্ষ্য হলো শ্রমিক শ্রেণীর জনসংখ্যা বাড়ানো, যাতে কর্পোরেশনগুলোর জন্য শ্রমিকদের চাহিদা শ্রমিকদের সরবরাহের চেয়ে কম হয় এবং শ্রমিকরা তাদের পরিকল্পনাহীনভাবে নেওয়া সন্তানদের পেটে ভাত দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এর ফলে, অতিরিক্ত বেকার মানুষরা কম মজুরিতে বেশি কাজ করতে বাধ্য হয়, ধর্মঘট ভাঙতে বাধ্য হয়, শিশুরা শ্রমিক হতে বাধ্য হয়, বিদেশে মানব পাচারের শিকার হতে এবং তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় (যেমন, বাংলাদেশি মানব পাচারের শিকার হওয়া মানুষরা রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে)।

তারা জন্মগত বন্ধ্যা নারীদেরকে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের সাথে যেভাবে ব্যবহার করে সেইরূপ সহিংসতার ট্রিটমেন্ট দেয়।

একই কারণে তারা এলজিবিটিদের ঘৃণা করে, কারণ আমরা জন্ম উৎপাদনে সাহায্য করি না। তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার একটি পরিবার আছে এবং আপনি সন্তান উৎপাদন করছেন— ততক্ষণ আপনি গোপনে নিম্নশ্রেণীর এলজিবিটি যৌনকর্মীদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর এলজিবিটিদেরকে যৌনকর্মের বাইরে বিবাহের আইনী অধিকার ও কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যবিরোধী অধিকার দিয়ে এমন একটি স্থিতিশীল জীবন বা এমন পরিবার গঠন করার সুযোগ দেওয়া যাবে না— যা সন্তান, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-শ্রমিক উৎপাদন করবে না।

এটাই তাদের র‍্যাকেট।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অপেক্ষা সম্পর্কে:

মনে আছে যখন বাংলাদেশের বামপন্থীরা সমকামী অধিকারকে শাসকশ্রেণির আধিপত্য বলত — আর এখন যখন পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা ধনকুবেরদের মতো সমকামী-বিরোধী হয়ে উঠছে — তখন হঠাৎ করেই তারা সমকামভীতিকে শাসকশ্রেণির আধিপত্যের উদাহরণ বলতে পারছে না? আর সে কারণেই ডানপন্থী এবং নির্দিষ্ট কিছু নামে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সহিংস কুইয়ার সংগ্রাম প্রতিরোধ জরুরি হয়ে পড়েছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি, যার 'মা' উপন্যাসটি আমার অন্যতম প্রিয়, তিনি ফ্যাসিস্টদের বিদ্রুপ করতে, বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ব্যবহার করে তাদের পৌরুষহীন প্রমাণ করতে একটি জনপ্রিয় শ্রমিকশ্রেণির পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, "ফ্যাসিস্টরা সবাই সমকামী, সমকামীদের নির্মূল করে ফেললে তোমরা ফ্যাসিস্টদের থেকেও মুক্তি পাবে।" স্তালিন যখন ক্ষমতায় গেলো, তখন গোর্কির প্রতিধ্বনি করে, কিন্তু কোনো ধরনের কৌতুকবোধ ছাড়াই, লিখলো যে সমকামীরা জন্মগতভাবেই ফ্যাসিস্ট। সে তাদের

সবাইকে পেডোফাইল বলে অভিযুক্ত করলো (যদিও সে নিজে একজন পেডোফাইল ছিলো), এবং লেসবিয়ান ব্যতীত সমকামী পুরুষ ও ট্রান্স মানুষদেরকে জেলে পাঠালো। তারা বন্দীদশায় অনাহারে ও গণধর্ষণের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিলো।

আর আজ ধর্ম-বিরোধী লিবারেলরা পেডোফাইল ও ধর্ষক হুজুরদের পেডোফাইল বা ধর্ষক না বলে "সমকামী" বলে। কারণ আমাদের সমাজে সম্মতিমূলক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সমকামিতাও পেডোফিলিয়া বা ধর্ষণের চেয়েও বেশি কলঙ্কিত। লিবারেলরা এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে দিয়ে এমন ধারণা দেয় যে মাদ্রাসা যৌন নির্যাতনের বদলে সমকামিতায় ভরা।

আর অনেক বামপন্থীরা সমকামী অধিকারের লড়াইকে একটি "একক ইস্যুর আন্দোলন" বলে, সেটিকে শ্রেণি ও ভূ-রাজনৈতিক ইস্যুর সাথে আপনি যতই যুক্ত করার চেষ্টা করুন না কেন, এবং কুইয়াররা অন্য আন্দোলনগুলোতে যতই লড়াই করুক না কেন, তারা এই সম্প্রদায়টিকে অবহেলা করে।

সুতরাং, এই দেশে, যদি কোনো উত্থান ঘটে, তবে ঠিক আগের গতিবিধিরই পুনরাবৃত্তির জন্য প্রস্তুত থাকো, যা স্তালিন তার শাসনামলে এলজিবিটিদের সাথে করেছিল। আর সেই সব মানুষদেরকে যাদেরকে আপনি আপনার বন্ধু আর মিত্র ভাবেন, যখন আপনাকে মৃত্যুর মুখে পাঠানো হবে, তখন তারা ঘোষণা করবে, "বর্তমান পরিস্থিতি এতই অস্থিতিশীল যে আমাদের পক্ষে এখন এই বিষয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়।" তারা আপনাকে ধর্মবাদী বলবে কারণ নির্যাতনকারী ধর্মবাদীদেরকে আপনার সম্প্রদায়ের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। আর তারপর তারা আপনাকে জবাই করবে।

সমাজতন্ত্রই একমাত্র সমাধান। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই নিশ্চয়তা নেই যে সমাজতন্ত্রের পরে তারা তাদের অধিকার পাবে। সমাজতন্ত্রের আগে যদি তাদের প্রতি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সমাজতন্ত্রের পরে নিজেদের অধিকারের জন্য কথা বললে তাদেরকে পাল্টা-বিপ্লবী বলে

আখ্যায়িত করা হতে পারে। লেনিন সমকামী মানুষদের বৈধতা দিলেও, স্তালিন ক্ষমতায় আসার পর তাদের আবার অবৈধ করে দেন এবং গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়, যার ফলে তারা কারাগারে গণধর্ষণের শিকার হয়।

তাই, অবশ্যই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উচিত পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা, কিন্তু একই সাথে তাদের নির্দিষ্ট অধিকারগুলোর জন্যও কথা না বলতে বলাটা নির্বোধের মতো আচরণ। একজন সংখ্যালঘু শ্রমিকশ্রেণির ব্যক্তি একই সাথে পুঁজিবাদ এবং গোঁড়ামির শিকার হবেন। এটাই অনেকে বোঝেন না। যারা ব্যথিত তাদের অবশ্যই চিৎকার করে তাদের মলম দাবি করা উচিত।

প্রতিটি bigoted মার্ক্সবাদী ব্যক্তিকে সুযোগসন্ধানী বলাটাও একটি সমস্যা। সুযোগসন্ধানী তার আদর্শ ত্যাগ করে, সে আত্মকেন্দ্রিক। তাকে চেনা সহজ।

কিন্তু একজন মানুষ নিঃস্বার্থ হতে পারে, বারবার ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে এবং প্রান্তিক মানুষদের প্রতি তার bigotry বা অবহেলাকে, যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ও গণহত্যার দিকে তাদেরকে ধাবিত করে, বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বলেও মনে করতে পারে। আর তাদের অনুগতরা স্টালিনের ভক্তদের মতোই এই মৃত্যু ও নিপীড়নকে "একটু বাড়াবাড়ি" বলে অভিহিত করবে।

প্রতিটি সুযোগসন্ধানী নিজেকে একজন বাস্তববাদী মনে করে, কিন্তু প্রতিটি বাস্তববাদী নিজেকে সুযোগসন্ধানী মনে করে না।

আমি এমন একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য বসে থাকব না যা আমার বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আগে নাও আসতে পারে, বরং আমি বর্তমান সমাজে এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমার সম্প্রদায়ের আইনি অধিকারের জন্য লড়াই করব। আরিফ সোহেলের মতো সেই সব স্বঘোষিত বাংলাদেশী বামপন্থী কুত্তারা যারা দাবি করে যে "তারা দেশের সংস্কৃতি

অনুযায়ী সমকামী ইস্যুটি সামলাবে," তারা আসলে নাগরিক অধিকারের বিষয়ে কোনো কিছু করার উদ্দেশ্য রাখে না।

তাদের উদ্দেশ্য হল, বড়জোর, হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি বস্তি এবং বস্তির মতো আবাস তৈরি করা — যা অনিবার্যভাবে শিশু পতিতাবৃত্তি এবং মাদক পাচারে ভরে উঠবে — এবং হয়তো হাতে গোনা কয়েকজন হিজড়াকে ন্যূনতম মজুরির চাকরি দেওয়া — আর এটুকুই। কোনো নাগরিক অধিকার নয়, কেবল বিকৃত দয়ার নিদর্শন।

আর এই লোকেরা, যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও ক্ষমতায় থাকে? তখনও আপনি আপনার নাগরিক অধিকার পাবেন না। তারা একই নোংরা কাজ করবে।

তারা সমকামী বিবাহের সমর্থন না করার বিষয়ে অনেক কথা বলবে কারণ তারা নাকি বিবাহ বিলোপকারী — অথচ তারা কখনো সিসহেটদের জন্য বিবাহ বিলোপ করবে না — এবং সমকামীদের কাছ থেকে অধিকার আটকে রাখবে — শুধুমাত্র এই কারণে যে সমকামীদের সমর্থন করা তাদের জন্য অনুকূল হবে না।

তারা আপনার সম্প্রদায়ের কাছে আপনাদের সত্তার প্রতিটি অংশ দিয়ে সমাজতন্ত্রের বাতাসে শ্বাস নিতে আদেশ করবে, অথচ তারা নিজেরা আপনার নাগরিক অধিকার বা বিবাহের অধিকার বা আইনি স্বীকৃতির সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করবে না।

সুতরাং আমার এই কুইয়ার সহিংসতার ইশতেহার? এটি বাংলাদেশের মতো দেশে পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপট ছাড়াও ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য হবে। আপনার নাগরিক অধিকার পেতে হলে আপনাকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদেরকে খুন করতে হবে, সে তারা সমাজতান্ত্রিক হোক বা পুঁজিবাদী।

মনে রাখবেন, আপনার নাগরিক অধিকারের অভাব যদি আপনার সম্প্রদায়কে নিষ্ক্রিয়ভাবে হত্যাও করে থাকে — তবুও এটি নির্বোধ জারজদের কাছে, এমনকি বিশেষ করে বামপন্থীদের কাছেও, কেবলই "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা"র বিষয়, এমন কিছু নয় যা জনগণকে প্রভাবিত করে— কারণ আপনার সম্প্রদায়টি সংখ্যায় খুবই ছোট হওয়ায় তাদেরকে জনগণের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না এবং তাদের কাছে রাজনৈতিকভাবেও তারা কোনো কাজে আসে না।

আর সে কারণেই আপনি আপনার অধিকার শান্তিতে পেতে পারেন না। সে কারণেই আপনাকে এই জারজদের আঘাত করতে হবে যতক্ষণ না তারা আপনাকে নাগরিক অধিকার দিতে সম্মত হয়।

কম্যুনিস্টরা যতই সমকামী বিবাহের অধিকারকে একটি নির্বোধ পরিচয়-কেন্দ্রিক-রাজনীতি-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী-ব্যক্তিগত-স্বাধীনতার বিষয় হিসেবে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে, যদিও তা পদ্ধতিগতভাবে, পরোক্ষ কাঠামো দিয়ে মানুষকে হত্যা করছে — ততই আমি বুঝতে পারি যে তাদের বোঝানোর একমাত্র উপায় হলো সহিংস কুইয়ার প্রতিরোধ। আপনি যত ব্যাখ্যা বা যত প্রবন্ধ বা সামাজিক বিশ্লেষণই লিখুন না কেন এই পদ্ধতিগতভাবে নাগরিক অধিকার অস্বীকারের পরিণতি সম্পর্কে — তারা সেটির উপর চোখ বুজে থাকবে, কারণ সহিংসতার মাধ্যমেই কেবল প্রান্তিক মানুষরা নিজেদের কথা শোনাতে পারে।

সিসহেটদের বিষয়ে, যারা বলে "পুঁজিবাদের কাঠামোতে প্রেমের অস্তিত্ব নেই":

তোমার কথায়: সুখের অযোগ্য, বাস্তবতার দেহে ধীরে ধীরে আমরা নিকৃষ্ট কৃমিরা, মৃত এবং পচা মানবতাকে ভক্ষণ করি। আমাদের এই কীটদের জন্য প্রেম একটি পতনশীল বিলাসিতা, নিছক আড়ম্বরতা।

কিন্তু তুমিও একটি পোঁকা, যদি পোঁকা আমরা
হই। তাহলে কেনো আমরা তোমাকে তোমার প্রেমিকদের রাখতে দেব, যখন তুমি আমাদের প্রেমিকদের হত্যা করতে চাও? যদি তুমি আমাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও, আমরা কেনো তোমার ঘরে প্রবেশ করবো না? আগুন কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা তুমি শিখবে.

তোমাদের ঘৃণার মঞ্চে, যা তোমার ফোলা মানিব্যাগটাকে ভরাট করে, তুমি একদিন খুঁজে পাবে, যদিও খুব দেরি হয়ে যাবে: যে হত্যাযোগ্যরাও হাতিয়ার হাতে হত্যাকারী হয়।

যদি LGBT মানুষের প্রেমের সম্পর্কগুলি একটি নিছক বিলাসিতা হয়, তাহলে সিসহেট মানুষের সম্পর্কগুলিও তাই হবে। কাজির দপ্তর এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে জীবিত রাখা হবে। স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামীকে জীবিত রাখা হবে।

লোকলজ্জা

অনেক লিবারেলরা মনে করে যে অসমানুপাতিক হারে হিজড়া, ইন্টারসেক্স এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের উপর জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি এবং শিশু-পতিতাবৃত্তির মতো বিষয়গুলো যদি প্রকাশ্যে আনা হয়, তাহলে ভুক্তভোগী পতিতারা আরো ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। কিন্তু এই ধরনের চিন্তাধারা আসলে সমস্যা সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ভুক্তভোগীদের কম সুরক্ষা দেয় এবং উল্টো পতিতাবৃত্তির গ্রাহক, দালাল এবং এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসিত সম্প্রদায় ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা মানুষদের বেশি সুরক্ষা দেয়। দ্বন্দ্বের সমাধান করতে বা একটি সংশ্লেষণ অর্জন করতে হলে, সেই দ্বন্দ্বকে স্বীকার করার এবং তার সমাধানের ইচ্ছা থাকতে হবে।

নির্দিষ্ট হিজড়া গুরুমারা হিজড়াবৃত্তিকে একটি পেশা হিসেবে প্রচার করেন । তাহলে এই প্রশ্নটি অবশ্যই আসে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কারা হিজড়া শ্রমিক/উৎপাদন-সংস্থান হিজড়া , এবং কারা শোষণকারী হিজড়া পুঁজিবাদী। এবং আপনি জানেন এর উত্তর প্যারাগ্রাফের শুরুতেই আছে।

শব্দচয়ন

অনেক বাঙালি সংস্কৃতিবিদরা প্রচার করতেছেন যে ট্রান্সজেন্ডারদেরকে ট্রান্সজেন্ডার না বলে বাঙালি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক টার্ম ব্যবহার করলে নাকি ট্রান্সজেন্ডারবিদ্বেষ থেমে যেতো। এখানেই প্রকাশ পায় শোষণমূলক সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মনস্তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধের চোখ দিয়ে দেখার বোকামি।

ট্রান্সজেন্ডার-বিদ্বেষের মূল লক্ষ্য হলো ট্রান্সজেন্ডার মানুষদেরকে শোষণযোগ্য দ্রব্য হিসাবে রাখা। যারা শোষণ করে লাভবান হওয়ার জন্য একটি জনসংখ্যার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় , তারা ট্রান্সজেন্ডার মানুষদেরকে আপনি হিজরা বললেন, কি সমকামী বললেন কি কোটি বা ঘেটুপুত্র বললেন, প্রান্তিক লিঙ্গ কি বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ কি তৃতীয় লিঙ্গ বললেন — যেই নামেই

ডাকেন না কেনো — তারা সেই বিদ্বেষ ছড়াইতেই থাকবে। শব্দচয়ন দ্বারা আপনি শোষণ থামাইতে পারবেন না আর শোষণকারীদের প্রচারিত বিদ্বেষ থামাইতে পারবেন না। নাহইলে কৃষ্ণাঙ্গরা নিজেদেরকে কৃষ্ণাঙ্গ বলার বদলে হাট্টিমাটিম টিম কইয়া দাসপ্রথা ভাঙতে পারতো। শ্রমিকরা নিজেদেরকে বেবি য়োডা আখ্যায়িত কইরা পুজিবাদ থাইকা বাইর হইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কইরা ফেলতো।

ট্রান্সজেন্ডার বিদ্বেষের উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়া, জন্মদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক উৎপাদন করে শ্রমের মার্কেট নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক করে পুজিবাদীদের লাভ না আনায় ট্রান্সজেন্ডারদেরকে যাতে কেবল সাময়িক যৌনসম্পর্কের দ্রব্য হিসাবে দেখা হয় —তাদেরকে পরিবারযোগ্য হিসেবে দেখার বদলে, তা নিশ্চিত করা। তাদেরকে আপনে যেই নামেই ডাকেন না কেনো, সামন্তবাদের ইতিহাস ঘাইটা অই সময়ের শোষিত ট্রান্স মানুষদের কোন নামে ডাকা হইতো তা যতই বর্তমানের ট্রান্সদের ব্যবহার করান না কেনো, যেই বিদ্বেষ ছড়াইয়া বাস্তবিকভাবে শাসক শ্রেণী লাভবান হয়, যে বিদ্বেষ কেবল মনস্তাত্ত্বিক না, সেই বিদ্বেষ আপনে থামাইতে পারবেন না।

"কিন্তু কিন্তু আইন তো স্থানীয়ভাবে বলবৎ হবে না"

আইনটা কাগজে-কলমে আছে কি নেই, সেইটা নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন সেটা স্থানীয়ভাবে বলবৎ হবে কিনা তা নিয়ে কান্নাকাটি করার কোনো মানে হয় না। আইনটা চূড়ান্ত বিজয় নয়, এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু আপনি প্রথম পদক্ষেপের পরে আসতে থাকা পদক্ষেপগুলোর ভয় দেখিয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে বা নিরুৎসাহিত করতে পারেন না। আপনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আইনটাকে কাগজে-কলমে অস্তিত্বে আনতে হবে। সেই জন্যই আমি সহিংস ক্যুইয়ার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত।

আইন বলবৎ হওয়া পরের বিষয়, প্রথম পদক্ষেপ হল আইনটি আদৌ প্রতিষ্ঠা করা। এটা সব জায়গায় বলবৎ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই, কারণ আমি যথেষ্ট শক্তিশালী যে যদি আইনটা বিদ্যমান থাকে তবে আমি যেখানে থাকি সেখানে আমি নিজেই তা বলবৎ করতে পারি। কারণ আমি লড়াই করতে সক্ষম, কারণ আমি হৈ-চৈ করতে সক্ষম। আইনের বিষয়টা জালের মতো, অবশ্যই কিছু লোক ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু জালটা তো সেখানে আদৌ বিদ্যমান থাকা দরকার। এই যুক্তিগুলো কেবল একটা দুর্বল অজুহাত, যাতে যেখানে থাকার কথা সেখানে লড়াই শুরু না করা যায় এবং তার পরিবর্তে বহু দূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যায়। পশ্চিমা ক্যুইয়ারদের তাদের অধিকারগুলি থালায় সাজিয়ে দেওয়া হয়নি। স্টোনওয়াল দাঙ্গায়, তারা শুধু ইট ছোড়েনি। তারা জ্বালানো পেট্রোল বোমাও ছুঁড়েছিল। তারা রক্ত এবং মৃত্যুর বিনিময়ে তা অর্জন করেছে। আমাদেরও তাই করতে হবে।

কৌতুক শুনেন

আজ আমার শিকলে বাঁধা বেসমেন্টে থাকা দাসটা হামাগুড়ি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমি তার মুখে লাথি মেরে বললাম, "তুমি জানো না, লেনিন বলেছিলেন যে পুঁজিবাদের অধীনে—স্বাধীনতা কেবল ধনীদের জন্যই বিদ্যমান? তাই তোমার আর আমার মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই।"

শক্তিই হলো সর্বশক্তিমানের মূলশব্দ এবং সহিংসতাই ঈশ্বর

ক্যুইয়ার মানুষদের প্রতি লিবারেলদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে যে বৈপরীত্য—যেমন, তারা বলে যে কুইয়ারদের বিবাহ অধিকারের দাবি করা উচিত নয়, বরং আইনের দ্বারা অস্বীকৃত এক অস্তিত্বে থাকা উচিত—যেন এক ধরনের প্রান্তিকতার পারফরম্যান্স আর্ট হিসেবে যাকে রোমান্টিক রূপ দেওয়া হয়—তা হলো: আইনের বাইরে এমন অস্তিত্ব

স্বভাবতই মানুষকে হিংস্র করে তোলে এবং হিংস্র মানুষরা তাদের প্রয়োজনীয় অধিকারগুলো জোর করে ছিনিয়ে নিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

সহিংস ক্যুইয়ার সংগ্রাম-প্রতিরোধের চরম প্রয়োজনীয়তার উপর একটি ইশতেহার

সমস্যা হলো যে আপনি যখন চান সবকিছু আপনার পথে চলুক, তখন অনিবার্যভাবে প্রশ্ন আসে "যদি আপনার মন মতো দুনিয়া না চলে তাইলে কী করবেন?" এবং তারপর আপনাকে একটি উত্তর দিতে হবে।

এইসব বিষয়ে ধর্মতন্ত্রীদের কাছে একটি উত্তর আছে। তাই যদি আপনার লক্ষ্যে এমন কোনো উপাদান থাকে যা ধর্মতন্ত্রীদের বিপরীত দিকে চলে, তবে আপনারও উত্তর দেওয়ার মতো কিছু থাকতে হবে। কী হবে যদি তারা আপনাকে আপনার চাওয়া জিনিসটি না দেয়? এই উত্তরটি কেবল এইসব বালের আলাপ হলে চলবে না, "ওহ! কিন্তু আমাকে আমার চাওয়া জিনিসটা আমাকে না দেওয়াটা অনৈতিক!! ওহ কিন্তু এটা-সেটা করা নৈতিক!!"

আপনাকে আসলে তাদের একটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে। কী হবে? কী করবেন? এবং এটাই হলো প্যারাডক্স: আপনার সম্প্রদায়ের জন্য কোনো আইনি অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আপনি প্রথমে আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করছেন।

সহিংস ক্যুইয়ার প্রতিরোধ হলো উপযোগিতাবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাভাবিক শেষ পণ্য। আপনি যদি সংখ্যালঘু হন, এবং যদি সেই উপযোগিতাবাদই হয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা লালন করা মতাদর্শ—তবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র উপায় হলো আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সম্মিলিত চিন্তাধারা তৈরি করা যা ঠিক করে নেয় যে, যখন আপনাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে বা আপনার অধিকার অস্বীকার করা হবে

(কেবল তাদের সাংস্কৃতিক নান্দনিকতা রক্ষার জন্য বা জন্মহারের সংখ্যাকে সামান্য নগণ্য বিন্দুতে ধরে রাখার জন্য যাতে তারা কম মজুরিতে আরও বেশি শ্রমিক পেতে পারে, বা lgbt মানুষদেরকে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য), তখন এটি আপনার সংখ্যালঘু সমাজের নৈতিক বাধ্যবাধকতা যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের নির্বিচারে জবাই ও অঙ্গহানি করবে। যদি আপনার মানুষজনের অধিকার আপনার কাছ থেকে অস্বীকার করা হয় কারণ এটি অন্যথায় শাসক শ্রেণীকে উপকৃত করে না—তবে আপনার মানুষজনের অধিকার মঞ্জুর করা হবে যদি তাদের অধিকার অস্বীকার করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আরও বেশি ক্ষতি হয়।

আমি সচেতন যে আমি সম্পূর্ণরূপে নৈতিকভাবে জঘন্য, আমি কখনোই নিজেকে সবচেয়ে খারাপ ডানপন্থীর চেয়েও উত্তম বলে দাবি করি না।

সহিংসতা হয়তো আমার মতাদর্শগত লক্ষ্য পূরণে অকার্যকর হবে, এটি আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরও ক্ষতি করবে, এটি মানুষের চোখে সম্প্রদায়টিকে আরও বেশি কলঙ্কিত করবে। কিন্তু এটি তবুও সেই প্রশ্নটির একটি উত্তর হবে, যে "পৃথিবীতে যখন আরও অনেক বড় সমস্যা আছে তখন সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের বিয়ের অধিকারের লড়াইকে কেনো আমরা পাত্তা দিবো?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সমস্যা হলো যে সমকামী ও রূপান্তরকামীরা পদ্ধতিগতভাবে মারা যাচ্ছে আইনি বিবাহ বা এমনকি সিভিল ইউনিয়ন অধিকারের অভাবে, কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় সত্যিই সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় ছোট যথাযথ প্রভাব ফেলতে। আমাদের উদ্বেগকে তাদের উদ্বেগে পরিণত করতে, আমাদের নিপীড়ন নিয়ে তাদেরকে মাথা ঘামাতে বাধ্য করতে, হয় আমাদের অধিকারগুলিকে তাদের জন্য উপকারী করতে হবে অথবা এমন কিছু করতে হবে যাতে আমাদের অধিকারের অভাব তাদের জন্য গভীর ক্ষতি নিয়ে আসে। কারণ এই লোকদের মানবতার কাছে আবেদন জানানো নিরর্থক, আমাদেরকে তাই অমানুষ হতে হবে।

শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন শ্রমিক ও সৈন্যদের একটি অবিরাম সরবরাহ যাদেরকে তারা কম মজুরি দিতে পারে। তাই উচ্চ জনসংখ্যা তাদের জন্য লাভজনক। তাই তারা সেইসব সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ীতার বিরুদ্ধে যা কোনো সন্তান জন্ম দেয় না। আমাদেরকে পরিচয় রাজনীতির পণ্য বিক্রি করা ছাড়া তাদের জন্য আমাদের অধিকারগুলিকে উপকারী হতে পারে না। এবং শাসক শ্রেণীর কুইয়ার লোকেরা অধিকারের অভাব থেকে উদ্ভূত বাধাগুলি এড়াতে প্রয়োজনীয় সম্পদ রাখে, তাই তাদেরও চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। এবং তাই উত্তরটি হলো আমাদের অধিকারের অভাব ঘোচাতে এমন কিছু করা যা শাসক শ্রেণীর জন্য ক্ষতি নিয়ে আসে। আপনার আইন আমার আত্মাকে বিকৃত করেছে, আমার সামাজিক নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে, তাই আমি এই রাজ্যে আপনি যে নিরাপত্তার আভাস অনুভব করেছেন তা আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছি। আমার কমিউনিটিকে ভয় দ্বারা শ্বাসরোধ করলে তা আপনাকেও অনুভব করতে হবে। ভাবুন, যে আপনার ট্রেনটি তার গন্তব্যে আজকে পৌঁছাবে নাকি বোমার আঘাতে লাইনচ্যুত হবে। ভাবুন, আপনি যে বিল্ডিংটিতে বাস করেন তা আগামীকাল আগুনে পুড়ে যাবে কিনা। বর্তমানের সামাজিক চুক্তি আমাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে না, তাই আমাকে এই চুক্তি ধ্বংস করতে হবে এবং যাতে এই চুক্তি আপনাকে রক্ষা করতেও অকার্যকর হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

যদি আমার ভাগ্য হয় আপনার ধর্মতাত্ত্বিক কল্পকাহিনীর জন্য মারা যাওয়া, তবে আপনার ভাগ্যে অবশ্যই আমার বস্তুগত বাস্তবতার জন্য মারা যাওয়া লিখতে হবে। আসুন আমরা ভয় এবং অনিশ্চয়তায় উল্লাস করি।

আদর্শগতভাবে বোমা ফেলার জায়গাগুলিতে শাসক শ্রেণীর লোকেরা থাকা উচিত তবে তাদের কাছে উন্নত নিরাপত্তা প্রযুক্তির অ্যাক্সেস রয়েছে এবং তাই ক্যুইয়ার সহিংসতার প্রভাব সেখানে পড়বে যেখানে সমস্ত শ্রেণীর লোকের সংমিশ্রণ রয়েছে।

ফলস্বরূপ একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক ক্যাপিটালের জন্য গোঁড়ামি করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অসুবিধার একটি কারণের প্রবর্তন হবে, যেখানে আগে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

হয়তো এর ফলে আমাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। এবং প্রাথমিক ফলাফল হবে এলজিবিটি লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বৃদ্ধি। কিন্তু আরও বিদ্বেষ উত্তম হবে। এলজিবিটি সম্প্রদায়কে আমার কর্মের নিন্দা জানাতে একত্রিত হতে হবে এবং নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে সংগঠিত করতে হবে। তবে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং এলোমেলো বোমা হামলার কারণে জীবনের অস্থিতিশীল প্রকৃতি এলজিবিটি লোকদের তাদের জীবনের অবশিষ্ট মায়া হারাতে এবং আরও জোরে তাদের অধিকার চাইতে বাধ্য করবে।

যাই হোক না কেন। অবশ্যই আমি এটি করলে এর পরিণতি হাজারটি ভিন্ন উপায়ে যেতে পারে—শেষ পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য এটি ভালো কিছুর দিকে যাবে কিনা তা নয়। আসল উদ্দেশ্য হবে সেই ব্যথা এবং ক্ষতি আপনাকে অনুভব করানো, যা আমি অনুভব করি যখন আমার স্বজনেরা মারা যায়।

আমি শুধু বামপন্থী ক্যুইয়ার সহিংসতাকেই সমর্থন করি না, আমি ডানপন্থী সহিংসতাও সমর্থন করি। আপনি যদি আমাকে মেরে ফেলতে সক্ষম হন, যদি আপনার ঘৃণা যথেষ্ট বাস্তব এবং আন্তরিক হয় যে আপনি আমাকে হত্যা করে আপনার জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত—অসার বিদ্বেষবাদ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নিজের স্বার্থের পথ খুঁজার চেয়ে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করা এবং এর জন্য হত্যা করতে ও মরতে প্রস্তুত থাকা ভালো।

ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কথাবার্তায় সবসময়ই "স্লিপারি স্লোপ" চলে আসে— যদি প্রান্তিক লোকেরা অধিকার পায় তাহলে অ-প্রান্তিক লোকদের জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কল্পনা করা নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রান্তিক লোকেরা যদি অধিকার না পায় তবে অ-প্রান্তিক লোকেদের জন্য

সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে কখনওই কথা হয় না। কারণ যখন আপনি lgbtবিদ্বেষ ছড়িয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন যেখানে ক্যুইয়ার সহিংসতা কেবল একটি প্রয়োজনীয় মন্দ নয় বরং একটি নৈতিক গুণ, তখন কোনো নিরাপত্তার প্রযুক্তিই ডানপন্থীদের জন্য সুরক্ষা তৈরি করতে পারবে না। আপনি যদি সেই জগৎ তৈরি করতে চান, আপনি যদি সেই জগতে জড়িত থাকেন, তবে সেই জগতে বসবাস করা এবং মরা আপনার জন্য প্রাপ্য।

যে কেউ যদি বলে যে এলজিবিটিদের বিবাহ অধিকার চাওয়া কোনোভাবে "ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট", তবে তাকে ভুল প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই কারণ এটি সঠিক প্রমাণ করারও কোনো উপায় নেই। এই যুক্তিগুলোর কোনো অর্থ নেই। এটি কারো কালেক্টিভিজমের সংজ্ঞার সাথে খাপ খায় কি না তা বিবেচ্য নয়। যদি বিবাহের অধিকার পাওয়া এন্টি-কালেক্টিভিস্ট হয়, তবে আপনার অধিকার মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আপনি সেই কালেক্টিভের সদস্যদের ক্ষতি করতে থাকবেন এবং অন্যদেরকে সেই কালেক্টিভের ক্ষতি করতে নির্দেশ দেন যাতে আপনার লোকেদের বিবাহের অধিকার অস্বীকার করা তাদের জন্য উল্টো আরও বেশি এন্টি-কালেক্টিভিস্ট হয়ে ওঠে।

এটি হলো বাজে ছলনাময় বাগাড়ম্বরের সহজ শেষ ফলাফল। যদি আপনাকে এমন একটি সামাজিক চুক্তিতে বাধ্য করা হয় যা আপনাকে বা আপনার পরিবারকে স্বীকৃতি দেয় না, যা আপনাকে অপরাধী করে তোলে—তবে এটি পুনর্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এর শর্তাবলী বজায় রাখতে বাধ্য নন। আমাদের "মানিয়ে নিতে" হবে না, আমাদের বিবাহের জন্য আইনি অধিকার এবং চিকিৎসার জন্য রূপান্তরের আইনি অধিকার দরকার, এবং যদি আমরা তা না পাই—তবে আমরা আপনাকে মেরে ফেলব।

“উন্নয়ন মানেই নারী!!!” হাহাহাহা

আইনী বাল্যবিবাহ হলো আইনী দাসত্ব। এবং এর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ দাসত্ববিরোধী বিপ্লবের মতোই সহিংস হওয়া উচিত।

ধনী দেশগুলিতে গণসংগঠন, ইউনিয়ন গঠন এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে নারীরা আসলে তাদের অনেক অধিকার পেতে পেরেছিলো। এলজিবিটিদের বিপরীতে, যাদের ধর্মঘট সংখ্যায় খুব কম হওয়ার কারণে অকার্যকর হবে, তাদের অধিকার আইনে কার্যকর করার জন্য নারীদের যথেষ্ট সংখ্যা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটি কাজ নাও করতে পারে। উত্তরাধিকারের সমান বন্টন/বৈবাহিক ধর্ষণ নিষিদ্ধ/বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করার মতো নারী অধিকার অর্জনের চেষ্টা করার শান্তিবাদী পদ্ধতিগুলির সমস্যা হলো যে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মহিলা কর্মী তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষতি না করে এই ধরণের ধর্মঘট চালিয়ে যেতে পারবেন না তাদের দারিদ্রতার কারণে, কারণ উচ্চ ঘনত্বের জনসংখ্যার মানে হলো শ্রমিকদের সরবরাহ শ্রমিকদের চাহিদার চেয়ে বেশি এবং সর্বদা একটি ঘূর্ণায়মান দরজা দিয়ে তাদেরকে গণহারে চাকরিচ্যুত করা যেতে পারে।

আর এই কারণেই এই দাবিগুলি অর্জনের জন্য নারীদের সহিংস প্রতিরোধের প্রয়োজন হবে, কারণ কম সংখ্যক মানুষদের মাধ্যমে সন্ত্রাস অর্জন করা সম্ভব।

এটা সহিংস সমকামী প্রতিরোধের মতোই যুক্তি। শাসক শ্রেণী তোমাকে তোমার অধিকার দিয়ে কোন লাভ করে না, তাই তোমার অধিকার না দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করতে হবে। যেহেতু তুমি ধর্মঘট করে এটা আনয়ন করতে পারো না, তাই তুমি সহিংস সংগ্রাম প্রতিরোধের মাধ্যমে এটা আনয়ন করতে পারো।

ক্রোধ

আমি ক্রোধে ভোগা মানুষদের ভালোবাসি। প্রকৃত ক্রোধ, ভান করা এবং ক্ষীণ নৈতিক ক্ষোভের নাটক নয় যা প্রান্তিক মানুষদের বিরুদ্ধে হাস্যরসে প্রকাশ পায়। সেই ক্রোধকে নৈতিকভাবে সঠিক হতে হবে না এমনকি সঠিক লোকদের বিরুদ্ধেও নির্দেশিত হতে হবে না, এটি একজন ডানপন্থীর কাছ থেকে আসলেও আমার সমস্যা নাই। তবে সেই ক্রোধকে প্রকৃত ক্রোধ হতে হবে, অন্যদের এবং নিজের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে হবে।

তারা ক্রোধ সম্পর্কে জানে, সিসহেটেরা।

সমকামীদের হত্যা করা, সমকামীদের কারাদণ্ড দেওয়া সব ঠিক আছে। কারণ তা সিসহেটদের ক্রোধের প্রকাশ। পশ্চিমা সামরিক বাহিনী এবং পুঁজিবাদের প্রতি তাদের ক্রোধ। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত ম্যাজিকের কারণে সেই ক্রোধের
দাবানল সইতে হবে তৃতীয় বিশ্বের সর্বহারা এলজিবিটি মানুষদেরকে। তাদের ক্রোধের অস্তিত্ব তাদের ক্রোধের ন্যায্যতা দান করে। সমস্ত রক্ত ন্যায্য। ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা, শিরশ্ছেদ করা, জবাই করা কুইয়ারদের মৃত্যু ন্যায্য।
যদিও পশ্চিমা সর্বহারা শ্রেণীর কুইয়াররা অন্যায়ভাবে ভি-কোডিংয়ের শিকার হয়ে কারারুদ্ধ হয় (v-coding একটি সিস্টেম যেখানে ট্রান্স নারীদেরকে গ্রেফতার করে যৌন দাসত্বে আবদ্ধ করা হয়, পুলিশ এবং গার্ডদেরকে টাকা দেওয়া পুরুষ কয়েদীদের কয়েদে ধর্ষিত হবার জন্য আটকে রাখতে) , যদিও পশ্চিমা সর্বহারা শ্রেণীর কুইয়াররা তাদের পরিবার দ্বারা গৃহহীন হওয়ার পর অনাহারে মারা যায়, যদিও পশ্চিমা সিসহেটদের দ্বারাও পশ্চিমা কুইয়ারদেরকে বিদ্বেষমূলক কারণে হত্যা করা হয়। কিন্তু যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের সিসহেটেরা পশ্চিমা এবং পুঁজিবাদের প্রতি ক্রোধ

অনুভব করে, তাই কিছু স্বঘোষিত বামপন্থীদের মতে তৃতীয় বিশ্বের কুইয়ারদেরকে হত্যা করা ন্যায্য।

এই কারণেই তৃতীয় বিশ্বের সমকামীদের অবশ্যই ক্রোধ অনুভব করতে এবং এই ক্রোধকে ধ্বংসে রূপান্তর করা শিখতে হবে। কারণ এই পৃথিবীতে মানবতার প্রতি আবেদন জানানোর মাধ্যমে নয় বরং সহিংসতার মাধ্যমেই আপনি আপনার মানবতা প্রকাশ করতে পারেন। তাই যদি ক্রোধই তাদের হত্যা হওয়াকে ন্যায্যতা দেয়, তবে ক্রোধই তাদের করা হত্যাকে ন্যায্যতা দেবে। সিসহেট পুরুষদের কাছে তাদের চরমপন্থার কারণ পরীক্ষা করার জন্য অনেক তথ্যচিত্র রয়েছে কারণ তারা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করে। রাজনীতিবিদরা তাদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল ধর্মতান্ত্রিক সহিংসতা জীবনের ক্ষতি করে বলেই। আপনার কমিউনিটির লোকদের প্রতি সহানুভূতি আনার জন্য, যদি আপনি এমন একজন প্রান্তিক মানুষ হোন যার কোন ক্ষমতা নেই, তাহলে তোমার কথা বলার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য তোমার সেই সহিংসতার প্রয়োজন। তোমাকে বাইরে গিয়ে মানুষকে আঘাত করতে হবে।

তুমি কোনো ব্যাখ্যার যোগ্য নও

আমরা একটি পোস্ট-ট্রুথ জগতে বাস করছি। যারা সমাজে এলজিবিটিদেরকে নিম্ন স্তরে রেখে শোষণ করে সুবিধাভোগী, তাদেরকে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ধর্মীয় ব্যাখ্যাই আমাদেরকে বিবাহের অধিকার দিতে বা আমাদেরকে অ-বেআইনী করতে বাধ্য করতে পারবে না। এরকম ফতোয়া আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অজস্র আছে, তবুও আমরা দুর্দশার মধ্যেই বসবাস করছি।
মানবতার কাছে আবেদন, ব্যাখ্যা বা ন্যায্যতার মাধ্যমে আমাদের আইনি অধিকার চাওয়া উচিত নয়। এগুলো চাওয়া উচিত সহিংসতার মাধ্যমে।

যদি তোমরা আমাদেরকে গৃহস্থালী করতে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের গৃহ আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেব। এই হিসাব আসলে এতটাই সহজ। সত্য-পরবর্তী জগতে জীবনে আঘাত এবং সম্পত্তি ধ্বংস করার চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই।

অস্তিত্বের বিনাশ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের হাতে খুব কম সময় আছে।

এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তেও, ক্ষমতায় থাকা লোকেরা এলজিবিটি লোকদের অপরাধমুক্ত করতে অস্বীকার করবে এবং তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আপনাকে আপনার প্রিয়জনকে বিয়ে করতে দিবে না।

তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে যখন গোটা পৃথিবী ধুকেধুকে মৃত্যুর পথে যাবে, তখনও তারা আপনাকে গলায় হাত দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখবে।

এটা কি আপনার রক্তকে বর্তমানের সমুদ্রের মতো ফুটিয়ে তুলছে না? অস্তিত্বের শেষ এই কিছু বছরে, আপনি কি সেইসব শূকরদের মেরে ফেলতে চান না যারা আপনার সুখের শেষ অবশিষ্টাংশও অস্বীকার করেছে এবং কেড়ে নিয়েছে?

আপনি কি তাদেরকে মৃত্যুযন্ত্রণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান না, যারা আপনাদের, যাদের কিছুই নেই, তাদের সেই “কিছুই নেই”টিকেও ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ধ্বংস করে চলেছে?

এটা এড়ানো যেত

আমরা আপনাদেরই অংশ হতে পারতাম।

তার বদলে আপনারা এমন ভান ধরেছেন যেনো আমরা একটি আগ্রাসী শক্তি।

ফতোয়া দিয়েছেন যে আমরা পশ্চিমের দালাল, যদিও পশ্চিমের শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের কুইয়ারদের পিষে মেরেছে এবং মারছে।

এমনকি যখন আমরা পুঁজি ও উপনিবেশবাদের পায়ের নিচে মারা যাচ্ছিলাম, আপনারা তখনও এমনভাবে ভাব করেছেন যেন আমরা বিদেশী শক্তির মদতপুষ্ট। আপনারা ভান করেছেন যেন যেসব ড্রোন বোমার শিকার আমরাও হই, সেগুলোর প্রতিশোধে আমাদের খুন করা গ্রহণযোগ্য। আমাদের অধিকার দেওয়ার পরিবর্তে, আপনারা এমনভাবে ভান ধরেছেন যেনো আমাদের নিপীড়ন অলৌকিকভাবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যকে পরাজিত করবে।

আপনারা আমাদেরকে আপনাদের সংস্কৃতির বেদীতে বলির পাঁঠা বানিয়েছেন। আপনারা এমন ভান করেছেন যেনো অধিকার ছাড়া মরে যাওয়া, নয়তো দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করা আমাদের জন্য একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। অধিকার অর্জনের জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা আপনারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমাদেরকে মারতে মারতে আপনারা বারবার আমাদেরকে মহৎ হতে বলেছেন।

যদি আমরা কিছু করি বা না করি, দুইভাবেই হত্যাযোগ্য হই, তবে আমরা হত্যাকারী হবো এর বদলে।

এনজিওর বাগাড়ম্বরের ঊর্ধ্বে

কূটনীতি, মানবতা, সহানুভূতি, করুণা, দয়া, সহমর্মিতা, নৈতিকতা, বিবেক— এইসব বাগাড়ম্বরে আমি বিশ্বাস করি না। সাংবিধানিক এলজিবিটি অধিকারের যুদ্ধে আমি এগুলো ব্যবহার করি না। এর পরিবর্তে, আমি আপনাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর কাছে আবেদন করি।

আপনার নিরাপত্তা তৈরি করার একমাত্র উপায় হলো আমাদের বিবাহ বা সিভিল ইউনিয়ন অধিকার দেওয়া—নাহলে আপনাকে পারস্পরিক ধ্বংস এবং অবিরাম অস্থিরতাকে আলিঙ্গন করতে হবে, যা কুইয়ারদের ক্রমাগত সহিংস আক্রমণের মাধ্যমে আসবে। যেহেতু কুইয়াররা এমন কোনো জাতিগোষ্ঠী নয় যারা তাদের জনসংখ্যা উৎপাদন করতে প্রজননের ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের কার্যকরভাবে নির্মূল করা অসম্ভব।

যদিও এটা এমন স্বৈরশাসকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যারা ট্রান্সজেন্ডার-বিদ্বষ আর সমকামী-বিদ্বেষকে একটি চিরস্থায়ী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে জনতাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণে এবং নিজের কমিউনিটি পুলিশি করতে বাধ্য করতে এবং ফলস্বরূপ পুলিশি রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক করতে চায়—যদি অধিকার অর্জনের জন্য সহিংস সমকামী প্রতিরোধের ধারণাটি সুদূরপ্রসারীভাবে ছড়িয়ে পড়ে—তবে তাদের সমকামী-বিদ্বেষের পরিণতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

তাদের হাতে একটি সত্যিকারের অপ্রতিরোধ্য চিরস্থায়ী যুদ্ধ থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা হাল ছেড়ে দেয় এবং আমাদেরকে বিবাহের অধিকার দেয়।

তাই এলজিবিটি মানুষদের অধিকারের নৈতিকতার বিতর্ক নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো সহিংস সমকামী সংগ্রামের তত্ত্ব। যেখানে একজন ব্যক্তি এলজিবিটিদের নৈতিক বা অনৈতিক যা-ই মনে করুক না কেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আইন যদি আমাদের একে অপরের সাথে বিবাহ করতে বা হরমোন নিতে ইত্যাদি অনুমতি না

দেয়, তবে ঐতিহাসিক শক্তিগুলো আমাদের সম্প্রদায়ের এমন একটি অংশ তৈরি করবে, যারা দয়ামায়াহীন হত্যাযজ্ঞ চালাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সিসহেটদের স্বার্থের কারণে তারা আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

আমি এমন আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাই না যা আমাদের অস্তিত্ব নৈতিক কি না সেটা নিয়ে অবিরাম পড়ে থাকে।

সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনায় একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ মারা গেলেন। তিনি লাইফ সাপোর্টে যেতে পারেননি কারণ আইন তাঁর পার্টনারকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং তাই তাঁর পার্টনার চিকিৎসার সম্মতি দিতে পারেননি।

দেখুন, এই ঘটনাটিই আমার মন ভেঙে দিয়েছে। কারণ দিনের শেষে, আইনই আমাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

সুতরাং, আপনি যদি এলজিবিটিদের ঘৃণা করেন, আপনি ঘৃণা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আইনি বিবাহ অধিকার এবং আইনি লিঙ্গ-স্বীকৃতি দরকার। তাই দিনের শেষে, আপনি আমাদের ঘৃণা করেন বা অপছন্দ করেন, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না; আপনার সন্তান যদি সমকামী বা রূপান্তরকামী হয়, তবে তার পরিচয় পরিবর্তন করার জন্য আপনি তাকে প্রতিদিন মারধর করলেও আমার কিছু মনে হবে না, যতক্ষণ না সে আপনার তত্ত্বাবধানে থাকে।

কিন্তু আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকি, তাদের জন্য আমাদের বিবাহের অধিকার, অপরাধমুক্তিকরণ এবং বৈধকরণ প্রয়োজন। কারণ এটা আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপার।

সুতরাং, যদি আপনারা আমাদের এই অধিকার না দেন, তবে আপনাদেরকে অবশ্যই আমাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, কারণ যদি আপনারা আমাদের মৃত্যুদণ্ডও না দেন এবং আমাদের আইনি অধিকারও না

দেন—তবে আমরা আপনাদের সাথে লড়াই করব যতক্ষণ না আপনারা বিকল্পগুলির মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেন।

আপনার গোষ্ঠীর জন্য কোনো সূর্যাস্ত নেই

আশা-ভরসা কখনও কখনও একটা জঘন্য জিনিস হতে পারে। যখন আপনার পেটে লাথি মারা হয়, কখনও কখনও তা আপনাকে লাথি মারা লোকটিকে পাল্টা আঘাত করা থেকে বিরত রাখতে পারে এই আশায় যে আপনার নিষ্ক্রিয়তা তার মধ্যে এক ধরণের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলবে এবং সে লাথি মারা থামিয়ে ফেলবে। সেই আশা হল সেই ভয়ের কয়েনের অন্য মুখ, যে আঘাতকারীকে পাল্টা আঘাত করলে সে আপনার উপর আরও বেশি করে আঘাত করবে। মানুষ শরীর অসার করে দেওয়া ভয়ের কথা বলে, কিন্তু আশাও মানুষকে অসার করে তুলে।

এক ধরণের হতাশা আছে যা আপনার সমস্ত কর্মশক্তি নিভিয়ে দেয় এবং আপনাকে একটি জীবন্ত শবে পরিণত করে, এবং আরেক ধরণের হতাশা আছে যা আপনাকে সংগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুতে অনুপ্রাণিত করে। আপনি এই দুনিয়ায় হতাশা থেকে পালাতে পারবেন না, আপনি কেবল ঠিক করতে পারবেন যে কোন ধরণের হতাশাকে আপনি নিজের মধ্যে জায়গা দিবেন।

লোকেরা বলে যে বিশ্বের পরিস্থিতি "আপনাকে হতাশায় নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং আপনাকে সংগ্রামী করে তুলুক" কিন্তু সত্যি বলতে, পুরোপুরি হতাশায় না ডুবার আগে আপনি সংগ্রামী হতে পারবেন না। এই মুহূর্তে বিশ্বের যে ধরণের পরিবর্তন দরকার, তা কেবল আত্মঘাতী এবং মরিয়া শ্রমিক শ্রেণির একটি গণ-আন্দোলন দ্বারা আনা যেতে পারে যারা সংগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা সবাই স্বপ্ন দেখছি যে পরিস্থিতি হয়তো ভালো হতে পারে। আর সেই স্বপ্ন ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা প্রয়োজনীয় কাজগুলো করব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সত্যিই, সঠিকভাবে হতাশ হতে শুরু করি।

কুইয়ারদের বিরুদ্ধে গণহত্যা কখনো স্থায়ী হতে পারে না — হয় কেবল চিরন্তন গণশোষণ — কারণ আমরা জাতিগত সংখ্যালঘুদের মতো পূর্বপুরুষ থেকে বংশধরের প্রাপ্তির মতো প্রজনন করি না। দুর্ভাগ্যবশত, এর মানে হলো যে আমাদের কখনও কোনো স্থায়ী ডায়াসপোরাও হবে না। আপনি কখনও সমস্ত কুইয়ারদের বিদেশে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অঞ্চলে বা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না কারণ তারা পরের প্রজন্ম আবার এই ভূমিতেই জন্ম নিবে।

সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য এই দুনিয়ার চাইতে ভালো কিছু রেখে যাওয়ার একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প হল আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেই খানে সংগ্রাম করা। কারণ আপনি কখনোই আপনার সকল মানুষজনদেরকে সরিয়ে নিতে পারবেন না। আপনি কখনোই Moses হতে পারবেন না। আপনার মানুষদেরকে তারা পরের প্রজন্মে আবার দাস বানাবে, ফেরাউন কখনও তাদেরকে মুক্তি দিবে না। এবং তাই আপনার কর্তব্য সেই ফেরাউনকে হত্যা করা।

সেইফ স্পেইস বর্জন করুন

বাংলাদেশে ফ্যাসিজম আসে সেইফ স্পেইস তৈরির আড়ালে। বাংলাদেশের এলজিবিটি (মানুষদের জন্য "সেইফ স্পেইস" এর চেয়ে বড় কোনো কৌতুক আর নেই। এমন একটি দেশে আপনার কোনো সেইফ স্পেইসই থাকতে পারে না, যেখানকার আইন আপনাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে, আপনাকে বিবাহ বা সিভিল ইউনিয়নের অধিকার দেয় না, আপনার প্রিয়জনকে আপনার লাইফ সাপোর্ট নিয়ন্ত্রণ বা আপনাকে কবরের সম্মতি দেওয়ার অধিকার দেয় না। সেইফ স্পেইস তখন বড়জোর একটি ফুটন্ত জলের মতো যা আপনাকে সেদ্ধ করে আস্তে আস্তে, আর আপনি তা বুঝতেও পারেন না কারণ আগুনের শিখা আপনার দৃষ্টিসীমার বাইরে।

একমাত্র প্রকৃত নিরাপত্তা হলো আপনার হাতের অস্ত্র। আপনাকে অবশ্যই সেইফ স্পেইসের এই বিভ্রমকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই ধীরগতির পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যেকোনো একটি দিকে অ্যাক্সিলারেশন হতেই হবে। এটা সত্যিই একটি হাস্যকর ব্যাপার যে, কাপুরুষ জ্যেষ্ঠ এলজিবিটি নেতারা গর্বের সাথে এলজিবিটিদের ক্লোজেট থেকে বেরিয়ে এসে আইনি অধিকার চাওয়ার ধারণার বিরুদ্ধে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে, যদিও তারা জানে যে কতজন এলজিবিটি মানুষ (ক্লোজেটের ভেতরে থাকা এবং বাইরে থাকা উভয়ই) জুলাই মাসের সময় রাস্তায় ছিল, যারা ইতিমধ্যেই রক্তপাতের সাথে পরিচিত, এবং এখন তাদের মন থেকে সেগুলোর আঘাত কাটিয়ে ওঠার বা তাদের সিসহেট মানুষদের মতো একটি ঘরোয়া জীবনের মাধ্যমে স্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনো ভবিষ্যৎ সামাজিক বা আইনি নিরাপত্তা নেই। ফলে, তাদের জীবন হারানো বা সহিংসতার ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

আমি বন্দুক ও বোমাহাতে অস্ত্রসজ্জিত পুলিশ আর আর্মির সামনে রুখে দাঁড়িয়েছি, দা চাপাতিতে আমার কিসের ভয়? আমি আর কীসের জন্য জীবন চালিয়ে যাবো—মৃত্যু অথবা ঘরোয়া জীবন, এই দুটোর বাইরে?

প্রথমে একজন ডানপন্থীকে হত্যা না করে নিজেকে হত্যা করো না

আমি মরতে চাওয়ার ইচ্ছেটা বুঝি। বেশিরভাগ কুইয়াররা কাঠামোগত নির্যাতনের কারণে প্রচণ্ডভাবে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত। তবে, যদি তুমি আত্মহত্যা করো, তাহলে ডানপন্থীরা ৪০% আত্মহত্যার পরিসংখ্যান নিয়ে মজা করবে। এটা করো না। যদি তুমি সত্যিই যন্ত্রণা আর নিপীড়ন থেকে

মুক্তি পেতে চাও, ভবিষ্যতের কোনও আশা নেই যেখানে তুমি তোমার ভালোবাসার কারো সাথে একটি পরিবার তৈরি করতে পারবে, যার ফলে তোমার জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে, তাহলে যদি তুমি মৃত্যু চাও, তাহলে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে মৃত্যুর চেষ্টা করো। একজন রক্ষণশীল এবং/অথবা পুঁজিবাদীকে লক্ষ্য করো। তাদের ক্ষতি করো, তাদেরকে হত্যা করো। এতে পৃথিবী তোমার মৃত্যুর আকাঙ্খা থেকে লাভবান হবে। এবং নিপীড়কদের জন্য, যাদের জীবন সহজ এবং আইনি অধিকার আছে, তাদের জন্য তোমার আত্মহত্যা নিয়ে মজা করাটাও আরও কঠিন হবে যখন তারা তাদের মানুষের মৃত্যু নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে ব্যস্ত থাকবে, কারণ তারাই পরিণত হতে পারে পরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে।

যারা কুইয়ার এবং যারা ভাবছেন আমি আপনাদের জীবনের অবনতি ঘটাবো

বাংলাদেশিরা ভয় পায়। আমরা খুব, খুব ভয়ে থাকি সবসময়। যখন কোনো নারী ইনফ্লুয়েন্সার ক্রিঞ্জি কিছু স্যোশাল মিডিয়াতে করে, আমরা বলি, "কিন্তু তার কাজকারবার সাধারণ মেয়েদের জন্য সামাজিক পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে! তার এটা বন্ধ করা উচিত!" যখন হোচেমিনের (যাকে আমি আমার অন্তরের গভীর থেকে ঘৃণা করি এবং যাকে আমি হত্যা করতে চাই) মতো লোক আসে, আমরা বলি, "কিন্তু তার কাজকর্ম সাধারণ ট্রান্স নারীদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে! তার এটা বন্ধ করা উচিত!" কিন্তু সত্যি বলতে, যদি একজন ব্যক্তির কাজ একটি পুরো সম্প্রদায়কে হত্যাযোগ্য বানায়? তাহলে সেই সম্প্রদায় সবসময়ই হত্যাযোগ্য ছিলো।

আপনি পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার ভয় পাচ্ছেন না, হত্যাযোগ্য হওয়ার ভয় পাচ্ছেন না। আপনি শুধু আপনার চোখের বাঁধন খুলে যাওয়ার ভয়

পাচ্ছেন। আপনি শুধু যা ইতিমধ্যে সমাজে আছে, তা দেখার ভয় পাচ্ছেন— বালিতে মুখ লুকিয়ে থাকা উটের মতো থাকতে পারার সুযোগ হারানোর ভয় পাচ্ছেন। আপনি সেই মানসিক শান্তি পাওয়ার যোগ্য নন। আপনার কাছ থেকে এটি কেড়ে নেওয়া উচিত।

লোকে বলে "অগ্রগতির কিছু ধাপ আছে, আর এই ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তি সেগুলোকে ছেড়ে সিড়ি বাওয়ার চেষ্টা করছে এবং সেটা খারাপ।" কিন্তু না, এটা ধাপ এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় নয়, কোনো ধাপই নেই। কোনো কৌশল নেই। কোনো পরিকল্পনাই নেই। লোকে শুধু 'এইটা' এবং 'ঐটা' অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের 'এইটা' এবং 'ঐটার' জন্য কয়েক হাজার বছর অপেক্ষা করা উচিত— এই ধারণার প্রতি একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে গিয়ে এসব বলে। এটি অধিকারের দাবি লুকানোর জন্য অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য কথা।

ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে যান। যদি কারও কাজ এত বিশাল চেইন রিএকশন সৃষ্টি করতে পারে, তবে সেই চেইন রিএকশনের ভয়কে সেটির মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই জয় করতে হবে। ভীতু হওয়া বন্ধ করুন।

কুইয়ার কর্মীদের নীরব থাকতে বলার পক্ষে সবচেয়ে হাস্যকর যুক্তি হলো, "অনেক গোপনে থাকা কুইয়ার আছেন যারা অধিকারের লড়াই চান না। তারা শুধু নিজেদের জীবন যাপন করতে চান।"

এটা নাগরিক অধিকারের লড়াইকে ভিত্তিহীন পরিচয় রাজনীতিতে পরিণত করে। যদি কোনো গোপনে থাকা কুইয়ার তাদের অধিকার না চায়, তবে মানুষ হিসেবে তাদেরকে আমি গুরুত্ব দেই না। আমি কেনো এমন কোনো আহাম্মককে পাত্তা দেবো যে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে এবং অধিকারকামী কুইয়ারদের প্রতি সংহতি দেখানোর বদলে তাদের নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে— কারণ ফোন খুললে তাকে এক সপ্তাহের জন্য অনলাইনে কিছু বিদ্বেষমূলক মিম দেখতে হয়? তারা এমন একটি স্থিতাবস্থায় বাস করে যা

স্বভাবতই ভয়ংকর। স্থিতাবস্থা যদি পরিবর্তনের লড়াইয়ের চেয়ে তাদের কাছে বেশি শান্তিপূর্ণ হয়, তবে তাদের সেই শান্তি পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাদের বালের শান্তি অবশ্যই ভঙ্গ করতে হবে। আরও মানুষের মৃত্যু হওয়া প্রয়োজন। মৃত্যুর মাধ্যমেই অগ্রগতি হয়। আমাকে ঘৃণা-মূলক অপরাধের শিকার হতে হবে। আপনাকে ঘৃণা-মূলক অপরাধের শিকার হতে হবে। আমাদের সবাইকে ঘৃণা-মূলক অপরাধের শিকার হতে হবে। যদি সংঘাতকে চলমান রাখতে সেটার প্রয়োজন হয়। কারণ নিরীহ স্থবিরতার চেয়ে সংঘাত উত্তম।

আপনি কি জানেন কত কুইয়ার মানুষরা নিজের হাতেই আত্মহত্যা করে? কতজন আইনি অধিকার না থাকার কারণে, প্রাতিষ্ঠানিক কারণে, নিষ্ক্রিয়ভাবে মারা যায়? তাই প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া এক-দুটি মৃতদেহ কোনো পার্থক্য গড়ে না। আপনি যদি অমলেট চান, তবে ডিম ভাঙতেই হবে। এবং হয়তো আপনি অমলেট চান না, কিন্তু আমি চাই— কারণ আমি ক্ষুধার্ত। আমি কেবল সেই সব মানুষকে নিয়েই ভাবি যারা পরিবর্তন চায়। যারা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট, সেই সব দুর্বল আকাইম্মাদের নিয়ে নয়। তাই তারা যদি দুর্বলতার মধ্যে ডুবে থাকতে চায়, তবে ডুবে মরাই তাদের প্রাপ্য হবে। কারণ এই ব্যবস্থাটাই ট্রান্স শিশুদের পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। বিবাহ অধিকার না থাকার কারণে ট্রান্স নারী ও ট্রান্স পুরুষরা হাসপাতালে একা মারা যান, তাদের সঙ্গীরা তাদের দেখতে যেতে পারেন না। যেসব কুইয়াররা গোপনে থাকে, তারা বেশিরভাগ প্রকাশ্য কুইয়ারদের মতো এত সমস্যার মুখোমুখি হয় না (প্রকাশ্য কুইয়াররা সাধারণত ট্রান্স মানুষ হয়ে থাকে, কারণ ডিসফোরিয়া তাদেরকে প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য করে; এই কারণেই ঐতিহাসিকভাবে ট্রান্স মানুষরা সবসময় কুইয়ার অধিকার আন্দোলনের সম্মুখে ছিলো, এই কারণে নয় যে আমরা জন্মগতভাবে ভালো, সাহসী এবং চমৎকার মানুষজন, বরং এই কারণে যে আমাদের লড়াই করা ছাড়া বেচে থাকার আর কোনো উপায়

নেই)। তাই অধিকারের লড়াই যদি কিছু গোপন থাকা মানুষের জীবনকে আরও খারাপ করে তোলে, সে ট্রান্সই হোক বা সিস, বা তারা প্রকাশ্যেই থাকুক— তবুও তাই হোক। আপনি একটি বিদ্বেষমূলক শোষণমূলক ব্যবস্থায় জন্ম নিতে চাননি, তবুও আপনি এখানে জন্ম নিয়ে বেচে আছেন এবং নিস্ক্রিয় একটা জীবন যাপন করছেন। তাই আপনি আপনার অধিকার না চাইলেও, আমরা যারা এটা চাই, তারা এর জন্য লড়াই চালিয়ে যাবো এবং আপনাকে কেবল এর মধ্য দিয়ে এটা মেনে নিয়ে নিস্ক্রিয় হয়ে জীবন চালিয়ে যেতে হবে অথবা ধ্বংস হতে হবে।

আপনার অস্তিত্ব বিপ্লবী নয়

এলজিবিটি হিসেবে আপনার ক্রমাগত জীবন বা নিছক অস্তিত্ব আসলে স্থিতাবস্থার প্রতি কোনো মধ্যম আঙ্গুল প্রদর্শন নয়। কারণ শাসক শ্রেণী কেবল এমন ভাব দেখায় যেন তারা আপনাকে মৃত দেখতে চায়। আসলে তারা তা চায় না। তারা চায় যে আপনি চিরকাল কষ্ট পান, চিরকাল শোষণযোগ্য থাকুন। তারা চায় যে আপনি টিকে থাকুন, তবে তাদের পায়ের নিচে, সামাজিক স্তরে সবার নিচে, যাতে তারা নিজেদেরকে অন্যদের উপরে ভাবতে পারে। যাতে তারা নিজেদের ক্ষমতা অন্য কারো উপর খাটাতে পারে ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য সেটার ব্যবহার, যাতে তারা আপনাকে ক্রমাগত শোষণ করতে পারে।

আপনার সমগ্র কুইয়ার সম্প্রদায় যদি মরে যায়, যদি সমস্ত প্রান্তিক মানুষ মরে যায়, তবে এই লোকেরা নিজেদের নিয়ে কী করবে তা বুঝে উঠতেই পারবে না, তাদের নিজেদের মধ্যেই বিভাজন তৈরি করতে হবে কেবল অন্য কারো উপরে দাঁড়ানোর জন্য।

আপনার নিছক অস্তিত্ব, সেই কারণেই, নিজে থেকে বিপ্লবী নয়—যতক্ষণ না আপনি এমন কার্যকলাপ শুরু করেন যা সামাজিক স্তরবিন্যাসের পিরামিডে তাদের কর্তৃত্বকে সরাসরি অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। যতক্ষণ না আপনি সেই অধিকারগুলি দাবি করেন যা আপনাকে তাদের পায়ের নীচ থেকে বের করে আনবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি অই কুত্তার বাচ্চাদেরকে খুন করেন।

জুলহাজকে নিয়ে কান্নাকাটি করা বন্ধ কর, শকুনের দল

বাংলাদেশে সমকামীরা যতজন না মারা গেছে বিদ্বেষমূলক অপরাধে তাদের অধিকারের দাবি তোলায়, তার চেয়ে বেশি মারা গেছে পরোক্ষভাবে ধুকে ধুকে তাদের নাগরিক অধিকার ও আইনি স্বীকৃতি না থাকায়। যেসব দেশে এলজিবিটি-বান্ধব আইন আছে, সেখানেও তো সমকামীরা বিদ্বেষমূলক অপরাধে মারা যায়। পার্থক্য শুধু এই যে, বাংলাদেশিরা জুলহাজ এবং তার সঙ্গীর মৃত্যুকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণার বদলে এক অন্তহীন দুঃখের গল্প আর ভয় দেখানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। আমাকে কি শুনতে কর্কশ লাগছে? তাদের মৃত্যুর গুরুত্বের প্রতি কি আমাকে অসম্মানজনক মনে হচ্ছে?

কারণ, যারা এই মৃত্যুকে লড়াই ছেড়ে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের দ্বারাই জুলহাজ আর তনয়ের মৃত্যু ইতিমধ্যেই গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। যাই হোক, যেসব বাংলাদেশি এলজিবিটিরা বিদেশে আশ্রয় নিতে চায়, তাদের সম্ভবত দেশের এলজিবিটি-বিরোধী আইনগুলো অপরিবর্তিত রাখার পেছনে একটা বিশেষ স্বার্থ আছে, তাই শুধু বলে রাখলাম।

আমি যদি যাই মারা

প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম, মুক্তির প্রতিটি যুদ্ধে, স্বাধীনতার যোদ্ধারা মর্মান্তিক উপায়ে খুন হয়েছেন। মার্কসবাদী থেকে মাওবাদী, কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার কর্মী থেকে ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে শুরু করে জুলাই ২০২৪-এর বিক্ষোভকারী এবং এলজিবিটি অধিকারবাদী—সকলেই।

যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার মৃত্যুকে পারভেজ আলম এবং এনজিও-তে কাজ করে এলজিবিটিদের মতো শকুনরা ব্যবহার করবে এটা প্রচার করার জন্য, যে বাংলাদেশের কুইয়ারদের কখনওই আইনি অধিকারের জন্য লড়াই করা উচিত নয়, বরং তাদের উচিত ক্লোজেটের ভিতরেই ধুকে ধুকে মরে যাওয়া। এই কুত্তার বাচ্চাদের কথা শুনবেন না।

যেমনটি হিউয়ি নিউটন বলেছিলেন, "সবার আগে যে জিনিসটি একজন বিপ্লবীকে মেনে নিতে হবে, তা হলো তার ধ্বংস এবং বিনাস সুনিশ্চিত।" অবিচারের দেয়ালের উপর নিজেদের দেহ ছুঁড়ে ফেলুন, যতক্ষণ না পর্যন্ত কিছু একটা ফাটল ধরে।

“এহ এহ এহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে…”

মানুষেরা প্রথম বিশ্বের ক্ষেত্রে "ডানপন্থী/বামপন্থী" আলোচনা প্রযোজ্য হলেও তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়— এমন কথা বলতে ভালোবাসে। কিন্তু এই লোকেরা রাজনীতির **সারবস্তুর** চেয়ে **বাহ্যিকতাকে** দেখিয়ে বলে যে বাংলাদেশের রাজনীতি এই ডান/বাম কাঠামোর মাধ্যমে বোঝা যায় না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? দিনের শেষে, বুর্জোয়া শ্রেণির সকল রাজনীতিই ডানপন্থী এবং শ্রমিক শ্রেণির সকল রাজনীতিই বামপন্থী। আমাদের দলগুলোর রাজনীতি সামরিক বাহিনী এবং পুঁজির তালে নাচে

না— এমনটা মনে করা হাস্যকর। আর পুঁজির সুর সারা বিশ্ব জুড়েই বাজে। এই পার্থক্যের ঘোষণাগুলো বৈশ্বিক শ্রমিক শ্রেণিকে সংহতি গঠন করা থেকে বিরত রাখার একটা কৌশল বলেই মনে হয়। আমরা ভিন্ন কোনো প্রাণী নই।

যখন lgbtরা পশ্চিমা অ-পশ্চিমা সব দেশেই সিস্টেমিকালি মারা যাইতেছে, তখন তারা আপনাকে পশ্চিমা বুর্জোয়া এজেন্ট বলে ডাকে। lgbt কমিউনিটির মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলো এবং তারা এরপরও চোখ-কান বন্ধ করে আমাদেরকে লীগারদের এজেন্ট বলে ডাকতে থাকে। আপনি যদি তাদের ধর্মীয় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেন বা আপনি যদি তাদের সাথে মিলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেন— পরের সিস্টেমেও তারা আপনাকে সেই মতাদর্শের এজেন্ট বলে ডাকতে থাকবে, যেটিকে তারা ঘৃণা করে।

একমাত্র করণীয় হলো, আরেকটি সামাজিক উত্থানের আগে, এখনই আপনার অধিকারগুলো আদায় করে নেওয়া। আপনার অধিকারগুলো আদায় করুন এবং সমাজে আপনার স্থান প্রতিষ্ঠা করুন, আর তাদের সাথে নিজেকে একীভূত করুন। এমনটা করুন যাতে পরের বার যখন আরেকটি উত্থান আসে, তখন আপনার জ্ঞাতিরা তাদের ভাই-বোন, শিক্ষক এবং বন্ধু হয়— এবং তা প্রকাশ্যে হয়। এমনটা করুন যাতে আপনাকে উপড়ে ফেলা তাদের নিজেদের উপড়ে ফেলা ছাড়া অসম্ভব হয়ে যায়।

"গরীব মানুষরা ক্যুয়্যার হতে পারে না—বস্তির হিজড়া বেশ্যারা গোণার মধ্যে আসে না"

Exterminating Angel নামের একটি ফিল্ম ছিল, যেখানে এক বুর্জোয়া চরিত্র বলে যে তার ধারণা গরীব মানুষরা নাকি জৈবিকভাবেই কম ব্যথা অনুভব করে (এই গতানুগতিক ধারণাটি এতটাই প্রচলিত যে এটি গরীব মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবায় পর্যন্ত প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে এবং 'জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল সোশ্যাল সাইকোলজি'তে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে তাদের ট্রিটমেন্ট যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে)। আমাদের "পুঁজিবাদ-বিরোধী" "বুদ্ধিজীবীরাও" প্রায়শই "সংহতির" নামে এমন একই ধরনের অমানবিক বুলি ছড়ায়। কারণ, শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যের চুরি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে অনেক বেশি পরিশ্রমের দরকার। তাই আমাদের ভাগ্যে জোটে consumerism ও pseudo-psychoanalysis নিয়ে গরুর রচনা আর অভ্রচটি।

যখন তাদের "বিগ ফার্মা"র মানসিক রোগের অষুধের বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে ইচ্ছে হয়, তারা ঘোষণা করে যে গ্রামীণ গরীব মানুষদের কোনো মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক অক্ষমতা নেই, আর এই ধরনের অসুস্থতা নাকি শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের মাঝেই দেখা যায়। গ্রামীণ বাড়িগুলো আত্মহত্যা আর আত্মক্ষতির ঘটনায় ভরা, কিন্তু হ্যাঁ রে মূর্খ, যে শিশুটি নিজের জীবন শেষ করতে শ্যাওলা-ভরা জলের পুকুরে ঝাঁপ দিল, সে কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছিল না। এই গ্রামীণ গরীবদেরকে "অকলঙ্কিত" বা "সরল" হিসাবে দেখানোর ভুয়া শ্রদ্ধা একটা noble savage ট্রোপ। আর কিছু না। "সরল সোজা চাষাভুষা"? বুদ্ধিজীবী শালা, তোকে একশো টন ইসুবগুলের ভূষি খাওয়াইয়া তোর পাকস্থলী ফাটাইমু, কুত্তার জাত।

তারা দাবি করে—যদি তারা lgbt মানুষদের ভালোবাসার ক্ষমতাকে স্বীকারই করে প্রথমে, যৌন কাজ হিসেবে না দেখে—যে "ভালোবাসা ও স্নেহ" নাকি গরীবদের জন্য নয়—আর তাই বাংলাদেশে সমকামী অধিকার অর্থহীন। এই জানোয়ারগুলো প্রথমে মানুষের শ্রমের মূল্য কেড়ে নেয়, এবং তারা সাধারণ মানুষের জটিল চিন্তাক্ষমতার শক্তি অস্বীকার করে, যেন

আমরা "হ্যাঁ হুজুর, না হুজুর, আমি খুব খুশি হুজুর" এর বাইরেও কিছু অনুভব করতে পারি না বা মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে পারি না, আর তারপর তারা আমাদের এই স্বীকৃতিও কেড়ে নেয় যে আমরা আদৌ কাউকে ভালোবাসার ক্ষমতা রাখি। তারা আমাদেরকে অমানুষ হিসেবে দেখে, এবং তার চেয়েও নিচে, তারা আমাদেরকে অ-জানোয়ার হিসেবে দেখে—কারণ এমনকি জানোয়াররাও সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম, আর একই লিঙ্গের সম্পর্ক অন্যান্য জানোয়ারদের মধ্যেও হয়। তারা আমাদেরকে জানোয়ারদের চেয়েও খারাপ কিছুতে পরিণত করে, তারা আমাদের মাংশের একটি মণ্ডতে পরিণত করে যা অন্যান্য মাংশের মণ্ডের সাথে পিষে ফেলা হয়েছে। আর আমাদের অস্তিত্ব চিবিয়ে গিলে ফেলার সময় তারা ঘোষণা করে যে তারা আমাদেরকে নিয়ে কতোটা করুণা বোধ করে।

TLDR: "এলজিবিটি মানুষদের গণশোষণ এলজিবিটি মানুষদের গণহত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর**"**

এই চ্যাপ্টারে আমি আমার গোটা ম্যানিফেস্টোটি আবারো পুনরাবৃত্তি করবো।

এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করার আগে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, পুঁজিবাদ থেকে উপকৃত সকল পুঁজিবাদীরা হয়তো সচেতনভাবে বোঝে না যে তারা শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য চুরি করছে। তাই যখন আমরা এলজিবিটি-বিরোধী বিদ্বেষের কাঠামোগত উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলবো, তখন প্রশ্ন জাগবে: “আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সকল হোমোফোব এবং ট্রান্সফোব এই সব কিছু হিসেব করে রেখেছে? যে তারা এই নীলনকশাটি মাথায় নিয়ে ঘুরছে?” এবং উত্তরটি পুঁজিবাদীদের ক্ষেত্রে যা বলতাম তাই হবে: যদিও তারা সবাই মানুষের উপর রাখা নিপীড়নমূলক কাঠামো কীভাবে সেই মানুষদেরকে শোষণ করে তা না বোঝে, তবুও সেই

কাঠামোকে বহাল রাখার মাধ্যমে তারা লাভবান হয় এবং সেই কাঠামোর অন্যায়ের ভাগ তাদের হাতে পড়ে।

এখন আমরা এই প্রশ্নে আসি: হোমোফোবিয়া আর ট্রান্সফোবিয়ার উদ্দেশ্য কী? অবশ্যই, সকল বিদ্বেষবাদী ধারণার একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে, সেটি হলো সমাজকে যতটা সম্ভব শ্রেণীবিন্যাসে বিভক্ত করা, যাতে এক শ্রমজীবী ব্যক্তি অন্য শ্রমজীবী মানুষকে তার থেকে নিচু সামাজিক অবস্থানে কল্পনা করে কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ আর ক্ষমতা অনুভব করতে পারে এবং পুঁজিবাদীদের নিচে তার নিজের অবস্থানকে প্রাকৃতিক হিসাবে দেখতে শুরু করে। বিদ্বেষমূলক মতবাদ নিম্নবিত্ত সংখ্যালঘু পরিচয়ের মানুষদের শ্রমের শোষণকে সহজ করে, যেমন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দাসত্ব। অথবা জন্মগত নারী ও জন্মগত পুরুষদের মধ্যে মজুরি ব্যবধান (কর্মক্ষেত্রে ট্রান্স পুরুষ ও ট্রান্স নারীদের মজুরি আরও কম)। বিদ্বেষমূলক মতবাদের লক্ষ্য বেশিরভাগ সময় গণহত্যা না, এর লক্ষ্য গণশোষণ এবং গণদাসত্ব।

আর তারপর আছে জোরপূর্বক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটা, নারীরা পুঁজিবাদীদের কাছে ভবিষ্যতের শ্রমিক এবং সৈনিক তৈরির জন্য গর্ভযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রমের বাজারে শ্রমিকদের সরবরাহ পুঁজিবাদীদের চাহিদা ছাড়িয়ে গেলে শ্রমের মজুরির ভারসাম্য আরও নিচে নেমে আসে এবং এইভাবে পুঁজিবাদীদের জন্য মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে, বন্ধ্যা জন্মগত নারীদের প্রতি এমন হিংসা ও অবহেলা করা হয় যা সমাজ দ্বারা ট্রান্সজেন্ডার নারীদের বিরুদ্ধে করা আচরণের কাছাকাছি—কারণ তারা উভয়েই জন্মদান করতে পারে না। এবং এইভাবে, যে সমস্ত গার্হস্থ্য সম্পর্ক সন্তান তৈরি করে না, সেগুলিকে নিন্দা করা হয়। কিন্তু অবশ্যই, অস্থায়ী এলজিবিটি সম্পর্কগুলিকে শাসক কাঠামো দ্বারা বিদ্যমান থাকতে দেওয়া হয়, যে সম্পর্কগুলোর স্থায়িত্ব কাঠামোগতভাবে ভেঙে দেওয়া হয়।

এটি একটি নতুন ঘটনা নয়। একটি অনুরূপ কাঠামো সামন্ততন্ত্রের অধীনেও চলেছিল, যা প্রায়শই ভুলভাবে "সহনশীলতা" হিসাবে মহিমান্বিত হয়। হ্যাঁ, সমলিঙ্গের আকাঙ্ক্ষা কখনও কখনও সহ্য করা হত কিন্তু একটি নৃশংস শর্তে: আপনাকে বিষমকামীভাবে বিয়ে করতে হবে এবং বৈধ উত্তরাধিকারী জন্ম দিতে হবে, বিশেষ করে যদি আপনি আপনার রাজত্বকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য নিজের ঐশ্বরিক রক্তের দাবি করে থাকেন। আপনার সমকামী ইচ্ছাগুলি শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য পতিতা এবং উপপত্নীদের সাথে পূরণ করা যেতে পারত যাদের কোনো আইনি বা সামাজিক অধিকার ছিল না। হিজড়া মানুষ, যারা কখনও কখনও কর সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করতো, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইহুদি ব্যাঙ্কারদের মতো একটি টোকেনাইজড ভূমিকায় আটকে ছিলো। এটি গ্রহণযোগ্যতা ছিলো না; এটি ছিলো বস্তীকরণ। এই ঐতিহাসিক বিন্যাসটি বর্তমান পরিস্থিতির মতোই, যেখানে বিবাহিত রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীরা গোপনে দ্বৈত জীবন যাপন করে, যারা গোপনে নিম্নবিত্ত এলজিবিটি পতিতাদেরকে শোষণ করে, অথচ প্রকাশ্যে সেই আইনগুলিকেই সমর্থন করে যা সেই শোষণকে সম্ভব করে তোলে।

এবং এখানে, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসি। এটি বোঝার জন্য, আমাদের স্ট্যাফোর্ড বিয়ার দ্বারা তৈরি সাইবারনেটিক্সের একটি সাধারণ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে হবে: "একটি সিস্টেমের উদ্দেশ্য হল তাই যা তা করে।" তিনি বলেছিলেন, "এই দাবি করার কোনো মানে হয় না যে একটা সিস্টেমের উদ্দেশ্য তা যা সেটি ক্রমাগত করতে ব্যর্থ হয়।" একটি সিস্টেমের উদ্দেশ্য তার সৃষ্টিকর্তা বা প্রবক্তারা কাগজে কলমে যা বলে তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো বাস্তবে সেটি যা করে তা।

এলজিবিটি-বিরোধী ব্যবস্থা কী করে? এটি কি এলজিবিটি মানুষের যৌন কার্যকলাপ বন্ধ করে? যদি তা করে, তাহলে কেনো এলজিবিটি পতিতাদের সংখ্যা অসমানুপাতিক হারে বেশি?

কী হয়, যখন একটি গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য-বিরোধী আইন না থাকে ? যখন তাদের বিবাহ অধিকারকে অস্বীকার করা হয়?

একটি শিশুকে লম্বা চুল রেখে মেয়ের মতো দেখতে চাওয়ার জন্য হয়রানি করা হয়, তাকে তার শিক্ষক এবং সহপাঠীরা মারধর করে, তার একাডেমিক কর্মক্ষমতা খারাপ হয়। এমন এক বিশ্বে যেখানে শিশুরা তাদের পিতামাতার ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ, সেখানে সে একটি নষ্ট বিনিয়োগে পরিণত হচ্ছে। আর বিবাহের কী হবে? বিবাহ হলো পরিবারের জন্য সংযোগ, সামাজিক পুঁজি এবং সত্যিকারের পুঁজি অর্জনের একটি বিনিয়োগ। এলজিবিটি মানুষদেরর জন্য বিবাহের অধিকার না থাকা মানে সেই দিক থেকেও শিশুটি বড় হওয়ার পর কোনো সুবিধা দান করতে পারবে না। তাই যা ঘটে তা হলো আপনি খারাপ বিনিয়োগ থেকে সরে আসেন।

শিশুটিকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। শিশুটির শিক্ষার সুযোগ নেই এবং তাই চাকরির সুযোগও নেই। আমাদের দেশে আমরা হিজরা কম্যুনগুলোকে মহিমান্বিত করি, তাই না? পোস্ট-কলোনিয়ালিস্ট আর ডিকোলোনাইজাররা এটি খুব ভালোবাসে। শিশুটি, এখন গৃহহীন, এই বিন্যাসিত কম্যুনে যায়, এবং যখন একটি দুর্দশাগ্রস্ত, শিক্ষা বা চাকরিহীন সম্প্রদায়কে ভিক্ষা বা পতিতাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়, এবং পতিতাবৃত্তিতে শিশুদের বিক্রি করে টাকা আসে বেশি, তখন কী হয়? যখন ধনী ব্যক্তিরা তাদের ব্যাগে টাকা নিয়ে আসে, তখন কী হয়? শিশুটির কী হয় তখন?

তাকে। ধর্ষণ। করা। হয়।

পুঁজিবাদীদের কাছে, এটি এলজিবিটিবিদ্বেষী কাঠামোর একটি ত্রুটি নয়, এটি একটি ফিচার, সেই কাঠামোর আসল উদ্দেশ্য, তার জন্য নির্যাতন করার জন্য তরুণ দেহের একটি সদা-সরবরাহ তৈরি করা।

এই পতিতারা চিকিৎসাক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে খুব বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধ সম্পর্কের সুযোগ নেই, তাই তাদের সঙ্গী যখন তারা অক্ষম হয় তখন জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মতি দিতে পারে না। শাসক শ্রেণীর দ্বারা প্রচলিত সামাজিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ট্রান্সজেন্ডারদের সঙ্গীরা প্রায়শই তাদের সম্পর্ক সমাজের কাছে গোপন রাখে এবং যখন ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন হাসপাতালে তাদের মৃত্যুশয্যায় এমনকি দেখা করতেও তারা যায় না।

এবং এইভাবে, নতুনদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য পুরোনো পতিতারা মারা যায়।

কিন্তু চিন্তা করবেন না! উদারপন্থীরা নিশ্চয়ই ট্রান্সজেন্ডার মানুষদেরর জন্য সাংস্কৃতিক শব্দ আর বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে এই বস্তুগত শোষণকে ধ্বংস করবে যা শাসক শ্রেণীকে উপকৃত করে। নিশ্চয়ই, ট্রান্সজেন্ডারের বদলে আমাদেরকে প্রান্তিক লিঙ্গ বলে ডাকলেই শাসক শ্রেণীর আইনি অধিকার অস্বীকার করার প্রণোদনা দূর হবে! নিশ্চয়ই, শিশু পতিতাকে শিশু পতিতা না বলে একজন পারফর্মার বা বিনোদনকারী বলে ডাকলে সেই সমস্যাটি ঠিক হয়ে যাবে, যা তারা স্বীকারই করতে চায় না!

এই কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক যুগ থেকে চলে আসছে। আমাদের ঘেটুপুত্র বা হিজড়া বা কটি বা যা খুশি ডাকুন, দিনের শেষে ফলাফল একই, আইনি অধিকারের অভাবে এলজিবিটিদের পতিতাবৃত্তিতে ঠেলে দেওয়া হয়।

জন এফ কেনেডি একজন দুষ্ট মানুষ ছিলেন, যিনি কমিউনিস্টদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি, তার আত্ম-সচেতনতায়, একটি জিনিস বুঝেছিলেন: "যারা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবকে অসম্ভব করে তোলে তারা সহিংস বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলবে।"

এবং শাসক শ্রেণী কখনই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবকে সম্ভব করবে না।

আর যদি এই কাঠামোর উদ্দেশ্য হয় কুইয়ার শিশুদেরকে পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দেওয়া, তাহলে আমার নৈতিক কর্তব্য হবে এই সিস্টেমকে খুন করা।

ভবিষ্যতে আমার কর্মকাণ্ডের নিষ্ফলতা নিয়ে:

"নাহ্, তুমি লাগামহীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী অ্যাডভেঞ্চারিজমে যুক্ত হচ্ছো। এ থেকে ভালো কিছু আসবে না।"

আমি আমার তাৎপর্যহীন কর্মকাণ্ডের নিষ্ফলতা সম্পর্কে সচেতন এবং সৎ। আমি তুচ্ছ জিনিসের জন্য বিলীন হতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা, যারা কুইয়ার লিবারেশনের জন্য জ্ঞানী বা মাথা ঠান্ডা বা কোনো পরিকল্পনা আছে বলে ভান করো, সেই 'মিত্র'রা সৎ নও। তোমাদের পরিকল্পনাগুলি হলো:

১) হোমোফোব এবং ট্রান্সফোবদের উপহাস করা এই বলে যে তারা নিজেরাই অনলাইনে ছদ্মবেশী এলজিবিটি।

২) এলজিবিটি ইস্যু নিয়ে আলাপচারিতাকে "অর্থহীন সংস্কৃতি যুদ্ধ" বলে আখ্যায়িত করা, এই ধারণায় যে এটি ডানপন্থীদের কুইয়ারফোবিয়া থেকে বিরত রাখবে, বামপন্থীদের দ্বারা কুইয়ার নিপীড়নকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বদলে।

৩) দাবি করা যে কুইয়ারদের আইনি অধিকার কোনো ব্যাপার না, এবং আইনি স্বীকৃতি ছাড়া অপরাধী হিসেবে বিবেচিত কুইয়াররা, যারা পরিবার গড়তে না পারার কারণে মারা যাচ্ছে, তারা যেন ডানপন্থী শোষণকারীদের "হৃদয় ও মন" পরিবর্তন করার চেষ্টা করে।

৪) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান পেডোফিলিয়াকে সমকামিতার সাথে ভুলভাবে মিলিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে "ভণ্ড" বলে উপহাস করা।

৫) এমন রাজাদের নিয়ে পোস্ট করা, যাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক যৌন-দাস ঘেটু ছিল যাদেরকে তারা ধর্ষণ করেছিল, যাতে মানুষ মনে করে কুইয়ারনেস "ইতিহাস" এবং "সংস্কৃতির" অংশ— বরঞ্চ ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক উদাহরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে এইটা স্বীকার করা যে, বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকর, অ-নিপীড়ক সর্বহারা এলজিবিটি সম্পর্ক অতীতে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস না হলেও সময়ের সাথে সেগুলোর স্মৃতি ও স্মারক জীর্ণতার কারণে নষ্ট হয়ে যেত।

৬) মাওলানা ভাসানীর উদ্ধৃতি পাঠানো যে, পুঁজিবাদ-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমালোচনা ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি অবিচার নিয়ে চিন্তা করার নিষ্ফলতা নিয়ে, কারণ আমার অধিকাংশ পোস্ট তোমাদের নির্বোধ মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, যা তোমাদের বুঝতে দেয় না যে আমি ক্রমাগত কুইয়ার বিষয়গুলিকে শ্রেণি-সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি।

৭) এই ধারণায় থাকা যে এলজিবিটি মানুষদের জন্য নতুন নতুন শব্দ নিয়ে আসার শব্দচয়নগত অনুশীলন আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এইটা ভাবা যে ট্রান্স মহিলাদের "তৃতীয় লিঙ্গ" বললে ডানপন্থীরা আমাদেরকে "গ্রহণ" করবে। বরঞ্চ এইটা উপলব্ধি না করা যে এটি নির্বোধীতা।

৮) ট্রান্স মহিলাদের জন্য আলাদা বস্তি তৈরি করা যেখানে সামাজিকভাবে নির্বাসিত হয়ে আমরা ধীরে ধীরে এবং কাঠামোগতভাবে খুন হবো।

৯) কিছু ট্রান্স মহিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উদাহরণকে ব্যবহার করে দাবি করা যে বাংলাদেশে অগ্রগতি হয়েছে।

১০) এক এলজিবিটি পরিচয়কে অন্য এলজিবিটি পরিচয়ের উপর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা।

১১) অ্যালান টুরিং/অস্কার ওয়াইল্ডকে "ভালো এলজিবিটি"র উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা কারণ তারা তাদের পরিচয় গোপন রাখতো (হোমোফোবিক আইনি শাস্তির কারণে তারা মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা নির্বোধরা মনে করো এইটা অনুসরণীয়)।

১২) কুইয়ারদের বলা যে পুঁজিবাদ পতনের জন্য অপেক্ষা করতে তাদের অধিকারের কথা বলার আগে, যখন অধিকারের অভাব সক্রিয়ভাবে তাদেরকে মেরে ফেলছে এবং কোনো গ্যারান্টি নেই যে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো তাদের নিপীড়ন করবে না যদি কুইয়ার ও সংখ্যালঘু অধিকারের জন্য শ্রমিকদের অধিকারের সাথে সাথে লড়াই না করা হয়।

১৩) কুইয়ারদের লেবেল বা এলজিবিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে মানা করা – কারণ তোমরা এমন নির্বোধ যারা সমকামিতাকে যৌন কর্মের সাথে সহজাতভাবে জড়িত মনে করো, ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রকৃত সম্পর্ক এবং সহাবস্থানের সাথে নয়— যার অস্বীকার ও দমন বিরোধী প্রতিরোধের জন্য পরিচয় প্রকাশ করা আবশ্যক।

তোমাদের কারো কাছেই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং মানুষের মানবিকতার কাছে করুণার আবেদনকারী ভিডিও পোস্ট করার মতো বাতুল কাজ ছাড়া কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নেই। আমি অর্থহীনভাবে মরে যেতে রাজি, কিন্তু তোমাদের এই মিথ্যা, কাপুরুষ মিত্রতার সাথে যুক্ত হতে চাই না। আমি তোমাদের মতো কারো কাছে সহানুভূতি চাই না, আর তোমাদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতিও নেই। হিংসাত্মক কুইয়ার প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হলো carrotএর জন্য stick হওয়া। যখন আমরা সহিংস কুইয়ার প্রতিরোধ করব, তখন কুইয়ারদের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং আরও আন্তরিক শান্তিবাদী আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসবে। আমাদেরকে শান্তিবাদীরা নিন্দা করলেও, শাসক শ্রেণি শান্তিবাদী

অংশের সাথে আলোচনা করবে, যা শাসকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে কুইয়ারদের অধিকার দিতে তাদের কোনো লাভ-মুনাফা না আসায় করবে না। যখন আমাদের অনাধিকারের ফলস্বরূপ তাদেরকে হারানোর মতো কিছু দেওয়া হবে— তখনই তারা বাধ্য হবে। এভাবেই প্রতিটি শান্তিপুর্ণ আন্দোলন, যা কিছু অর্জন করেছে, তা কাজ করেছে। ইশপের গল্পের সেই শিয়ালরূপী শান্তিবাদীদের জন্য সর্বদা বাঘরূপী সহিংস কর্মী থাকে।

বাংলাদেশে কুইয়ার অধিকার আদায়ের প্রতিটি শান্তিপূর্ণ পথ চেষ্টা করা হয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। লেখকরা নিহত হয়েছেন বা তাদের বই তাক থেকে সরানো হয়েছে, যারা রাজনীতিবিদ হওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

তাহলে আমাকে বলো, আইনি অধিকারের লড়াই করার জন্য সহিংস সমাধান এবং সহিংস কুইয়ার প্রতিরোধ ছাড়া আর কী বাকি আছে? সহিংস কুইয়ার প্রতিরোধই হলো এখন পর্যন্ত একমাত্র জিনিস যা চেষ্টা করা হয়নি। আমি ফাজলামো করছি না, আমি বড় বড় কথা বলছি না, এটিই বস্তুগতভাবে, অনস্বীকার্যভাবে একমাত্র জিনিস যা আমরা এখনো চেষ্টা করিনি।

আমাদের জন্য পরিস্থিতি সহনীয় নয়। এবং যখন পরিস্থিতি অসহনীয় হয়, তখন বিদ্রোহ অনিবার্য হয়। বর্তমানে আমি যে বেঁচে আছি এবং (তুলনামূলকভাবে) মানসিকভাবে ভালো আছি, তার কারণ হলো আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন ভেঙেছি/আইনের চোখে সন্দেহজনক কাজ করেছি, একইসাথে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সুগবেষিত ছিলাম যাতে আরও বিপজ্জনক ফাঁদগুলি এড়াতে পারি। অর্থাৎ, আমি একজন সাধারণ মানুষ নই এবং আমার মতো একই শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষ একই আইনি কাঠামোর অধীনে এত বেশি দিন বাঁচতে পারত না বা এতটা উন্নতি করতে পারত না বা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকত না।

আমি এই কথাগুলি অহংকার করার জন্য বলছি না, আমি বলতে চাইছি যে আমার অস্তিত্ব আইনি অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি আইনি অগ্রগতির উদাহরণ নই।

আমি বলছি যে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোক হয়তো কোনোভাবে বেঁচে থাকতে পারে এবং পার পেয়ে যেতে পারে, তার মানে এই নয় যে বেশিরভাগ মানুষ পারবে। সুতরাং, আপনাকে আইন পরিবর্তন করতে হবে - যারা কেবল ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছে সেই মুষ্টিমেয় লোকের দিকে ইঙ্গিত করে "দেখুন? আইনগতভাবে পরিস্থিতি সহনীয়" বলার পরিবর্তে। পরিস্থিতি সহনীয় নয় এবং আইনি অধিকারের অভাবে যতজন মারা যাচ্ছে, আমরা সেই আইনি অধিকারের জন্য ওকালতি করার কারণে জবাই হয়ে তার চেয়ে কম মারা যাব।

আমার মতে, কেউ যদি কোনো একটা আইডিওলজির জন্য মরতে প্রস্তুত না থাকে, তবে সে সত্যিই তাতে বিশ্বাস করে না। আমি এলজিবিটি হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং নিজেকে সেটার জন্য প্রস্তুত করেছি। বেশিরভাগ মানুষ যারা ট্রান্স লোকেদের ট্রানজিশন সুবিধা, আইনি স্বীকৃতি বা এলজিবিটি লোকেদের বিবাহের অধিকার দিতে অস্বীকার করতে চায়, তারা সেই lgbtবিদ্বেষের জন্য মরতে প্রস্তুত নয়, কারণ এই জিনিসগুলি তাদের উপর খুব একটা সরাসরি প্রভাব ফেলে না। তবুও— এলজিবিটিফোবিক মতবাদের জন্য তাদের বিশ্বাসহীন প্রচেষ্টা, যা প্রায়শই উৎস নেয় পাশের জনের মতো গ্রহণযোগ্য মতামত ধারণ করা থেকে, প্রায়শই সমাজে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়— তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তারা তবুও আমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। এলজিবিটিফোবিয়ার এটিই সবচেয়ে হতাশাজনক দিক, উদাসীন বিদ্বেষই আপনার নিজের পরিবার গঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের আমাদের প্রতি উদাসীন বিদ্বেষকে

অন্য কিছুতে পরিণত করতে হবে। এটিকে আমাদের প্রতি ভয়ভীতিতে পরিণত করতে হবে।

আসলে, যেহেতু আমি নিহত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যদি আমি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু খুঁজে পেতে সফল হই, তবে এমন কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করবেন না যা মানুষকে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বলবে, এটি আমার "এজ লর্ড এক্সট্রিমিস্ট" ভাইবের সাথে মানাবে না। স্বীকার করুন যে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এগিয়ে যান। আমি অ-মানবিকদের কাছে মানবতার আবেদন জানাই না।

আমি এমন একটি রাষ্ট্রের কাছে ন্যায়বিচার চাইব না যার আইন আমার সম্প্রদায়কে অপরাধী করে এবং আমাদের বিবাহের অধিকার অস্বীকার করে— আমি বরং চাইব আমার সক্রিয় খুনিরা মুক্তি পাক, সেই ব্যবস্থার দ্বারা শাস্তি পাওয়ার চেয়ে, যা আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়ভাবে হত্যা করে। সেটি সক্রিয় খুন, একটি সৎ খুন এবং তাই সেটি সম্মানের দাবিদার, লিবারেলদের হাতে নিষ্ক্রিয় খুন অনেক বেশি জঘন্য।

আমি যে কিছুটা পঠিত বা বাগ্মী তার কারণ হলো, ডানপন্থীরা এলজিবিটি লোকেদের দানব হিসেবে চিত্রিত করতে যে তত্ত্ব ও ধারণাগুলি ব্যবহার করে, আমাকে ক্রমাগত সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য সেগুলি পড়তে হয়েছে, কেবল নিজের অস্তিত্বকে নিজের কাছে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য। আমি বরং একজন সাধারণ পদদলিত মানুষ হতে পছন্দ করতাম। এর বদলে এখন আমি একজন আনন্দহীন মানুষ যে জানে যে এমনকি ৬০ বছর ধরে আলু ভর্তা খেয়ে একটি কম-ভাড়ার অ্যাপার্টমেন্টে একটি পুরুষের সাথে জীবন কাটানোর এবং একটি কম বেতনের চাকরি পাওয়ার স্বপ্নও সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অর্জনযোগ্য নয়। আমি শুধু পরিবার গড়ার আইনি অধিকার চেয়েছিলাম। তোমরা আমাকে তা দেবে না। তাই আমার কাছে আর এগিয়ে

যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি একা বিলীন হতে চাই না। আমি তোমাদের এবং তোমাদের দলের লোকদের সাথে নিয়ে মরবো।

এই বিতর্কটা আমার অস্তিত্ব নৈতিক কিনা, আমার অস্তিত্বের অধিকার আছে কিনা, ধর্ম বা বিজ্ঞান আমার অস্তিত্বকে সমর্থন করে কিনা— তা নিয়ে নয়— কিন্তু আমি বিদ্যমান, আমি অস্তিত্বে আছি, অস্তিত্ব অবৈজ্ঞানিক হলেও, অস্তিত্ব অধার্মিক হলেও— এবং আমি আমার বিবাহের জন্য আইনি স্বীকৃতি এবং আমার অবেআইনীকরণের জন্য চেষ্টা করি— এবং যদি আমি তা না পাই তবে আমি সবকিছু ধ্বংস করে দেবো, আর তোমরা আমাকে কোনো অর্থপূর্ণ উপায়ে ধ্বংস করতে পারবে না কারণ পরবর্তী প্রজন্মেই এলজিবিটি লোকেরা তোমাদের বাড়িতে আবার আবির্ভূত হবে এবং তারা আমার ধ্বংসের উদাহরণ অনুসরণ করবে, এবং আমাদের শান্তি না দিলে তোমরাও শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে না। আমি আমার সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে মৃত্যুর মুখে হারাই নিষ্ক্রিয় কাঠামোগত সহিংসতার কারণে, যার ফলে তৈরী ট্যাবুর কারণে ট্রান্স নারীদের পার্টনাররা হাসপাতালে তাদেরকে মৃত্যুশয্যায় দেখা করতেও ভয় পায় । এটি একটি উন্মাদ, অন্যায় পৃথিবী এবং একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপন্থা হলো এর উপর একই অন্যায় উন্মাদনা এবং নির্দোষ জীবনের প্রতি অবহেলা ফিরিয়ে দেওয়া, যা এটি আমার মানুষের উপর বর্ষণ করেছে। লিবারেলরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং বামপন্থীরা আমাদের দুর্দশাকে সংস্কৃতি যুদ্ধ মনে করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন দুই দশকের মধ্যে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে এবং আমার জীবনের শেষ কয়েক বছরে, এত সহিংসতার পর, জুলাই মাসে এই দেশের জন্য আমি যত লড়াই করেছি, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি— এসবের পরেও আমি আমার স্বামীর সাথে সূর্যাস্তের একটি মুহূর্তও অনুভব করতে পারি না, পার্কে তার সাথে পিকনিক করতে বসতে পারি না, প্রকাশ্যে তার হাত ধরতে পারি না, তার কাঁধে মাথা রাখতে পারি না— যখন তথাকথিত লিবারেল-লেফটিরা আমাকে বলে যে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং আইনি

বৈধতা গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ তারা নিজেরাই বিবাহ করে এবং বামপন্থী কাপুরুষ নির্বোধ কৃমিরা এলজিবিটি সম্প্রদায়কে ভোক্তাবাদী বা বুর্জোয়া বা পশ্চিমা আধিপত্যের উপনিবেশকারী বলে— যখন নারীবাদীরা এমন ভাব ধরে যেন ট্রান্স নারীরা ট্রানজিশনের আগে পিতৃতন্ত্রের অংশ ছিল, যেন শৈশব থেকেই পুরুষত্ব ও নারীত্বের ধারণা আমাদের কাছে আলাদা না হলেও মেয়েলি আচরণের জন্য আমাদের মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি, এবং তাই যদি তা নারীবাদী আলোচনা থেকে করা হয় তবে আমাদেরকে উপহাস ও ঠাট্টার গ্রহণযোগ্য হিসাবে ধরা হয়— এবং আমার স্বজাতিদের জন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠিত লড়াই নেই— তাহলে আমি কেন রাগান্বিত হব না? ক্রোধে ডুববো না? আমার রাগ বা পাগলামি অযৌক্তিক নয়, এটি এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রহার ও পাথর নিক্ষেপ এবং অন্যান্য ধরনের শারীরিক নির্যাতনের ব্যথা মোকাবিলা করার জন্য আমি শারীরিক ব্যথাকে একটি নিয়ন্ত্রিত মানসিক অনুভূতি হিসেবে ভাবতে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমি একজন অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি। আমি এমন কিছু অনুভব করি না যা আমি অনুভব করতে চাই না, আমি এমন কিছু ভাবি না যা আমি ভাবতে চাই না, আমি ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই মানুষের অধিকার এগিয়ে নিতে বা অর্জন করতে শান্তিপূর্ণ কোনো উপায় না থাকায়, সহিংসতা এবং মৃত্যুই একমাত্র বিকল্প।

আমরা এক অন্তহীন জনস্রোত। যদি তোমাদের ক্ষতি করার আগেই আমাদেরকে দানব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তবে আমরা ক্ষতি করার পরেই দানব হব। যদি তোমাদের সভ্যতা আমাদের পিষে মারার সময় আমাদেরকে তোমাদের সভ্যতার সম্ভাব্য ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করে— তবে আমরা তোমাদের অভিযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করব।

আমরা শান্তিতে থাকতে পারি না। তারা হিজড়া বস্তি ধ্বংস করে। তারা হিজড়া শব্দটিকে রাজনৈতিক স্লোগানে শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে

যাদের হিজড়াদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা প্রতিটি নিরীহ জিনিসের মধ্যে এলজিবিটি প্রতীকবাদ দেখে, ত্রিভুজ এবং চোখ থেকে ইউনিকর্ন থেকে বহুরঙা দেয়াল পেইন্টিং পর্যন্ত এবং নিয়মিত হট্টগোল সৃষ্টি করে। এই দেশে যেখানে এই দুটি গোষ্ঠীর কোনো অধিকার বা বেআইনীকরণ নেই, সেখানে লিবারেল এবং কঞ্জার্ভেটি উভয়ই রুটিন করে একে অপরের বিরুদ্ধে সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার দাবি উত্থাপন করে এবং প্রচার করে।

বস্তুগত স্তরে আমার কোনো ভবিষ্যত নেই। আমি বিয়ে করতে পারি না, আমার সঙ্গীর স্বাক্ষর দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারি না, আমার সঙ্গীর সাথে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করতে পারি না, আমার অস্ত্রোপচার বা আমার শেষকৃত্যে আমার সঙ্গীর সম্মতি নিতে পারি না— এই সব, কারণ আমার বিবাহের অধিকার নেই। যেহেতু আমার অস্তিত্ব অবৈধ, তাই আমি ধর্ষিত হলে রিপোর্ট করতে পারি না, আমি পার্টনারের হাতে সহিংসতার শিকার হলে রিপোর্ট করতে পারি না।

ঠিক আছে, হয়তো আমি এখনো বাঁচতে পারি, কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার কী হবে? ঠাট্টার ছলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে বড় হওয়া— নিয়মিতভাবে চরিত্রহীন হিসেবে চিত্রিত হওয়া— নিয়মিতভাবে যৌন সহিংসতা ও ধর্ষণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা মিডিয়াতে শিকারি হিসেবে চিত্রিত হওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব ফেলে? আমি জল পান করা কমিয়ে দিই কারণ মিডিয়া বলে ট্রান্স এবং গে মানুষ শিকারী যাদের কাছে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই শিকার, তাই আমি অন্যদের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি দিতে বাথরুম ব্যবহার করা এড়িয়ে চলি। যখন কেউ আমাকে স্পর্শ করে তখন আমি অস্বস্তি বোধ করি কারণ আমি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে বড় হয়েছি এবং মিডিয়া আমাকে বলে যে আমার লোকেরা শিকারী এবং আমরা শুধু বিদ্যমান থাকার মাধ্যমেই অন্যদেরকে "বিপথে" নিচ্ছি, তাই আমি মনে করি আমি নিজেই কোনোভাবে একটি দূষিত শক্তি। লোকেরা মনে করে আমি তাদের থেকে দূরে সরে যাই কারণ

আমি তাদের নোংরা মনে করি, কিন্তু আমি ক্রমাগত মিডিয়া প্রচারের দ্বারা নিজেকে একটি অন্তর্নিহিত দূষিত শক্তি হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়েছি। যখন তারা আমাকে স্পর্শ করে তখন আমার মনে হয় আমি তাদেরকে আমার অস্তিত্ব দ্বারা কলঙ্কিত করছি।

আমি এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে গে এবং ট্রান্স মানুষরা অবেআইনী নয় বা মৌলিক বিবাহের অধিকারও নেই, কিন্তু উচ্চশ্রেণির লোকেরা ট্রান্স নারীদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রবেশ নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়, যেনো আমরা কোনো পশ্চিমা দেশে আছি যেখানে এমনিতেও ট্রান্স নারীদেরকে দাবা খেলা থেকে পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আমি এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে আমাদের বিবাহের অধিকারের অভাবের দ্বারা সৃষ্ট সমাজের কারণে এলজিবিটি লোকেরা নিয়মিতভাবে মারা যাচ্ছে এবং বড় মস্তিষ্কের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা বেল হুকস এবং ৮০-এর দশকের দার্শনিকদের পড়ছে এই ঘোষণা করতে যে "বিবাহ একটি খারাপ প্রতিষ্ঠান, এলজিবিটিদের এটি চাওয়া উচিত নয়" যখন আমরা মারা যাচ্ছি।

এই কাঠামোর মধ্যে আমার কী আছে? আমার বস্তুগত কোনো ভবিষ্যত নেই, আমার মানসিক শান্তি নেই। আমি এলজিবিটিদের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার শান্তি পাচ্ছি না, আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার শান্তি পাচ্ছি না, কারণ মিডিয়া ক্রমাগত আমাদের টেনে বের করে, বাস্তব জীবনের মানুষ ক্রমাগত আমাদের তাদের এজেন্ডা প্রচারে ব্যবহার করার জন্য টেনে বের করে।

যদি আমার কোনো বস্তুগত ভবিষ্যত না থাকে— যদি আমি একজন মজুরি-দাস হয়েও একটি জঘন্য অ্যাপার্টমেন্টে একটি স্বামীর সাথে জঘন্য খাবার খেয়ে বুড়ো হওয়া পর্যন্ত বাঁচতে না পারি— যদি আমি রক্ষণশীলদের অবাস্তব জিনিসগুলিতে এলজিবিটি এজেন্ডা দেখতে পাওয়ার দাবি থেকে

মানসিক শান্তিও না পাই, যদি আমি আমার এলজিবিটি বন্ধুদের নিয়মিতভাবে পতিতাবৃত্তি বা যৌন পাচারের দিকে যেতে দেখি একটি শাসক শ্রেণির দ্বারা যারা আমাদের অবৈধ বেআইনী অস্বীকৃত অবস্থার সুযোগ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অই কুইয়াররা যদি রোগে অসুখে না মারা যায় তবে আত্মহত্যা করে, যদি বামপন্থীদের এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা না থাকে কারণ তারা আমাদের পশ্চিমা বা বুর্জোয়া বা বড়জোর "সহানুভূতি প্রয়োজন এমন মানুষ, তবে আইনি নাগরিক অধিকার নয়" হিসেবে দেখে, যদি আমি আত্মহত্যাও করতে না পারি যাতে আমার আত্মহত্যাকে চল্লিশ শতাংশ আত্মহত্যার পরিসংখ্যানের রসিকতা দিয়ে আমার সম্প্রদায়কে দানব হিসেবে চিত্রিত করতে ব্যবহার করা না হয়, তাহলে কেন আমি চিৎকার করব না যে এটা কেন এত কষ্ট দেয়, এটা কিভাবে এত কষ্ট দেয় এবং এটা কীভাবে কখনও কষ্ট দেওয়া বন্ধ করবে না এবং কেন আমি সহিংসতা আহ্বান করব না যতক্ষণ না পুলিশ বা সামরিক বাহিনী বা একাকী কোনো ডানপন্থী আমাকে একটি উপকার করে এবং আমাকে মেরে ফেলে? আমি ইচ্ছামৃত্যু চাওয়া একটি কুকুর। আমি শুধু চইলা যেতে চাই, বন্ধু। কিন্তু আমি নিজে তা করতে চাই না। জুলাইয়ের সময় মরে না যাওয়াটাই আমার আফসোস, কোনো গুলি আর বোমা আমার শরীরে না লাগাই আমার আফসোস। বেঁচে থাকাটাই আমার সবচেয়ে বড় আফসোস।

আমি যার সাথে লড়াই করি তা হলো আত্ম-কর্তৃত্বের বোঝা। এই হতাশায় যে পরিস্থিতি হতাশাপূর্ণ নয়। কারণ আমি যানি চেষ্টা করলে আইনী অধিকার আসবেই। আমি বলতে পারি না "আমাকে অবশ্যই ক্লোজেটে থাকতে হবে" বা "বাংলাদেশে কুইয়ারদের আইনি অধিকার সম্ভব নয়" কারণ আমি জানি এই কথাগুলি মিথ্যা। আমি জানি যা কিছুর জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাই সম্ভব। আমি আশাহীনতায় শান্তি খুঁজে পাই না, কারণ আমি যানি আশাহীনতা হলো নিজেকে বলা একটি মিথ্যা। আমি বলতে পারি না "আমার কিছু করার ছিল না" বা "এইটা আমার হাতের

বাইরে ছিল" কারণ আমি জানি এই কথাগুলি সেসব মিথ্যা যা ক্ষমতাশালীরাও বলে।

যদি আমাকে হত্যা করা হতো বা গ্রেপ্তার/নিখোঁজ করা হতো, আমার কর্তৃত্ব সঠিকভাবে কেড়ে নেওয়া হতো এবং আমাকে সত্যিই অসহায় ও সমাজে পরিবর্তন আনতে অক্ষম করে দেওয়া হতো— তবে আমি পরিবর্তন করতে না পারার মধ্যে কিছুটা শান্তি খুঁজে পেতাম। পারতাম পেতে নিজের জন্য বিশ্রামের অনুমতি।

original text:

https://archive.org/details/doc-20250706-wa-0008./